সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

৫০ বর্ষ, ১০৯ সংখ্যা · বুধবার, ১৫ আষাঢ়, ১৩৭৮ (৯ আষাঢ়, ১৮৯৩ শক) · Wednesday, June 30. 1971 · মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

জে.এন.দত্ত এণ্ড সন্স
পোষাক.পরিচ্ছদ.হোসিয়ারী.ষ্টেশনারী.সুন্দর মজবুত লেদার সুটকেস ও খেলা ধুলার সরঞ্জাম ইত্যাদি পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
২১২ এ ও বি, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ · ফোন : ৩৩-৮৭৭৮

সাধনা ভাস্কর লবণ — পেটের পীড়ায় অব্যর্থ
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা, কলিকাতা-৪৮

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা মোকাবিলার ভার পেলেন সিদ্ধার্থ রায়

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন—পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা মোকাবিলার ভার পড়ল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের উপর। তাঁকে দফতরবিহীন মন্ত্রী হিসাবে ওই কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। অন্য যেসব রাজ্যে বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর চাপে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার দায়িত্বও তিনি নেবেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আজ লোকসভায় ওই ঘোষণা করেন।

শ্রীরায়ের দুটি সেকরেটারিয়েট থাকবে। একটি দিল্লিতে, অন্যটি কলকাতায়। তিনি পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা আসাম ও মেঘালয় সফর করবেন।

প্রধানমন্ত্রী জানান, তাঁর (সিদ্ধার্থবাবু) মন্ত্রকের বাজেট-বরাদ্দ দাবি বিবেচনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পুরোপুরি এই কাজের তত্ত্বাবধান করবেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বলেন, সভার সদস্যগণ জানেন যে, আজ সকালে এক ঘোষণায় রাষ্ট্রপতি পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার চান যে, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সমস্যার দ্রুত মোকাবিলা করা হোক। বিপুল সংখ্যক শরণার্থী আসায় পশ্চিমবঙ্গ এবং আরও কয়েকটি রাজ্যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও অত্যন্ত জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন এবং তা জরুরী হিসাবে নেওয়া উচিত। সেই জন্যই ক্যাবিনেট পর্যায়ের একজন মন্ত্রীকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এখনকার জন্য শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ ও সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এটা তাঁর নিজের দফতরের কাজের অতিরিক্ত।

পি টি আই জানাচ্ছেন : লোকসভায় শ্রীরায়ের বর্তমান দফতরের বরাদ্দের দাবি অনুমোদিত হবার পরই তিনি শিক্ষা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর পদে ইস্তফা দেবেন।

এখনকার সময়সূচি অনুসারে শিক্ষা মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দের দাবিটি ১২ কিংবা ১৩ জুলাই লোকসভায় উঠতে পারে। তারপর শ্রীরায় পুরোপুরি তাঁর নতুন কাজে আত্মনিয়োগ করবেন বলে আশা করা যায়।

'সাহারা'য় জল। দুদিনের অতি বর্ষণের পর দমদমের কাছে সাহারা শরণার্থী শিবির এখনও জল-কাদা শুকোয়নি, শরণার্থীদের দুর্ভোগও যথাপূর্ব। —নিজস্ব-চিত্র

অপূর্ণ, অসমাপ্ত

স্টাফ রিপোর্টার

গত ২ এপ্রিল এবং এই ২৯ জুন (মঙ্গলবার), এই দুটি দিনের মধ্যে তিন মাসের ব্যবধান না থাকলেও মহাকরণের চেহারায় ছিল অনেক তফাৎ। সেদিন রাজভবনে শপথ গ্রহণের পর অনেক আশা আর হাসিমুখ নিয়ে মন্ত্রীরা মহাকরণে এসেছিলেন। এদিন একে একে তাঁরা বিদায় নিলেন। মন্ত্রীদের মুখে হাসি থাকলেও তা যেন ম্লান; 'অসমাপ্ত কাজ' আর অপূর্ণ প্রতিশ্রুতির ছায়ামলিন।

রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের সময় গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা একশ' দিনের মধ্যে নানা কর্মসূচী রূপায়ণের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিলেন। উননব্বই দিন না পূর্ণ হতেই পশ্চিমবঙ্গে আবার রাষ্ট্রপতির শাসন নেমে এল। এদিন দিল্লি থেকে খবর এল ১২টার কিছু পর টেলেক্স-এ। অপ্রত্যাশিত না হলেও—রাষ্ট্রপতির শাসন জারির হুকুমনামা মহাকরণের চেহারা বেমালুম পালটে দিল।

'আবার আসিব ফিরে'

বিকাল ৩-২৫ মিনিটে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় মহাকরণ থেকে বিদায় নেন। তার পাঁচ মিনিট পরে উপমুখ্যমন্ত্রী, শ্রীবিজয় সিং নাহারও। দুজনেই আশা প্রকাশ করলেন—আবার ফিরে আসবেন।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন : আবার আসছেন তো? মুখ্যমন্ত্রী একটু হেসে জবাব দেন, আপনারা চাইলেই আসব। উপমুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয়, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হলে আপনাকে দেখতে পাব তো? তিনি বলেন, নির্বাচন হলেই দেখতে পাবেন।

মহাকরণ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ঘরে তাঁর ব্যক্তিগত অফিসার এবং কর্মচারীদের নিয়ে একসঙ্গে ফটো তোলেন। এর পর তিনি যেমন রোজ যান তেমনি ধীরে ধীরে মহাকরণের করিডর পেরিয়ে গি

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

প্রধানমন্ত্রীর জরুরী তলব পেয়ে ধাওয়ান দিল্লি গেলেন, মহাকরণে সচিব-শাসন শুরু

স্টাফ রিপোর্টার

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী তলব পেয়ে রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দিল্লি রওনা হয়ে যান।

এই জরুরী তলব সম্পর্কে রাজ্যের বিভিন্ন মহলে নানা কথা শোনা যায়। কোন কোন মহলের ধারণা, প্রধানমন্ত্রী শ্রীধাওয়ানকে বুঝিয়েসুজিয়ে ছুটিতে যেতে বলবেন।

কেন্দ্রীয় সরকার এদিন দুপুরেই এই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। কেন্দ্র রাজ্যপাল বদল করতে চাইলেও তিনি স্বেচ্ছায় সরতে না চাইলে পাঁচ বছরের আগে শ্রীধাওয়ানকে সরাতে পারেন না। তাঁকে ১৯৬৯ সালে পাঁচ বছরের জন্য এই রাজ্যের রাজ্যপাল নিয়োগ করা হয়।

এদিন কেন্দ্র প্রশাসনিক দায়িত্বভার নেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীগোবিন্দ নারায়ণ [illegible] টেলিফোনে কথাবার্তা বলেন। এবং জানতে চান সর্বশেষ পরিস্থিতি কী। কেন্দ্র চান, আজ (বুধবার) থেকেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দৈনন্দিন কাজের এবং আইন শৃঙ্খলা ও শরণার্থী পরিস্থিতির সর্বশেষ প্রতিবেদন দিল্লিতে প্রতিদিন পাঠানো হোক।

মুখ্য ও স্বরাষ্ট্র সচিবের আলোচনা

মন্ত্রীরা সকলে মহাকরণ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত এদিনই স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রী জে সি তালুকদার এবং

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

দাবি না মিটলে বড় রকমের আন্দোলন

স্টাফ রিপোর্টার

বাসে-ট্রামে ছাত্রদের কনসেশন ও অন্যান্য দাবিতে ছাত্র পরিষদ ১ জুলাই রাজ্যপালের কাছে সাত দিনের নোটিশ দিতে যাবেন। দাবি না মিটলে তাঁরা ৮ জুলাই থেকে সারা কলকাতায় পথ অবরোধ আন্দোলন শুরু করবেন।

ছাত্র পরিষদের সভাপতি শ্রীসুব্রত মুখার্জি মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে ওই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সি আরও জানান, তাঁরা যৌথভাবে ৮ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর কাছেও একটি ডেপুটেশন নিয়ে যাবেন। যুব কংগ্রেসের মূল দাবি : বেকার সমস্যার সমাধান। বীরভূম জেলায় পৃথক প্রশাসন অথবা সামরিক শাসনের দাবিও তাঁরা জানাবেন।

ব্রিটিশ এম পি দল শরণার্থী শিবিরে ঘেরাও

নিজস্ব সংবাদদাতা

বয়ড়া সীমান্ত, ২৯ জুন—আজ ব্রিটিশ পারলামেনটারি প্রতিনিধি দল সীমান্তে সরেজমিনে শরণার্থী শিবির দেখতে গেলে বিভিন্ন জায়গায় ঘেরাও হন। স্বাধীন বাংলা দেশকে স্বীকৃতি ও সেখানে শরণার্থীদের ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির দাবিতে এই বিক্ষোভ। প্রতিনিধি দল শরণার্থীদের বলেন, তাঁদের দাবি যাতে পূরণ হয় সে ব্যাপারে তাঁরা চেষ্টা করবেন।

সংসদীয় প্রতিনিধি দলে ছিলেন শ্রীআরথার বটমলি, শ্রীটবি জেসেল, শ্রীরেগ প্রেনটিস ও শ্রীজেমস রামসডেন। তাঁরা যখন বয়ড়া সীমান্তের দিকে এগোচ্ছিলেন তখন দেখতে পান হাজার হাজার নরনারী ছোট ছোট ছেলেমেয়ের হাত ধরে বাংলা দেশ থেকে পায়ে হেঁটে ভারতে আসছেন। তাঁরা মাঝে মাঝে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়েন। হেঁটে চলা শরণার্থীদের জিজ্ঞাসা

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

সুখাড়িয়া পদত্যাগের অনুমতি পেয়েছেন

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নাকি রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোহনলাল সুখাড়িয়াকে পদত্যাগ করার অনুমতি দিয়েছেন।

শ্রীসুখাড়িয়া গতকাল এখানে আসেন। কাল তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আজ সকালে আবার। —ইউ এন আই

রাজ্যপালের পদত্যাগ দাবিতে যুব কংগ্রেস

স্টাফ রিপোর্টার

যুব কংগ্রেস নেতা সংসদ সদস্য শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি মঙ্গলবার দুপুরে পদত্যাগের দাবি নিয়ে স্বয়ং রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ানের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পশ্চিমবাংলায় আবার রাষ্ট্রপতির শাসন

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন—পশ্চিম বাংলায় আজ রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি রাজ্যের প্রশাসন-ভার গ্রহণ করে এক আদেশনামায় স্বাক্ষর করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এস এস ধাওয়ান রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করার সুপারিশ করেছিলেন। গতকাল সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা রাজ্যপালের রিপোর্ট অনুমোদন করেন।

বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জির পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যপাল গত ২৫ জুন বিধানসভা ভেঙে দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি তাঁর ঘোষণায় বলেন, তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে, ওই রাজ্যে এমন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, যাতে সংবিধান অনুযায়ী রাজ্য সরকারের কাজ চালানো যায় না। সুতরাং সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী তিনি, রাজ্য সরকারের সকল ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করলেন।

রাষ্ট্রপতি আরও ঘোষণা করেন—রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা এখন থেকে সংসদের উপর বর্তাল।

রাষ্ট্রপতি পশ্চিম বাংলার রাজ্যপালের মাধ্যমে তাঁর কাজ চালাবেন।

রাষ্ট্রপতির শাসনের ইতিহাস

১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধান চালু হওয়ার পর এবার নিয়ে বিভিন্ন রাজ্য ছাব্বিশ বার রাষ্ট্রপতির শাসনে এল।

বর্তমানে মহীশুর, গুজরাট, পানজাব, পঃ বঙ্গ ও কেন্দ্রশাসিত মণিপুরে রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে।

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর পঃ বঙ্গে এই তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ হল। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কংগ্রেস-প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পদত্যাগ করলে পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ হয়। শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে তৎকালীন

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

মহেশপুর থানার বিস্তৃত এলাকা মুক্তিফৌজের অধীনে

কৃষ্ণনগর, ২৯ জুন—বাংলা দেশের যশোর জেলার মহেশপুর থানার প্রায় এক শ' বর্গ মাইলের উপর এলাকা এখন মুক্তিফৌজ গেরিলাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। গত ২৪ ঘণ্টায় ওখানে পাক সেনার সঙ্গে মুক্তিফৌজের প্রচণ্ড লড়াই চলে।

আজ রাত্রে মুক্তিফৌজের সূত্রে পাওয়া খবর, কম করে ৪০জন খানসেনা নিহত হয়েছে। —পি টি আই

বাংলাদেশ সম্পর্কে অতি-সাহসিক নীতি নেওয়া হবে না —ইন্দিরা গান্ধী

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ নব কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠকে বাংলাদেশ সম্পর্কে অসমাপ্ত আলোচনায় যোগ দিয়ে বলেন—(এক) বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারত কোন অতিসাহসিক নীতি নেবে না। (দুই) বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতা ব্যর্থ হয়নি। 'ভারতের কোন বন্ধু নেই'—একথা ঠিক নয়। (তিন) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর বেতার-ভাষণই প্রমাণ যে, পাক শাসক-চক্র জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সে দেশে জনগণের প্রকৃত নেতা—শেখ মুজিবর রহমান।

তিনি বলেন : সরকার কোন দেশের ভয়ে ভীত নন। বাংলাদেশ পরিস্থিতির মোকাবিলায় সরকার যা ভালো মনে করেন, তাই করছেন। সঠিকভাবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, সরকার প্রশ্নটি বিবেচনা করছেন এবং যথাসময়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন : ভারত বাংলা দেশের ব্যাপারে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ নীতি অনুসরণ করে চলছে কিন্তু অনাবশ্যক ঝুঁকি বা অতিসাহসিকতার পথ সরকার নেবেন না।

সরকার অবশ্য সদস্যদের বক্তব্য বিবেচনা করবেন এবং নীতি প্রয়োগের সময় তা থেকে যতটুকু দরকার তা নেওয়া হবে।

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

আসানসোল-দুর্গাপুর বন্ধ

রূপনারায়ণপুরে সংঘর্ষ, কারফু

নিজস্ব প্রতিনিধি

দুর্গাপুর, ২৯ জুন—আজ আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে বন্ধ পালিত হয়। সিটু এই বন্ধ-এর ডাক দিয়েছিল। ওই দুই শহরে তেমন কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি। তবে ওই বন্ধ এলাকার মধ্যেই রূপনারায়ণপুরে এক গুরুতর সংঘর্ষ ঘটে এবং তার জের স্বরূপ অবস্থা আয়ত্তে আনতে এদিন

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

ক্রিকেট খেলোয়াড় জ্যোতিষ মিত্র খুন

কাশীপুরে তিনজন নিহত

স্টাফ রিপোর্টার

মঙ্গলবার সকালে বারাসাতে খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় শ্রীজ্যোতিষ মিত্র (৪৭) আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। এ ছাড়া এদিন ভোরে কাশীপুরে পুলিশের গুলিতে তিনজন নিহত হন।

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা

আততায়ীর গুলিতে নিহত শ্রী মিত্র মোহনবাগান ক্লাবের অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি বাংলা দলের হয়ে বিভিন্ন সময়ে ক্রিকেট খেলায় প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি একটি বিশিষ্ট ইনজিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের ২৪ পরগনা জেলার এজেনট ছিলেন। বারাসতে ছিল তাঁর কর্মস্থল।

পুলিশসূত্রে পাওয়া খবরে জানা যায় শ্রীমিত্র এদিন কলকাতার নীলমণি মিত্র স্ট্রিটের বাড়ি থেকে জিপে করে বারাসতে যান। রেলওয়ে গেট ও কৃষ্ণনগর রোডের সংযোগস্থলে তাঁর অফিসের সামনে, যখন তিনি গাড়িতে বসেছিলেন, তখন কয়েকজন যুবক রিভলবার থেকে পর পর তিনবার গুলি ছোঁড়ে। রক্তাপ্লুত অবস্থায় তিনি গাড়ির মধ্যে ঢলে পড়েন। এরপর প্রথমে তাঁকে বারাসত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

অন্যত্র পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পাকিস্তানের গোঁসাকে আমেরিকা ডরায়, তাই আরও অস্ত্র-জাহাজ যাবে

—মার্কিন মুখপাত্রের সাফকথা

ওয়াশিংটন, ২৯ জুন—মার্কিন রাষ্ট্রদফতরের এক মুখপাত্র—নাম, ক্লিস টাফার ভ্যান হোলেন; পদ, ডেপুটি অ্যাসিসট্যানট সেকরেটারি—বলেছেন : সরকারীভাবে পাকিস্তানে অস্ত্র পাঠানোর উপর 'নিয়ন্ত্রণ' আছে তথাপি সেখানে আরও কয়েক জাহাজ সমরসম্ভার যাবে। নীতি ও কাজের এই তফাতের মধ্যে মুখপাত্রটির মতে, 'কোন বিরোধ নেই।' কারণ সেই বস্তাপচা যুক্তি : এসব পাঠানোর কথাবার্তা পাকা হয়েছিল ২৫ মারচের আগে।

তিনি আরও বলেছেন : এখন অস্ত্রচালান বন্ধ করলে পাকিস্তান ভাববে সেটা 'নিষেধাজ্ঞা' এবং বলবে যে, সেটা পাকিস্তানের ভিতরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ। তাতে পাকিস্তানের সঙ্গে 'ফলপ্রসু সম্পর্ক' বজায় রাখার ব্যাপারে আমাদের ক্ষমতার হানি ঘটবে।'

মার্কিন সেনেটের যে সাব-কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্যে মুখপাত্রটি ওই সব কথা বলেন তার চেয়ারম্যান সেনেটর এডওয়ারড কেনেডি এতে সন্তুষ্ট হন নি। তিনি সাফ বলেন যে, নিষেধাজ্ঞার কোন দরকার নেই।—জাহাজী লাইসেন্স বাতিল করেই

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বিস্ময়জনক লকরন কীট-ফাঁদ যাদুমন্ত্রের মত কাজ করে!

কোনো রাসায়নিক পদার্থ বা বিষ ছাড়া আরশোলাকে ধরে ও শেষ করে।

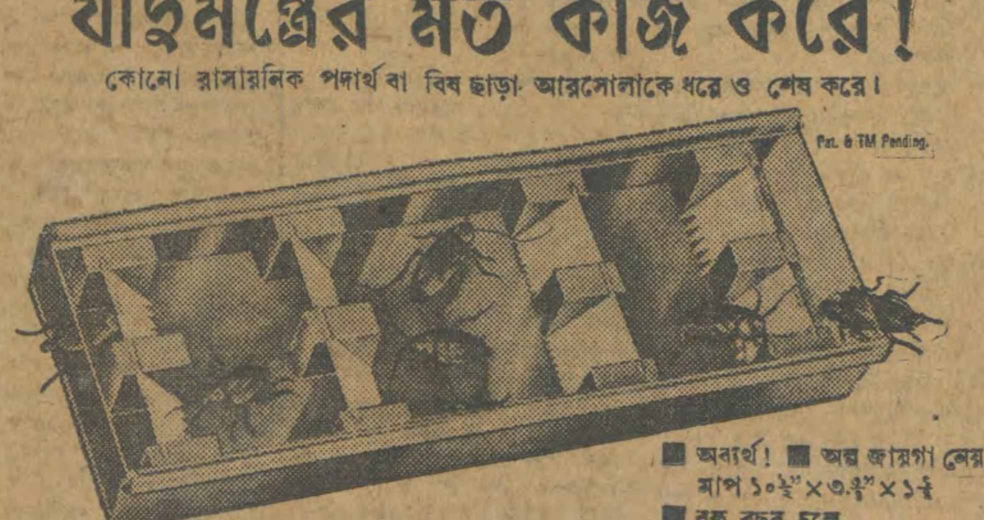

Pat. & TM Pending.

■ অব্যর্থ! ■ অল্প জায়গা নেয়! মাপ ১০½"×৩.৫"×১½
■ বহু বছর চলে

সুকল্পিত নতুন কীট-ফাঁদ শত শত আরশোলা ধ্বংস করতে পারে—দ্রুত, সহজে

এই বিস্ময়কর নতুন, রাসায়নিক পদার্থ-মুক্ত, বিষমুক্ত আরশোলার ফাঁদ লকরন এর সঙ্গে, আপনি এ পর্যন্ত যা কিছু ব্যবহার করেছেন তার তুলনা চলেনা। সম্পূর্ণ আমাদের ঝুঁকিতে নিজের কাছে তা প্রমাণ করুন। দেখুন কী ভাবে। শুধু এই আশ্চর্য আরশোলার ফাঁদ টিকে নিজের বাড়ীতে রাখুন। তারপরে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় এটাকে লক্ষ্য করুন। নিজের চোখে দেখুন কেমন করে নোংরা আরশোলাগুলো রাসায়নিক পদার্থ বা বিষ ছাড়া, প্রলুব্ধ হয়ে ফাঁদে পড়ছে ও শেষ হচ্ছে। দেখুন আপনার বাড়ী কেমন করে—ক্রমাগত আরশোলা-মুক্ত হচ্ছে, আপনি যে সত্যিই তাদের আপনার বাড়ী থেকে তাড়াতে পারছেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। মাত্র ১০ দিনে কতগুলো আরশোলা শেষ হল, গুনুন। এই নতুন আরশোলা ফাঁদের সার্থকতা সম্পর্কে আপনি যদি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় না হন,...সুফল যদি আপনাকে স্তম্ভিত না করে, ফেরৎ দিয়ে তৎক্ষণাৎ টাকা ফেরৎ নিন, কেউ কোনো প্রশ্ন করবেনা। মজুতের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। অতএব এখনই যা করার করুন।

আরশোলা আপনার খাবার, আপনার বাসনপত্র দূষিত করতে পারে ও আপনার ঘরে নানা রোগ ডেকে আনতে পারে।

সমস্ত সরকারী স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ রোগ সংক্রমণের বিপদ লাঘবের জন্যে আরশোলা দূরীকরণের পরামর্শ দেন। বিপজ্জনক, বিষাক্ত রাসায়নিক ওষুধের ঝুঁকি নিতে যাবেন না, ছেলেপুলে ও পোষা জীবজন্তুর পক্ষে ওগুলো ক্ষতিকর। নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, আপনার পরিবারকে এখনই রক্ষা করুন! শত শত আরশোলা ধ্বংস করুন। অন্য ভাবে মারতে গেলে যে আরশোলা অনেক সময় মরেনা, এই বিস্ময়কর ফাঁদ তাদের আটকে ধরে। বিষাক্ত ও বিপজ্জনক ওষুধ যখন আর কাজ করেনা, এই আরশোলার ফাঁদ তখনও সার্থকভাবে কাজ করে চলে। একবার এর ভেতরে গেলে আরশোলা আর বেরোতে পারেনা। আর তারা লুকানো ঘাঁটিতে ফিরে গিয়ে বংশবৃদ্ধি করতে পারেনা।

এই বিস্ময়কর ১০ দিনের পরীক্ষা

আপনার খাবারের উপর দিয়ে যে আরশোলাগুলো হেঁটে বেড়ায় তাদের মারতে পেলে আপনি খুশী হন নিশ্চয়? আপনার বাসনপত্র, রূপোর জিনিষ, রান্নাঘরের টেবিল, বাসন ধোবার জায়গা, স্টোভ, সব কিছুর উপর দিয়ে যে নোংরা আরশোলাগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের ধরে ধরে শেষ করতে পারলে আপনার প্রাণটা বাঁচে তো? এইবার তা পারছেন! মৌমাছি যেমন ফুলের কাছে ছোটে, এই সুকল্পিত ফাঁদ, তেমনি আরশোলাকে লুব্ধ করে টেনে আনে মরণ ফাঁদে। আরশোলা রোগ সংক্রমণ করে ও রোগ ছড়ায় এই কথা ভেবে আপনিও যদি লক্ষ লক্ষ অন্য লোকের মত উদ্বিগ্ন হন ... আরশোলা দেখলেই যদি একটা ঘৃণিত জীব বলে মনে হয় ... এই সর্বনেশে অসহ্য পোকাগুলোর অত্যাচারে আপনি যদি ধৈর্য্যহারা হয়ে থাকেন, — অবশেষে এইবার মারাত্মক ওষুধ বা বিষ ছাড়াই বাড়ীতে আরশোলাকে ধরা ও মারার একটা সহজ ও সুদক্ষ উপায় পাওয়া যাচ্ছে!

Write to: Mail Order Sales Pvt. Ltd. 15 Mathew Road Near Opera House, Bombay 4

আজই এই কুপন পাঠান

হ্যাঁ, অনুগ্রহ করে খুব তাড়াতাড়ি ২৯ টাকা দামের আরশোলার ফাঁদ লকরন সন্তুষ্টি অথবা টাকা ফেরতের গ্যারান্টির ভিত্তিতে আমার পাঠিয়ে দিন।*(প্রত্যেক অর্ডারের ডাকমাশুল, প্যাকিং ও ব্যবহারের জন্যে ৩ টাকা অন্তর্গত করুন।)

☐ সঙ্গে ....চেক / আই.পি.ও ☐ এম. ও পাঠান হল........ টাকা। ☐ ভি.পি. পিতে পাঠান (রশিদ নং........)

*☐ ১৪ টাকা বাঁচান : বিশেষ প্রস্তাব : ২ টো লকরন আরশোলার ফাঁদ মাত্র ৪০ টাকায়, বিনামূল্যে সরবরাহ এর অন্তর্গত। (দামের ৮ টাকাও ডাকমাশুল, প্যাকিং ও ব্যবহার বাবদ ৬ টাকা বাঁচছে)

নাম .... AP

ঠিকানা ....

To: Mail Order Sales Pvt. Ltd.
15 Mathew Road, Near Opera House, Bombay-4
অনুগ্রহ করে আমাদের ঠিকানা ইংরাজীতে লিখুন LOC-B

এঁরা প্রত্যেকেই কে.সি.পালের ছাতা ব্যবহার করেন

কারণ, এই ছাতাগুলি ওয়াটার-প্রুফ কাপড়ে এবং এর প্রতিটি অংশ বাজারের সেরা জিনিস দিয়ে তৈরী যার ফলে এগুলি দীর্ঘদিন টেঁকে।

সর্বত্র পাওয়া যায়

প্রস্তুতকারক :— কে.সি.পাল এণ্ড সন্স
৮২, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় ষ্ট্রীট • বড়বাজার • কলিকাতা-৭

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জমসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele : ANANDRABAZAR, Cal.
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার:—

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৪৫.০০ টাকা	৯৩.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫৯.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ টাকা	××××

কর্মখালি

...তা-১ কর্তৃক গৃহীত হইবে এবং এই সকল দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ১৫ই জুলাই, ১৯৭১।
২৬৮৬(৩) আইপিআর/এ/৭১ (৩৩৮৯)

অভিজ্ঞ ডিজেল পেট্রল এবং সীট মেটাল ফিটার চাই। সাক্ষাৎ ৯—১০। চ্যাটার্জি, ৮/১ মোহনচাঁদ রোড, খিদিরপুর। (সি ৭২৩০)

শিক্ষক-শিক্ষিকা

ডেপুটেশন ভ্যাকান্সীতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃত পড়াইতে সক্ষম শিক্ষিকা প্রয়োজন। ৭ দিনের মধ্যে আবেদন করুন। সম্পাদক, বেলুড় খামারপাড়া বালিকা বিদ্যালয়। ১৮/১এ, বঙ্কুবিহারী ঘোষ লেন, পোঃ বেলুড়মঠ, জেঃ হাওড়া। (৩৩২২)

এজেণ্ট-ক্যানভাসার

ক্যালেণ্ডার, ডায়েরী, নভেলটি

আকর্ষণীয় ডিজাইন। সুলভ মূল্য! এজেণ্টদের জন্য চমৎকার কমিশন, বোনাস, স্কুটার। যোগাযোগ করুন :
Calendar Home (India), 123, Canning Street, Calcutta-1. Phone: 22-5823. (৩১২৯ এ)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

বেহালা কলেজ ও বেহালা কলেজ অফ্ কমার্স

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে ক্লাস/বার্ষিক-পরীক্ষা পুনর্বিজ্ঞাপিত না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকিবে। (৩৩৫৬)

রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির, বেলুড়মঠ, হাওড়া। উক্ত শিল্পমন্দিরের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের সকলেরই বুধবার ৩০শে জুন বেলা ২-৩০ মিঃ শিল্পমন্দিরে সমবেত হওয়া প্রয়োজন।
—অধ্যক্ষ। (৩৪৮৪)

গভর্নমেণ্ট ট্রেনিং কলেজ
হুগলী

অফিসার-ইন-চার্জ, গভঃ ট্রেনিং কলেজ, হুগলী বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, ১৭ জুলাই, ১৯৭১ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এড পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৯ জুলাই, ১৯৭১ তারিখ হইতে প্রচলিত ক্লাস শুরু হইবে। অবশ্য শিক্ষার্থীদিগকে অবশ্যই ১ জুলাই, ১৯৭১ তারিখে হাজিরা দিতে হইবে। নবাগত শিক্ষার্থীদিগকে ১৮ জুলাই, ১৯৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন হইতে হস্টেলে থাকার জায়গা দেওয়া হইবে।
১৭০৯(২) আই পি আর/এ/৭১ (৩৫০২)

আনন্দ মার্গ-এর প্রধান গ্রেফতার

পাটনা, ২৯ জুন—'আনন্দ মার্গ'-এর প্রধান শ্রীআনন্দ মূর্তিজীকে আজ সকালে এখানে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সিনিয়র পুলিশ সুপারিনটেনডেনট শ্রী বি পি সিং বলেন, রাঁচি পুলিশের অনুরোধে এই গ্রেফতার করা হয়।

আনন্দ মার্গের জনসংযোগ সচিব শ্রীসত্যানন্দ অবধূত আজ এখানে একটি বিবৃতিতে বলেছেন, রাঁচি পুলিশের 'ভিত্তিহীন' অভিযোগে শ্রীমূর্তিজীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এবং এর প্রতিবাদে শ্রীমূর্তিজী অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন শুরু করেছেন।

শ্রী অবধূত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভোলাপাসওয়ান শাস্ত্রীকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বলেন।
—পি টি আই

টেণ্ডার

সম্ভব হইলে টেণ্ডার সেইদিনই বেলা ৩-৩০টায় খোলা হইবে। বায়নার টাকা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া/ট্রেজারিতে জমা দিতে হইবে এবং প্রাপ্ত চালান অথবা কোন শিডিউল্ড ব্যাঙ্কের ডিপোজিট-অ্যাট-কল রসিদ টেণ্ডারের সঙ্গে পাঠাইতে হইবে। ১ হইতে ৩নং দফার প্রত্যেকটির জন্য ৫. টাকা ...

জুলাইয়ে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে সংসদে পশ্চিমবঙ্গের বাজেট পেশ

স্টাফ রিপোর্টার

জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে অথবা তৃতীয় সপ্তাহের শুরুতে সংসদে পশ্চিমবঙ্গের বাজেট পেশ করা হবে।

মঙ্গলবার বিকালে দিল্লি থেকে রাজ্য সরকারকে এইরূপ আভাস দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গত সোমবার (২৮ জুন) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার দরুণ সে অধিবেশন আর হয়নি।

৬টি শিল্প সংস্থাকে ২ কোটি টাকা সাহায্য মঞ্জুর

স্টাফ রিপোর্টার

ইনডাস্ট্রিয়াল রিকনস্ট্রাকশন করপোরেশন শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়ন সাধনে ৬টি শিল্প সংস্থাকে প্রায় ২ কোটি আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করেছেন। এঁদের মধ্যে দুটি বন্ধ কারখানাও রয়েছে। মঙ্গলবার কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে করপোরেশন-এর ভাইস-চেয়ারম্যান ও রিজার্ভ ব্যাংকের ডেপুটি গভরনর শ্রী ভি ভি চারী ওই কথা জানান। ওই ছটি শিল্পসংস্থার মধ্যে দুটি কাপড়ের কল, একটি করলাখনি, একটি ইসপাত ঢালাই ও দুটি লাইট ইনজিনিয়ারিং কারখানা রয়েছে।

এ পর্যন্ত ৭৫টি শিল্প সংস্থা আর্থিক সাহায্যের জন্য করপোরেশন-এর কাছে আবেদন করেন বলে ম্যানেজিং ডাইরেকটর শ্রী সি টি দাস সাংবাদিকদের জানান। তিনি বলেন, ওই ছটির ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করা হয়। বারোটির ক্ষেত্রে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদের সংস্থা আই আর সি এ থেকে সাহায্য পেতে পারেন না; তবে তাঁদের বিষয়টি ব্যাংকের কাছে পাঠানো হয়েছে। বাকি আবেদনগুলি খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে।

মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার

ভারতীয় জনসংঘের নগর সমিতির উদ্যোগে একটি মিছিল পাকিস্তান সরকারকে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার প্রতিবাদে মঙ্গলবার কলকাতায় মার্কিন কনসাল জেনারেল অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। মিছিলের পক্ষ থেকে ওই অফিসে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। সর্বশ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও জ্ঞানেন্দ্র ব্যানার্জি মিছিলে নেতৃত্ব করেন।

স্বাধীন বাংলার মুক্তি ফৌজকে দমন করবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অস্ত্র বোঝাই যে জাহাজ আসছে তার প্রতিবাদে পয়লা জুলাই বৃহস্পতিবার ১৯৭১ বেলা ৩ ঘটিকায় পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেস ও পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের (আদি) উদ্যোগে কলকাতা স্থিত মার্কিন দূতাবাসের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে।

স্টেট বাস কর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল

মঙ্গলবার শহীদ মিনারের পাদদেশে স্টেট বাস শ্রমিক কর্মচারীদের একটি সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুজিত দাস। কর্মচারীদের দাবিদাওয়া সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রীঅশোক দত্ত। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সর্বশ্রী নারায়ণ সাহা ও ইন্দ্র রায় চৌধুরী।

সভাশেষে শ্রমিককর্মচারীদের একটি মিছিল কর্তৃপক্ষের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের উপেক্ষিত দাবি যথা—পে-স্কেল, চিকিৎসা ভাতা, স্থায়ীকরণ, প্রমোশন ইত্যাদি এবং ডিউটিকালীন সময়ে এবং যাতায়াতের পথে নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণের দাবি অবিলম্বে পূরণের জন্য বলা হয় স্মারকলিপিতে।

সাধারণ বীমা কর্মীদের বিক্ষোভ

জীবন বীমা ও সাধারণ বীমা কর্মচারিগণ মঙ্গলবার বিরতির সময় বিভিন্ন দাবিতে বিভিন্ন বীমা অফিসের সামনে বিক্ষোভ করেন। দাবিগুলির মধ্যে ছিল : সাধারণ বীমা কর্মীদের চাকুরির নিরাপত্তা, একটি সাধারণ বীমা করপোরেশন স্থাপন, ছাঁটাই করা চলবে না ইত্যাদি।

মার্টিন রেল কর্মীদের সভা

স্টাফ রিপোর্টার

মঙ্গলবার শহীদ মিনার ময়দানে হাওড়া-আমতা ও হাওড়া-শিয়াখালা লাইট রেলের কর্মচ্যুত কর্মীদের এক সভায় এই সব কর্মীদের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলে কাজ দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর করার দাবি জানানো হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শ্রীসনাতন ঘোষ। সর্বশ্রী কালীপদ চ্যাটার্জি, মোহিতকুমার চক্রবর্তী ও প্রিয়ধন নন্দী এই দাবির সমর্থনে বক্তৃতা দেন।

পি টি আই কর্মীদের সভায় বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি দাবি

স্টাফ রিপোর্টার

পি টি আই কর্মচারি ইউনিয়নগুলির ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাধীন বাংলা দেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের দাবি করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের এই সম্মেলন হয় ২৬ এবং ২৭ জুন।

মুণ্ডেশ্বরীতে জলস্ফীতি, হরিণখোলার সেতু বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা

চন্দননগর, ২৯ জুন—মুণ্ডেশ্বরী নদীতে জলস্ফীতির জন্য রবিবার থেকে হরিণখোলার অস্থায়ী সেতু দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

...ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। যে সকল প্রার্থী এই পদগুলির যে কোন একটির জন্য পূর্বে দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে এই বিজ্ঞপ্তির উত্তরে নূতন করিয়া দরখাস্ত অবশ্যই পাঠাইতে হইবে। দরখাস্ত চীফ এঞ্জিনীয়ার (এগ্রি), পশ্চিমবঙ্গ, রাইটার্স বিল্ডিংস (ব্লক—জি, ৬ষ্ঠ তল), কলি-...

তীর্থ ও প্রমোদ-ভ্রমণ

টুরিস্ট এণ্টারপ্রাইজেস এর লাক্সারী বাসে ৯।৭ তারাপীঠ, বক্রেশ্বর, ললাটেশ্বরী, নন্দকেশরী, জয়দেব, নান্নুর মল্লেশ্বর, ময়ূরাক্ষী, ম্যাসানজোড়, ৩০.। যোগাযোগ করুন ৪৫ নং মলংগা লেন। (হিন্দ সিনেমার সামনে) ২৪-১২১৫। (সি-৭২২০)

...মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী মমতা মুখোপাধ্যায় গত ২৫শে জুন পরলোকগমন করেছেন। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব যাঁরা রোগ শয্যায় সেবা ও সমবেদনা জানিয়েছেন প্রত্যেকের কাছে আমার একান্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। মৃতের আত্মার শান্তি ও তৃপ্তি কামনা করি। হতভাগ্য স্বামী। (সি-৭২০০)

...জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-২০ ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইতেছে।
এস, কে বসু, সেক্রেটারি
"বারলো হাউস"
৫৯ সি, চৌরঙ্গী রোড,
কলিকাতা-২০
তারিখ ২৬ জুন, ১৯৭১ (৩৪৫২এ)

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

রেশন এলাকার বাইরে আটা বিক্রয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার বাইরে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে সাধারণ মুদী দোকান মারফত নির্ধারিত মূল্যে আটা বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন। ওই আটা সপ্তাহে প্রাপ্তবয়স্কপিছু এক কেজি ও অপ্রাপ্তবয়স্কপিছু আধ কেজি হিসেবে রেশন কারডের মাধ্যমে দেওয়া হবে। সংশোধিত রেশন দোকান থেকে যে আটা গম ইত্যাদি দেওয়া হয়, তার অতিরিক্ত হিসেবেই ওই আটা দেওয়া হবে বলে সরকারী ইসতাহারে জানানো হয়।

সমাজ সংস্কারে ছোট সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি

সমাজ সংস্কারের আদর্শ নিয়েই আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলির কাজ করা উচিত। সম্প্রতি কলকাতায় ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত ক্ষুদ্র সংবাদপত্র সমিতির এক সভায় রাজস্থান সরকারের তথ্য বিভাগের অধিকর্তা শ্রী আর এম ভাট এই অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ছোট ছোট সংবাদপত্রগুলির অসুবিধা আছে প্রচুর; কিন্তু তবুও দেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য তাদের ভূমিকার কথা মনে রেখে কাজ করতে হবে।

বেতারবার্তা

বুধবার—৩০ জুন

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, (৪৪৭.৮ মীঃ) বন্দেমাতরম্; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-২৫ সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য; ৬-৩০ কালীপদ মান্না—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ সুবন্ধ সংগীত —খেয়াল, পি এন বার্ভে; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ প্রতিভা কাপুর—শ্যামাসংগীত; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ কৃষ্ণা হাজরা—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা গৌরচন্দ্র বসাক—লোকগীত; ৮-১৫ উৎপলা গোস্বামী—রাগপ্রধান; ৮-৩০ সেতার; ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ মঞ্জু ঘোষ—ঠুংরী; ৯-৪৫ আশিসকুমার ভট্টাঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা অপর্ণা রায়—সুরবাহার; ১০-৩০ গৌরচন্দ্র বসাক—খেয়াল; ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, রবীন্দ্রসংগীত; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১টা পি এন বার্ভে—খেয়াল; ১-৩০ সুগম সংগীত, অনীতা তলওয়ার, আর পি শুক্লা ও লক্ষ্মীবাঈ রাঠোরে; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ মহিলামহল; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (অষ্টম শ্রেণী); ২-৫০ কালীপদ মান্না—গীটার; ৩টা কাজল দত্ত—লোকগীতি; ৩-১৫ আশিসকুমার ভট্টাঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, সেতার; ৫-৩০ গল্পদাদুর আসর; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ বিচিত্রানুষ্ঠান : শ্রীনিকেতনের অনুষ্ঠান; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮টা আরতি দাশগুপ্ত—অতুলপ্রসাদের গান; ৮-১৫ রামকমল চট্টোঃ—পুরাতনী; ৮-৩০ প্রতিভা কাপুর—নজরুলগীতি; ৮-৪৫ রঙ্গমঞ্চের আলোছায়ায় : বাংলা কথিকা; ৯টা পি এন বার্ভে—খেয়াল; ৯-৩০ অনুরোধের আসর; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ গৌরচন্দ্র বসাক—পদাবলী কীর্তন; ১০-৩০ কৃষ্ণা হাজরা—রবীন্দ্রসংগীত; ১০-৪৫ উৎপলা গোস্বামী—আধুনিক; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : (১৯৪.৮ মীঃ) ১ম অধিঃ—১টা সময় সংকেত, পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ১-১৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত, সং; ১-৪০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—৫টা ভজন; ৫-১৫ আধুনিক; ৫-৩০ হিন্দী শিক্ষা; ৫-৪৫ গীত; ৬টা কাজল দত্ত—লোকগীতি; ৬-১০ অপর্ণা রায়—সুরবাহার; ৬-৩০ অনুপম সরকার—ভজন; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা আরতি দাশগুপ্ত—আধুনিক; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ অনুপম সরকার—ভজন; ৭-৪৫ বেবী ঘোষ—শ্যামাসংগীত; ৮টা হিন্দী কার্যক্রম; ৮-৩০ মঞ্জু ঘোষ—টপ্পা; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান—অবকাশরঞ্জন; ৯-৩০ মীট অ্যান্ড প্রেস (দিল্লি থেকে); ৯-৪৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত সং; ১০-৩৫ সেতার; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান (২২৭.৩ মীঃ)
সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত ১১-৩০ মিঃ।

...পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান (৫০৮.৫ মীঃ)
১ম অধিঃ—৫-৩০ সময় সংকেত, দেশগান; ৫-৪৫ লোকগীতি; ৬টা রামকমল চট্টোঃ—নজরুলগীতি; ৬-১৫ কালীপদ মান্না—গীটার; ৬-২০ বাংলা সংবাদ; ৬-৩০ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—৭-৪৫ বাংলা কথিকা; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ বাংলা সংবাদ (৭-৩০ মিঃ প্রচারিত বাংলা সংবাদের পুনরাবৃত্তি); ৮-৪০ ধারাবিবরণীতে বাংলা সংবাদ; ৮-৪৫ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—১২-৩০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ, সং; ১টা সমাপ্তি। ৪র্থ অধিঃ—(২৬৫.৫ মীঃ) ৮টা কথিকা—সংগীত; ৮-১৫ কথিকা; ৮-৩০ সংগীত; ৮-৪৫ কথিকা, সং; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান—অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে); ৯-৩০ কথিকা; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ সংবাদ বিচিত্রা; ১০-৩০ সংগীত ১১টা সমাপ্তি।

যুববাণী : ১ম অধিঃ—(৫০৮.৫ মীঃ) ৯টা গীতাঞ্জলি : জয়ন্তী বসু—রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১০ নতুন রাস্তার খোঁজে—সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার; ৯-২৫ রাগরঙ : গৌরী রায়—সেতার, তবলা সহযোগিতায়—বরুণকুমার চক্রঃ; ৯-৩০ দিগন্তের গান : আধুনিক—শ্যামলী বিশ্বাস; ৯-৪০ সুরের আলো : প্রদীপকুমার রায়—গীটার; ৯-৪৫ নানা রঙের গান : নীতা চক্রঃ—রবীন্দ্রসংগীত, অমিয় চক্রঃ—গীত; ৯-৫৫ সংবাদ : বাংলা সংবাদ; ১০টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—(২৬৫.৫ মীঃ) ৫টা সময় সংকেত, আজকালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-৫ মেঠোসুর : নীতা চক্রঃ—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ : প্রদীপকুমার রায়—গীটার; ৫-৩০ সংবাদ : বাংলা সংবাদ; ৫-৩৫ দেউল : শ্যামলী বিশ্বাস—শ্যামাসংগীত; ৫-৪৫ সুরধ্বনি : প্রদীপকুমার রায়—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান : অমিয় চক্রঃ—রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি, সং; ৬-৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ৬-৩০ স্পোর্টস অ্যান্ড স্পোর্টসমেন; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা : সুব্রত মজুমদার—নজরুলগীতি ও আধুনিক; ৬-৫০ রাগরঙ : গৌরী রায়—সেতার তবলা সহযোগিতায়—বরুণকুমার চক্রঃ; ৭-১০ স্টুডিওর বাইরে থেকে : আজকের চলচ্চিত্র : কয়েকটি ভাবনা, প্রয়ে জনা—পঙ্কজ সাহা; ৭-৩০ গানের বৈঠক : জয়ন্তী বসু—রবীন্দ্রসংগীত, সুব্রত মজুমদার—আধুনিক; অমিয় চক্রঃ—আধুনিক, নীতা চক্রঃ—লোকগীতি; ৮টা সমাপ্তি।

পৌরসভার জল কমিটির কাজই শুরু হয়নি

স্টাফ রিপোর্টার

এক সপ্তাহেরও বেশি হল কলকাতায় জলসংকট নিয়ে পৌরসভার স্পেশ্যাল কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু এখনও তার কোন কাজই শুরু হয়নি। অথচ পলতা পাম্পিং স্টেশনের যা হাল তাতে যে কোন সময় আবার বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। ফলে সারা কলকাতায় জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

গত ২১ জুন কলকাতা পৌর সভার বিশেষ অধিবেশনে এই স্পেশ্যাল কমিটি গঠন করা হয়, মেয়র ও ডেপুটি মেয়র সহ ১২ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি। ওই দিন থেকে এক মাসের মধ্যেই জলসংকটের কারণ অনুসন্ধান করে এই সংকটের স্থায়ী সমাধানের সুপারিশ করার কথা। অথচ এখনও কমিটির কাজ শুরুই হয়নি। অতীতে পৌরসভা গঠিত বহু কমিটির মত এই কমিটিও ব্যর্থ হবে বলে পৌর সংস্থার এক মহলের ধারনা।

সোমবার স্পেশ্যাল কমিটির এক কাউনসিলার সদস্য বলেন, সম্প্রতি তিনি আচমকা পলতা পাম্পিং স্টেশনে গিয়ে সব ঘুরে দেখেছেন। তাঁর মতে পাম্পিং স্টেশনে যে কেবল জয়েনটার ফেটে গিয়েছিল সেটি মেরামত করে ঝুঁকি নিয়ে কাজ চালু রাখা হয়েছে। এজন্য যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। অথচ কর্তৃপক্ষ নির্বিকার।

লোকসভায় জনসংঘ সদস্যের রূঢ় আচরণ

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন—স্পীকার শ্রী জি এস ধীলন বারবার সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও জনসংঘের একজন সদস্য তাঁর সঙ্গে ক্রমাগত রূঢ় ব্যবহার করতে থাকলে লোকসভার কাজ পনের মিনিটের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

স্পীকার শ্রীহুকুমচাঁদ কাছোয়াইর নাম ডেকে তাঁকে সভা থেকে বেরিয়ে যেতে বললে বিরোধী দল ও কয়েকজন নব কংগ্রেস সদস্যের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়।

বিরোধী দলের সদস্যেরা স্পীকারকে উদারতা দেখাতে অনুরোধ করলে তিনি শ্রীকাছোয়াইর দুঃখ প্রকাশ মেনে নেন। কিন্তু স্পীকার তাঁকে কঠোর ভাষায় এই কথা বলেন তিনি কিংবা আর কোন সদস্য ভবিষ্যতে এইরূপ আচরণ করলে তিনি তা বরদাস্ত করবেন না।

স্পীকার আরও বলেন শ্রীকাছোয়াই যেভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন, ভবিষ্যতে তিনি তা মেনে নেবেন না। —পি টি আই

জামসেদপুরে সংঘর্ষে একজন নিহত

জামসেদপুর, ২৯ জুন—গতকাল স্থানীয় হাসপাতালের দুই দল ঝাড়ুদারের মধ্যে সংঘর্ষে একজন ছুরিকাঘাতে নিহত এবং আর একজন গুরুতর আহত হয়। দলীয় রেষারেষি এই সংঘর্ষের কারণ বলে জানা গিয়েছে। —ইউ এন আই

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে
আনন্দ বাজার পত্রিকা

[শনিবার ১৫ই আষাঢ় ১৩৪১
ইং ৩০-৬-৩৪]

পুনরায় মহাত্মার প্রাণনাশের চেষ্টা?

বোম্বাই, ২৯শে জুন

পুণা হইতে বোম্বাই যাইবার পথে কামশেট ষ্টেশনে মহাত্মা গান্ধীর ট্রেন লাইনচ্যুত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া 'ইভনিং নিউজ' পত্রিকার পুণাস্থিত সংবাদদাতা সংবাদ দিয়াছেন। উক্ত সংবাদদাতা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারেন যে, রেল লাইনকে স্ব স্থানে রাখিবার জন্য যে সব লোহখণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহার দুইখানা ষ্টেশনের বাহিরে 'ডায়মণ্ড ক্রস লাইনের' নিকট আপ ও ডাউন লাইনের নিকট রক্ষিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে কর্ত্তব্যকর্ম্মে মোতায়েন পেট্রলম্যানরা উহা দেখিতে পায়। এইরূপে একটি ভীষণ ট্রেন দুর্ঘটনা নিবারিত হয়।...

*

সরকারী নিষেধাজ্ঞা ও কংগ্রেস

এলাহাবাদ ২৯শে জুন

প্রকাশ যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কার্য্যালয় হইতে এই মর্ম্মে এক সার্কুলার দেওয়া হইয়াছে যে, এখন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট সমস্ত কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন নাই। গবর্ণমেণ্ট নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইবেন এই প্রত্যাশায় সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাজ এখনই আরম্ভ করা সঙ্গত নহে কিম্বা নিষেধাজ্ঞা রহিত করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন প্রকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াও এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্য নহে।

—ইউ নাইটেড প্রেস

স্ট্রান্ড রোডের দোকানে দু হাজার টাকা লুট

স্টাফ রিপোর্টার

সোমবার রাত ন'টায় স্ট্র্যান্ড রোডে এক দোকানে দু হাজার টাকা ডাকাতি হয়।

পুলিশের খবর, চার পাঁচ ব্যক্তি ছোরা হাতে দোকানে ঢোকে। মালিককে আক্রমণ করে। মালিক ছোরার ঘায়ে আহত হয়ে পড়ে যান। ওরা টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

পরিবারের সকলকে হত্যার পর আত্মহত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা

কৃষ্ণনগর, ২৯ জুন—নাকাশীপাড়া থানার মুড়াগাছা রেল কলোনীতে ভাদু সরদার ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার পরিবারের সকলকে হত্যা করার পর নিজে আত্মহত্যা করে।

পুলিশসূত্রে জানা গেছে শ্রীসরদার রেল বিভাগের একজন কর্মচারী ছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি চাকুরি থেকে বরখাস্ত হন।

দিনপঞ্জিকা

আজ সপ্তমী

দৃক্‌সিদ্ধ পাঞ্জিকা মতে—

বুধবার, ১৫ আষাঢ়, ১৩৭৮ (৯ আষাঢ়, ১৮৯৩ শক), ৩০ জুন, ১৯৭১, ৬ জমাদিয়ল আউয়ল। সপ্তমী দিবা ঘঃ ১০।২৮ মিঃ পর্যন্ত। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ঘঃ ১।৫৩ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৪।৫৮।৫৩ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৬।২১।৭ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি নক্ষত্রদোষ সিদ্ধিযোগমাত্র। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র আষাঢ় (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পাঞ্জিকা মতে—

বুধবার, ১৫ আষাঢ়, ১৩৭৮ (৯ আষাঢ়, ১৮৯৩ শক), ৩০ জুন, ১৯৭১, ৬ জমাদিয়ল আউয়ল। সপ্তমী দিবা ঘঃ ৯।৪।৪৮ সেঃ পর্যন্ত। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ঘঃ ১।৫।৮ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৪।৫৭।১৬ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৬।২২।২৬ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি নক্ষত্রদোষ সিদ্ধিযোগমাত্র। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র আষাঢ় (শুক্লপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	জোয়ার আরম্ভ দিবা	জোয়ার আরম্ভ রাত্রি	ভাঁটা আরম্ভ দিবা	ভাঁটা আরম্ভ রাত্রি
বুধবার—	৪-১৫	৪-৩৩	৮-৪১	৮-৩৬

উইলস প্লেন-এর স্বাদ-তৃপ্তি যখন ৮০ পয়সায়* পাচ্ছি — অন্য সিগারেট খাব কেন?

উইলস প্লেন খান -ভালো লাগবে

*সর্বাধিক দাম, স্থানীয় কর সাপেক্ষ

WP 6565

গৃহিণীদের জন্য সুখবর!
10,000 টাকা পুরস্কার
'মিল্কমেড পাকপ্রণালী প্রতিযোগিতা'

শ্রেষ্ঠ ২৫টি পাকপ্রণালীর প্রতিটির জন্যে 400 টাকা নগদ পুরস্কার!

মিল্কমেড সুমিষ্ট কনডেন্সড মিল্ক দিয়ে মিষ্টান্ন, পুডিং, আইসক্রীম প্রভৃতি নানারকম লোভনীয় খাবার তৈরী করুন। তবে মনে রাখবেন, যে-খাবারই করবেন তাতে মিল্কমেড থাকা চাই আর তার পাকপ্রণালীটি হবে একেবারে মৌলিক, অর্থাৎ আপনার নিজের মাথা খাটিয়ে তৈরী।

প্রবেশপত্র পাঠাবার আগে নিয়মকানুনগুলো ভালো ক'রে পড়ে দেখুন।

এখানে 'মিল্কমেড পায়েস'-এর পাকপ্রণালী দেওয়া হলো। আপনার পাকপ্রণালীও ঠিক এই ধরণে লিখবেন। প্রথমে যে যে জিনিস লাগবে তার নাম ও প্রত্যেকটির পরিমাণ লিখে তারপর কিভাবে তৈরী করতে হবে তার বিবরণ লিখবেন।

মিল্কমেড পায়েস

দুধ : ১ লিটার; মিল্কমেড : ১ টিন
সরু চালের গুঁড়ো বা
চালবাটা : 1/8 কাপ
লবঙ্গ : ৩টি; কিসমিস : ২৫টি
কুচনো পেস্তা : বড় ১ চামচ

পাঁচ মিনিট সময় দুধ ফোটান। এবার দুধে চাল আর লবঙ্গ দিন এবং চাল নরম না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধ করুন। এরপর মিল্কমেড আর কিসমিস দিয়ে নাড়তে থাকুন। এভাবে ৫ মিনিট ফুটলে নামিয়ে নিন। পেস্তা কুচি ছড়িয়ে দিন। ঠাণ্ডা হবার পর পরিবেশন করুন। ৫ জনের মত।

নিয়মাবলী

১. সাদা কাগজে প্রতিটি পাকপ্রণালী ইংরেজী বা বাংলায় পরিষ্কার ক'রে লিখুন। লেখা অপরিষ্কার বা কাটাছেঁড়া হলে প্রবেশপত্র গ্রহণ করা হবে না।
২. প্রত্যেক প্রবেশপত্রে আপনার পুরোনাম ও ঠিকানা গোটা গোটা অক্ষরে লিখুন।
৩. প্রত্যেক প্রতিযোগিনী যতগুলি ইচ্ছা পাকপ্রণালী লিখে পাঠাতে পারেন, তবে প্রত্যেকটি পাকপ্রণালীর সঙ্গে একটি ক'রে মিল্কমেড লেবেল অবশ্যই পাঠাতে হবে।
৪. প্রবেশপত্র খামে ভ'রে উপযুক্ত স্ট্যাম্প লাগিয়ে এই ঠিকানায় পাঠান :- 'মিল্কমেড রেসিপি কনটেস্ট' পোস্ট বক্স নম্বর ১০২০৬, কলিকাতা-১৯—যাতে ৩১শে জুলাই ১৯৭১ তারিখের আগে এসে পৌঁছয়।
৫. প্রবেশপত্র দেরীতে পৌঁছুলে বা হারিয়ে গেলে তার দায়-দায়িত্ব আমাদের নয়।
৬. প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এঁদের নিয়োগ করবেন নেস্‌লেজ প্রোডাক্টস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড। এ সম্পর্কে কোনো পত্রালাপ গ্রাহ্য হবে না।
৭. বিজয়িনীদের নাম ৩১শে আগস্ট, ১৯৭১ এর সংবাদপত্রে ঘোষণা করা হবে। ডাকযোগেও প্রত্যেক বিজয়িনীকে জানানো হবে।
৮. প্রতিযোগিতার জন্য পাঠানো সমস্ত পাকপ্রণালী নেস্‌লেজ প্রোডাক্টস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডের সম্পত্তি ব'লে গণ্য হবে।
৯. নেস্‌লেজ প্রোডাক্টস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড এবং তাঁদের প্রচার সংস্থাসমূহের কর্মীরা (ও তাঁদের নিকট আত্মীয় ও আশ্রিত ব্যক্তিরা) এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন না।

দেরী করবেন না! শেষ তারিখ ৩১শে জুলাই ১৯৭১

মিল্কমেড খেতে ভালো, খাওয়াও ভালো!

NPM 6338

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
বুধবার, ১৫ আষাঢ়, ১৩৭৮

দিনের বাণী

বাঙ্গালী চিরদিনই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতী। জীমূতবাহনের সময় হইতে বাঙ্গালী চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমান অধিকারে বাঙ্গালীর এই চিরন্তন সাধনার উপরে আঘাত পড়িয়াছিল। কিন্তু এ আঘাতও বাঙ্গালী সহিয়াছিল। —বিপিনচন্দ্র পাল

ইয়াহিয়া খান যাহা চান

যাক্, একটা সমস্যা চুকিল। "বাংলাদেশ"-সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান বলিতে কী বোঝায়, তাহার অর্থ আর হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইবে না। আমরা যাহা বুঝিয়াছি সেটা জমাই রহিল, কেননা ইতিমধ্যে তিনি যাহা বুঝিয়াছেন, ইয়াহিয়া খান সেটা একেবারে জলের মতো বুঝাইয়া দিয়াছেন। জঙ্গীতন্ত্র পাকিস্তানে নূতন সংবিধান চাপাইয়া দিবে, যতজন আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদের সদস্যপদ খারিজ করিলে মতলব হাঁসিল হয় ততজনকে নাম-কাটা সিপাই করিয়া দিবে, এককথায় জাতীয় পরিষদের চেহারাই যাইবে বদলাইয়া। সেই সংবিধান অবশ্যই ঐশ্লামিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে, এবং যতদিন না হয় ততদিন জঙ্গী জমানাই কায়েম। ইহার পর আর-কিছু বলার রহিল না। আহা, খাঁ সাহেবের ফরমান যেন শাঁখের করাত, যাইতেও কাটে, আসিতেও কাটে। তাঁহার রাজনৈতিক মীমাংসার মোদ্দা কথাটা এই। ভারতকে গালাগালি, নিজ দেশের অর্থনীতি লইয়া বুক-চাপড়ানি, এসব প্রত্যাশিত এবং অবান্তর।

শুধু একটা খটকা থাকিয়া যায়। সামরিক সালসাতেই তো এতকাল বেশ চলিতেছিল, হঠাৎ আবার সাধিয়া রাজনৈতিক হাতুড়ে চিকিৎসার কথা কেন? তবে কি ফৌজী ফয়সালায় কুলাইতেছে না? মাথার তাজের মধ্যে অস্বস্তির কাঁটা ঢুকিয়া বাদশাজাদার তন্দ্রা ছুটিয়া যাইতেছে? অথবা কারণটা উল্টাও হইতে পারে। এতদিনে হানাদারেরা একেবারে নিশ্চিন্ত। বুঝিয়াছে বিশ্ববিবেকের টিকিটিও নড়িবে না, একটি হাতও আগাইয়া আসিবে না বাধা দিতে। তাই স্বস্তির হাই ছাড়িয়া পিণ্ডির শাহেন শা তাঁহার দ্বিতীয় প্রস্থ মতলব মেলিয়া ধরিয়াছেন। কূটনৈতিক মঞ্চে এ এক নির্লজ্জ "স্ট্রিপটীজ"—ভিতরের বসন ক্রমশ উন্মোচিত হইতেছে। আশা করি দিকে দিকে এইবার যথোচিত হাততালি পড়িবে!

মুজিবকে বাদ দিয়া পূর্ববঙ্গে রাজনৈতিক মীমাংসা—ধৃষ্টতারও একটা সীমা আছে। ব্যাপারটা শিবহীন যজ্ঞের মতন, ব্যাপারটা ডেনমার্কের রাজপুত্রকে বাদ দিয়া হ্যামলেট অভিনয়ের চেয়েও অবান্তর। ইয়াহিয়ার হিসাবটা সম্ভবত এই: আওয়ামী লীগের জন দশ-বারো সদস্যকে "গয়ারাম" করিয়া দিতে পারিলেই হইল, তাহা হইলেই জাতীয় পরিষদে মেজরিটি পূর্ববঙ্গ একেবারে মাইনরিটি। হত্যাবিলাসী দস্যু এখন হন্যে হইয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছে বিভীষণ বা মীরজাফর। এখনও জোটে নাই বলিয়াই তাহার এই চালাকি, এই নূতন চাল। ইয়াহিয়ার ভাষণেই মুজিব-চরিত্র, মুজিবের ব্যক্তিত্ব আরও একবার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যে কত বড় বাধা, কত বড় শক্তি, তাহার প্রমাণ তাঁহার প্রতি জঙ্গীশাহীর এখনও এত বিরূপতা। মুজিবকে হজম করা যাইবে না, দখলদারেরা সার কথা বুঝিয়াছে।

এ এক আশ্চর্য কাকতালীয়তা যে, যে-দিন ইয়াহিয়া তাঁহার বয়ান ফরমাইলেন সেই দিনই আমাদের লোকসভায় আরও একবার বাংলাদেশ লইয়া বক্তৃতার বান বহিয়া গেল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও একবার ভারতের নীতি বিশদ করিয়া বুঝাইলেন। কোনও পুতুল সরকার কিংবা আওয়ামী লীগের দলছুট লোকেদের লইয়া গোঁজামিলের ফয়সালা বাংলাদেশের জনগণ গ্রহণ করিবে না, তিনি তাঁহার এই বিশ্বাস স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিলেন। বাংলাদেশের মানুষ কী করিবেন না-করিবেন, সে তাঁহাদের ব্যাপার, কিন্তু আমরা কী স্থির করিয়াছি তাহা অনুক্তই রহিয়া গেল। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বোঝাপড়ার আগে উনোর দরবারে হাজির হওয়া বৃথা, বুঝিলাম। কিন্তু দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনারই বা ফলশ্রুতি কী? মার্কিন হাবভাব হাটের হাঁড়ির মতো ফাটিয়া গিয়াছে, আর রাশিয়াকেও আজ পর্যন্ত ঠিক ঠিক বোঝা গেল না। স্ফিংস, মোনালিসার হাসি ইত্যাদির সংগে আগামী কালের জাদুঘরে আরও একটি রহস্যময় দ্রষ্টব্য যুক্ত হইল—বাংলাদেশের ব্যাপারে সোভিয়েট-নীতি।

ভারত সম্পর্কে ভারতেরই এক প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটু কড়া ভাষায় কটাক্ষ করিয়াছেন। আমরা নাকি দেশে দেশে ঘুরিয়া শুধু সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট কুড়াইয়াছি। এতটা বলা একটু বাড়াবাড়ি। ইহা ঠিক, নয়াদিল্লি বিলক্ষণ সংযমের পরিচয় দিয়াছে। ফল যে একেবারে মেলে নাই, তাহাও নয়। বিশ্বজনমত অন্তত আজ ভারতেরই অনুকূলে, নানা দেশের সরকার যতই না নিষ্ক্রিয় থাকুক। ফল একেবারে না মিলিলে ঢাকা ঘুরিয়া আসিয়াও ব্রিটিশ এম-পি বলিতেন না যে, পূর্ববঙ্গে গণহত্যা আজও অব্যাহত।

তবু শুধু এই ফলটুকু হাতে লইয়া তুষ্ট থাকার অবকাশ আছে কি না ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ইয়াহিয়া প্রকাশ্যেই একটি দেশের নেতাদের স্বদেশের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। এ প্রায় সদরে ঢেঁড়া পিটিয়া গণিকা-সংগ্রহের আস্ফালন। রাষ্ট্রিক দুর্নীতি ইহার চেয়ে নীচে নামিতে পারে না। ভারতের প্রতি মুখ-ভ্যাংচানি লইয়া আমাদের নূতন কিছু বলার ছিল না—কেননা এই মুখবিকৃতি নূতন নহে; পাকিস্তান যখনই বিপাকে পড়ে তখনই সব আক্রোশ ভারতমুখী খাতে চালাইয়া দেয়—কিন্তু ভারতের পক্ষে ইয়াহিয়ার ভাষণের একটি ভয়ংকর তাৎপর্য আছে। এ দেশ নূতন করিয়া শরণার্থী-স্রোতের জন্য প্রস্তুত হউক এবং যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারাও ফিরিবেন না, এই কথাটা যেন মনে থাকে। মুজিব বা মুজিবের দলের সংগে আপস নহিলে ফিরিবার পথে কাঁটা পড়ে, কেননা ধর্ম-নিরপেক্ষ পরিবেশে যে স্বস্তি তাহার আশা একেবারে মিলাইয়া যায়। কেহই ওখানে ফিরিয়া যাইতে সাহসী হইবেন না, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তো একেবারেই নয়।

যুদ্ধের কথা বলা অনুচিত, যুদ্ধের কথা বলিতেছি না, কিন্তু প্রকারান্তরে ইয়াহিয়ার এই যে যুদ্ধ-ঘোষণা, ইহার মোকাবিলা করার উপায় কী? হানাদার-বাহিনীর সিপাহ-সালার একরকম বলিয়াই দিয়াছেন, শরণার্থীদের ফিরাইয়া লওয়ার অভিপ্রায় তাঁহার আদৌ নাই, বরং তাঁহার এই নূতন নীতির অর্থ—তিনি আরও লক্ষ লক্ষ শরণার্থী এ দেশে চালান দিতে চান। যুদ্ধ করিব না, সুতরাং বাংলাদেশ সরকারকে পূর্ববঙ্গের সংলগ্ন কয়েকটি জেলায় সুচিহ্নিত ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেওয়া হউক—সি-পি-আই-প্রতিনিধির এই পরামর্শ বোধ হয় গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা চলে না। তবু আত্মরক্ষার স্বার্থেই ভারতের নির্দিষ্ট কয়েকটি কর্তব্য রহিয়াছে। বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি পিণ্ডিশাহীকে এতখানি সাহসী করিয়াছে। স্বীকৃতি দিয়া বাংলাদেশের মুক্তিফৌজকেই সংগ্রামের জন্য আরও একটু উপযুক্ত করিয়া দেওয়াও কি অসম্ভব? ইয়াহিয়াচক্র কিন্তু শোনা যায় দুই মাসের মধ্যে নূতন দুই ডিভিশন খান-সেনা তৈয়ার করিয়া ফেলিয়াছে। বাংলাদেশেও সংগ্রামী তরুণের অভাব নাই, আজ প্রয়োজন সংগঠন, তাহাদের নেতৃত্ব-দান এবং পর্যাপ্ত সহায়তা। ইহার অন্যথায় ইয়াহিয়া খানেরা যাহা চান তাহাই ফলিবে। পাক প্রভুরা সিকি শতক ধরিয়া বাংলাদেশকে "ডিপেনডেন্সি" অর্থাৎ পরাধীন রাখিয়াছে, এইবার মাটির সন্তানদের মারিয়া কিংবা বিদায় দিয়া ওই দেশটাকে "কলোনি" করিয়া ছাড়িবে। বাংলাদেশে বাঙালীর স্থান নাই, ভবিতব্য কি ইহাই?

বর্ষার শহর কলিকাতা

সম্ভবত সব শহরেরই একটা নিজস্ব ঋতু আছে। থাকে। সেই বিশেষ মরশুমে শহরের রূপ পূর্ণবিকশিত। কুরূপা এই কলিকাতার আপন মরশুমটি বোধ হয় বর্ষা। এ শহর বাদল দিনে যেমন কদর্য আর বীভৎস তেমন আর কখনও নয়। দুই দিনের বর্ষণ শহর-কলিকাতার সেই ভয়াবহ চেহারাটাই আবার দেখাইয়া গেল। পথঘাট জলে থৈ-থৈ। জল হাটে-বাজারে, একতলার ঘরে। এই বর্ষায় শরণার্থীরা স্বভাবতই বিপন্ন। তাঁহাদের পায়ের তলায় কাদামাটি, মাথার উপর খোলা আকাশ। হৃদয়-বিদারক পরিস্থিতি সন্দেহ নাই। তবু ইঁহাদের ক্ষেত্রে একটা কৈফিয়ৎ আছে—আগন্তুকেরা আসিয়াছেন হঠাৎ, প্রায় বিনা নোটিশে, সরকারের সাধ্য সীমাবদ্ধ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সত্ত্বেও প্রয়োজনের তুলনায় সংগতি এখনও যৎসামান্য। কিন্তু যে নগর প্রায় তিন শো বছর ধরিয়া প্রায় এক ঠাঁয় দাঁড়াইয়া একই বর্ষা যাপন করিয়া যাইতেছে তাহার জীবনে কেন এই বিভ্রাট? যানবাহন অচল। আলো বিকল। ধারাবর্ষণে শহর সদ্য-স্নাতা রমণীর মতো রূপবতী না হইয়া এক গলিত শবে পরিণত। জল নড়ে না, জঞ্জাল সরে না। সর্বাঙ্গে ক্লেদ আর পূতিগন্ধ মাখিয়া এই শহর জীবন্ত নরক যেন।

এই নরকের কোনও ব্যাখ্যা নাই, কোনও কৈফিয়ৎ নাই। আমরা জানি নগরপিতারা কলিকাতার ভূ-প্রকৃতির দোহাই পাড়িবেন, শহরের কোন্ দিক ঢালু, কোন্ দিক উঁচু তাহা বোঝাইতে চেষ্টা করিবেন। জিজ্ঞাসা—আর সব শহর টেবিলের উপর সাজানো? বৃষ্টি কি শুধু কলিকাতা শহরেই? অন্যত্রও জল হয়, কিন্তু জল নড়েও। কারণ নাড়াইবার হাত আছে। এই শহরে আরও শতকরা চুয়াল্লিশ ভাগ এলাকায় ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নাই—কারণ সেই কাজের হাতগুলি এখানে নাই। যে-সব পয়ঃপ্রণালী আছে সেগুলিও যে বুজিয়া আসিয়াছে তাহারও একই কারণ—কাজের মানুষ কম, সকলেই বাক্‌সর্বস্ব। জঞ্জাল সম্পর্কেও একই কথা। আদ্যিকাল হইতে শুনিয়া শুনিয়া হিসাবগুলি প্রায় মুখস্থ হইয়া গিয়াছে,—কলিকাতায় দৈনিক জঞ্জাল জমে সাতাশ হাজার টন। পৌরসভার লরি আছে প্রায় চার শো, কিন্তু অধিকাংশই গ্যারেজে নিদ্রিত, সুতরাং পথে বাহির হইতে পারে গড়ে পৌনে দুই শো। সেগুলি ঠিকমতো কাজ করিলে গন্ধমাদনের সিকি ভাগ মাত্র অপসারণ করা সম্ভব। সব জঞ্জাল দূর করিতে হইলে ভাড়া-করা লরি দরকার অর্থাৎ আরও টাকার। এবার নাকি টাকার টানাটানি নাই, টানাটানি জঞ্জাল ফেলার জায়গার,—সেখানে নানা গোলমাল। সুতরাং, এই বাদলে কলিকাতা আবার বরাবরের মতোই রসাতলে!

আগে বলিয়াছি দারিদ্র্য ভূগোলের কাঁধে চাপানো অপরাধ। অপরাধ ইতিহাসের কাঁধে চাপানোও। ইংরাজ-দের ঔদাসীন্য, দিল্লিশ্বরদের অবহেলা —ইত্যাদি যুক্তি হয়তো সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, কিন্তু সত্য কলিকাতা নামক এই নরক আমাদের নিজেদের সৃষ্টি। পৌরসভা কাহাদের হাতে ছিল, যুক্ত-ফ্রন্টের, অথবা বিযুক্ত ফ্রন্টের—সেসব কচকচি আত্মপ্রতারণা মাত্র। সি-এম-পি-ও, সি-এম-ডি-এ, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, স্বাস্থ্য-দফতর, বিশ্ব-সংস্থা—ইত্যাদি দশমুণ্ড এক হইয়াও যখন এই শহরের কোনও হিল্লে করিতে পারিতেছে না তখন এ কথা মনে করার সংগত হেতু আছে যে, হয় এই জল, এই জঞ্জাল, এই অচল জীবন এবং অন্তহীন যন্ত্রণাকে মূলধন করিয়া কোনও স্বার্থ-চক্র গড়িয়া উঠিয়াছে, না-হয় আমরা সম্পূর্ণ ক্লীবে পরিণত। তাহা না হইলে এমন হীন কীটের জীবন আমরা মানিয়া লইলাম কীভাবে? জানি, কর্তৃপক্ষ এইবার সি-এম-ডি-এর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিবেন, বলিবার চেষ্টা করিবেন—কাজ তো হইতেছে! হইতেছে অবশ্যই। তাহা না হইলে স্তূপীকৃত জঞ্জালের পাশে স্তূপীকৃত রাবিশ কেন, আর কেনই-বা ইতিপূর্বে যাহা ছিল গোষ্পদ এবার সেগুলি উপসাগরের চেহারা লইয়াছে? কে জানে, তাহাদের হাতের স্পর্শেই বর্ষায় এবার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে নরকের চিত্রখানি এমন সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিল কি না!

যৎকিঞ্চিৎ

এম-এ এম-কমের স্থগিত পরীক্ষা সোমবার হইতে পুনশ্চ শুরু হইবার কথা ছিল। হইতে পারে নাই। সাত দিন ধরিয়া সভা-পরামর্শের অন্ত ছিল না, পাহারার ব্যবস্থা লইয়া ঢক্কানিনাদও এই কয়দিনে প্রচুর শোনা গিয়াছে, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, অবস্থা আবার যথা-পূর্বম্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা সেই আগের মতোই ফের চড়ায় ঠেকিয়া গেল। পরীক্ষাকে প্রহসন হইতে দিবেন না বলিয়া কর্তৃপক্ষ কড়া পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্যত দেখা যাইতেছে, কাল-বৈগুণ্যে কোনও ব্যবস্থাই যথেষ্ট কড়া নয়, নহিলে নিশ্চয় রেজিস্ট্রারকে আক্ষেপ করিয়া বলিতে হইত না যে, হলের মধ্যে বাহিরের লোকের অনুপ্রবেশ এ দিনও বন্ধ রাখা যায় নাই। কর্তৃপক্ষকে দোষ দেওয়া বৃথা; বোঝাই যাইতেছে, তাহারা নেহাতই ঠুঁটো জগন্নাথ, পরীক্ষা লন বটে, কিন্তু চালাইবার ক্ষমতা রাখেন না। পরীক্ষা বার বার বানচাল হওয়ায় ব্যক্তি-গতভাবে তাঁহারা যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, তাহাও নয়। ক্ষতি পুরাপুরি ছাত্রসমাজেরই। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হইলেও ক্ষতি, আবার চালাও অসাধুতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইলেও ক্ষতি, কেননা ডিগ্রীর তকমা সে-ক্ষেত্রে একটা মিলিবে বটে, কিন্তু—পাইকারী টুকলির কথাটা যে-হেতু চাপিয়া রাখা সম্ভব নয়—কুত্রাপি সেই ডিগ্রী কিছুমাত্র মর্যাদা পাইবে না। কর্তৃপক্ষের দৌড় তো বোঝা গেল; পরীক্ষার গায়ে আর যাহাতে কলঙ্কের দাগ না লাগে, এবং সৎ ও সুষ্ঠুভাবে এই সর্বোচ্চ পরীক্ষা যাহাতে যথাসম্ভব শীঘ্র অনুষ্ঠিত হয়, তাহার জন্য ছাত্রসমাজেরই এবারে আগাইয়া আসা দরকার। তাঁহাদের নিজেদেরই স্বার্থে।

পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র চালানের বিরুদ্ধে আমেরিকাজুড়ে বিক্ষোভ

মিলওয়ার্ডকি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), ২৯ জুন — পাকিস্তানে জাহাজ-জাহাজ মার্কিন অস্ত্র চালান ও বাংলাদেশে পাক ফৌজের বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা আমেরিকা জুড়ে বিক্ষোভ জানানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। এই সংগে বর্ণবৈষম্য, দারিদ্র্য সমস্যাও ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদেও বিক্ষোভ হবে।

বিক্ষোভের উদ্যোক্তা: সামাজিক প্রতিবাদ সম্পর্কিত জাতীয় যোজনা সম্মেলন। আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন তারিখে এই বিক্ষোভ দেখানো হবে। এটি পরিচালনা করার জন্য সতেরজন সদস্যের একটি সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়েছে।

তাঁরা ইতিমধ্যেই একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র বোঝাই জাহাজ পাঠানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। —এ পি

আমেরিকা ভাসানীকে কী বলেছিল?

বড় বড় সব দেশই এক

বাংলাদেশের ব্যাপারে "বৃহৎ রাষ্ট্র-গুলি" যে ভূমিকা নিয়েছেন তার পরে আর কোনও ভারতবাসীর বা বাংলাদেশবাসীর তাঁদের স্বরূপ চিনতে তেমন অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। যাঁরা কারু অন্ধ ভক্ত, যাঁরা "গুরু শুঁড়ি-বাড়ি" গেলেও বলেন, "তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়" তাঁদের কথা অবশ্য ভিন্ন। কিন্তু যাঁদের তেমন কোনও বাধনি নেই তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই পরিস্থিতিটা এখন অনেকটা পরিষ্কার।

পরিস্থিতিটা অবশ্য আরও পরিষ্কার হত যদি সব বড় রাষ্ট্রের বাংলাদেশঘটিত লীলাখেলা জনসাধারণ খোলাখুলিভাবে দেখতে পেতেন। তা দেখতে পাচ্ছেন না বলেই কিছুটা অপরিষ্কার থেকে যাচ্ছে। বৃহৎ রাষ্ট্র-গুলির অধিকাংশই আসলে যা করছেন প্রকাশ্যে তার খুব কমই জানতে দিচ্ছেন। মাঝে-মধ্যে কিছুটা কিছুটা ধরা পড়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ছে। এবং তার ফলে আমরা কিছুটা কিছুটা করে ওদের চিনতে পারছি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন প্রভৃতি বৃহৎ শক্তি বাংলাদেশ সম্পর্কে যা যা করেছেন এবং করছেন তা যদি চীনের ভূমিকার মত স্পষ্ট হত তা হলে অবশ্য কথাই ছিল না। কিন্তু ও'দের ভূমিকা চীনের মত স্পষ্ট নয়। কারণ, ও'রা বাহাত দু নৌকায়ই পা রেখে চলতে চাইছেন। তাই ও'রা আসলে যা করছেন বাইরে তা সবাইকে জানতে দিচ্ছেন না।

চীন ১৯৬২ সনের পর থেকেই খোলাখুলিভাবে পাক শাসকদের সমর্থক। এখনও তাঁরা সেই নীতি অবলম্বন করে চলেছেন। তাঁরা খোলাখুলিভাবে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পাক সামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করেছেন এবং করছেন। আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশের আর যাঁরা পাক সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন চীনের মতে তাঁরা সবাই "মার্কিন ও ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের দালাল।" চীন পরিষ্কার বলেছেন, যাঁরা বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে চাইছেন তাঁরা "পাকিস্তানের জনগণের শত্রু।"

মৌলানা ভাসানী এপারে এসে-ছিলেন। তিনি বলে গিয়েছেন, দুবার তিনি পিকিং গিয়েছিলেন। দুবারই মাও সে তুং-এর সংগে তাঁর দেখা হয়েছিল। দুবারই মাও তাঁকে বলেছিলেন, আপনি পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন করুন, পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করা উচিত হবে না।

মৌলানা আরও বলেছেন, এবার এই মারচ মাসের ২২ তারিখও, অর্থাৎ ইয়াহিয়া খাঁ নিরস্ত্র মানুষের উপর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়ার তিন দিন আগে ঢাকার চীনা রাষ্ট্রদূত তাঁর সংগে এসে দেখা করেছিলেন। তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, আপনি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়াকে সমর্থন করুন ইয়াহিয়া যথা সময়ে আপনাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেবেন।

এ সব খবর শুনে নিশ্চয়ই কেউই আশ্চর্য হবেন না। কারণ, সবাই জানেন, চীন খোলাখুলিভাবেই পাক শাসক গোষ্ঠীর সমর্থক—বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে।

*

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া বা বৃটেন কী, তা কি আমরা সবাই জানি? বাংলাদেশের ব্যাপারে তাঁরা আসলে কোন্ পক্ষে তা কি খুব পরিষ্কার বোঝা যায়?

মার্কিন সরকার এতদিন বলে এসেছেন, পাক সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলায় নিরস্ত্র মানুষের উপর যে অত্যাচার করছেন মানবিক বিচারে তা নিন্দনীয়। তাঁরা প্রচার করে এসেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান চান।" হাবভাবে ভারত ও বাংলা দেশবাসীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, পাক শাসকদের হাত শক্ত হয় এমন কিছু তাঁরা এখন করবেন না।

বরুণ সেনগুপ্ত

এবার কিন্তু তাঁদের মুখোস খুলে গিয়েছে। এখন ধরা পড়ে গিয়েছে যে তাঁরা আসলে পাক শাসকচক্রকে অস্ত্র দিচ্ছেন—পাক সামরিক বাহিনীকে অস্ত্রে আরও বলীয়ান করে তুলতে চাইছেন। তাঁরা এটা খুব ভালভাবেই জানেন, পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ ওই অস্ত্র কিনে এনে সাজিয়ে রাখবে না, ওই অস্ত্র দিয়ে তাঁরা পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র মানুষকেই মারবে।

অথচ, পূর্ব বাংলার যে-কোনও বড় দরের নেতার সংগে কথা বললেই জানা যায় যে এই মারচ মাসের সংঘর্ষ আরম্ভ হওয়ার আগে পর্যন্ত নানা পর্যায়ের মার্কিন প্রতিনিধিরা কিভাবে আওয়ামী লীগকে উৎসাহিত করেছেন! শেখ মুজিবর রহমান বেরিয়ে এসে কোনও দিন এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি দিলে বিশ্ববাসী চমকিত হবেন।

ভাসানী সাহেব এ সম্পর্কে যা বলেছেন তাই বিস্মিত হওয়ার মত। তিনি বলেছেন: মাস পাঁচেক আগে ঢাকায় এক মার্কিন রাষ্ট্রদূত আমাকে এসে বলেন, আপনারা যদি পূর্বদেশ গড়ার আহ্বান দেন, আপনারা যদি পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, আসাম নাগা-পাহাড় ইত্যাদিকে নিয়ে পূর্বদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা করেন আমরা কথা দিতে পারি তাহলে সংগে সংগে পৃথিবীর ২২-২৩টি রাষ্ট্র আপনাদের স্বীকৃতি দেবে।

ভাসানী আরও বলছেন: সাহেব আমাকে বলেন যে, তিনি এ বিষয়ে মুজিবের সংগেও কথা বলবেন। আমি তাই সংগে সংগে মুজিবকে সতর্ক করে দেই। আমি বলি, এটা আসলে বাংলাদেশের অর্থাৎ পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিপথে চালিত করারই ষড়যন্ত্র।

কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্য কথা বলেছেন ভাসানী সাহেব। তিনি বলেছেন: যেদিন চীনারা আমাকে এসে বললে ইয়াহিয়াকে সমর্থন করুন তার পাঁচদিন আগেই ঢাকার প্রধান মার্কিন রাষ্ট্রদূত এসে আমাকে একই কথা বলেছিলেন। তিনিও বলেছিলেন, মৌলানা ভাসানী আপনি এই পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়ার পাশে দাঁড়ান, তাহলে পাকিস্তান রক্ষা পাবে—না হলে ভেঙ্গে যাবে। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, মার্কিন মতিগতির পরিবর্তন দেখে।

এখন অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ দেখে মনে হয়, মৌলানা ভাসানীকে শেষ মার্কিন প্রতিনিধি যা বলেছিলেন সেইটাই হল বাংলাদেশ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আসল সরকারী মনোভাব।

*

লড়াই-এর প্রথম দিকে বাংলাদেশের নেতারা রাশিয়া সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, রাশিয়া তাঁদের স্বীকৃতি দেবেন। বাংলাদেশের প্রথম ঘোষণা পত্রে প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন প্রকাশ্যে দুটি দেশের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছিলেন—একটি ভারত, আর একটি রাশিয়া।

সেই রাশিয়া এখন বলছেন, যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চান তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের দালাল! এই কথা ঘোষণা করা হয়েছে রাশিয়ার সরকারী পাক্ষিক পত্রিকা নিউ টাইমসে।

পূর্ব বাংলার শরণার্থীদের জন্য রাশিয়া এবার যে সাহায্য দিয়েছেন তার পরিমাণও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে কম। মাত্র ১২ লক্ষ টাকার জিনিষপত্র পাঠিয়েছেন রাশিয়া।

রাশিয়া এ ব্যাপারে আরও যা করেছে সেটা বিচিত্রতর! রাশিয়ান কূটনীতিবিদরা দিল্লিতে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিবিদদের জানিয়েছেন: ভারত যদি পূর্ব বাংলা নিয়ে পাকিস্তানের সংগে লড়াইয়ে নামে এবং তারপর যদি চীন পাকিস্তানের পক্ষে ভারতের বিরুদ্ধে নামে তাহলে আমরা কিন্তু চীনের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেব না।

এটা কি প্রকারান্তরে পাকিস্তানকে আগাম গ্যারান্টি দেওয়া নয়?

ভারত ও পাকিস্তানের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি রাষ্ট্রের যা ভূমিকা রাশিয়াও বেশ কিছুদিন যাবৎই এক ব্যাপারে সেই ভূমিকা অবলম্বন করেছেন। রাশিয়াও ওই সব পশ্চিমা রাষ্ট্রের মতই দুই দেশে অস্ত্র বিক্রেতা। ওরা ভারতকেও অস্ত্র বিক্রি করেন, পাকিস্তানকেও করেন। রাশিয়াও তাই করেন।

বাংলাদেশের ব্যাপারে এখনও রাশিয়া অন্তত প্রকাশ্যে পশ্চিমা শক্তিদের চেয়ে আলাদা কোনও ভূমিকা নিতে পারেননি।

কানাডার তিনজন এম পি ভারতে আসছেন

অটোয়া, ২৯ জুন—ভারতে পূর্ব-বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য কানাডার হাউস অব কমনস-এর তিনজন সদস্য শুক্রবার ভারতের উদ্দেশে রওনা হবেন। এ'রা ভারত সরকারের আমন্ত্রণে সেখানে যাচ্ছেন। এ'রা সম্ভবত ছয়দিন সেখানে থাকবেন। —এ এফ পি

উ থানট ছুটিতে বারমুডায়

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২৯ জুন—রাষ্ট্রপুঞ্জের সেকরেটারি-জেনারেল উ থানট সাড়ে পাঁচ বছর পরে এই প্রথম ছুটি নিয়ে গতকাল সকালে বারমুডায় রওনা হন। —ইউ এন আই

অন্য রাজ্যে দশ লক্ষের বেশি শরণার্থীকে পাঠানো যাবে না

স্টাফ রিপোর্টার

এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, যে, দশলক্ষের বেশি শরণার্থীকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভারতের অন্য রাজ্যে সরানো যাবে না।

সোমবার রাজ্য সরকারের একজন মুখপাত্র ওই সংবাদ জানান। তিনি বলেন, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বেশি শরণার্থী অন্যরাজ্যে যাবেন না। অন্যদিকে রবিবার এবং সোমবার বনগাঁ সীমান্তে প্রায় পৌনে দু লক্ষ শরণার্থী এসেছেন। সর্বশেষ শরণার্থী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬৪ লক্ষ। এর মধ্যে ৫৫ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গে।

কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু ও শরণার্থী বিভাগ রাজ্য সরকারকে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কিছুতেই দশলক্ষ শরণার্থীর বেশি পাঠানো সম্ভব নয়। বাকি সব শরণার্থীকে পশ্চিম-বঙ্গেই আশ্রয় দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তারা নির্দেশ দিয়েছেন।

রাজ্য সরকার এতদিন আশা করেছিলেন, কেন্দ্র অন্তত ২৫-৩০ লক্ষ শরণার্থীর ব্যবস্থা অন্য রাজ্যে করতে পারবেন। সে আশা এখন দুরাশা।

বিহার ও উত্তর প্রদেশে সামান্য শরণার্থী পাঠানোর কথা হয়েছে। সেখানে সব ব্যবস্থাদি করতে আরও দিন দশেক সময় লাগবে বলে জানা যায়।

হিন্দু মহাসভার দাবি

রবিবার মহাবোধি সোসাইটি হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সারা ভারতে বণ্টন করে পশ্চিমবঙ্গকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন জানান হয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে এই আশংকা প্রকাশ করা হয় যে শরণার্থীদের সংগে বহু গুপ্তচরও এখানে এসে হাঙ্গামা বাধাবার চক্রান্ত করছে।

সভায় বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দানের দাবি জানান হয়।

শরণার্থী ত্রাণে ইনডিয়ান অয়েলের দান

শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য ইনডিয়ান অয়েল করপোরেশনের শ্রী এস সি ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ মুক্তি মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতির সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জির হাতে ১০০১ টাকা অর্পণ করেন।

বাংলাদেশ আলেখ্য অভিনয় করে যে ১১০০০ টাকা পাওয়া গিয়েছে তাও এই সমিতিকে দেওয়া হবে বলে করপোরেশনের জনৈক মুখপাত্র জানান।

শরণার্থীদের জন্য বরাদ্দের চেয়েও বেশি খরচ হবে
—যোজনামন্ত্রী

শ্রীনগর, ২৯ জুন—কেন্দ্রীয় যোজনা-মন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম আজ এখানে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, বাংলা-দেশ থেকে আসা শরণার্থীদের জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে ৬০ কোটি টাকা। কার্যত খরচ হবে তার চেয়েও অনেক বেশি টাকা।

একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বলেন, বিদেশ থেকে বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য যেসব সাহায্য আসছে তাতে করে ভারতকে নয়, পাকি-স্তানকেই সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

আর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য কোন রাজ্যের যোজনা-বরাদ্দ ছাঁটাই করা হবে না।

শরণার্থীদের ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে শ্রীসুব্রহ্মণ্যম মন্তব্য করেন যে, আগে ভাবা গিয়েছিল—ছয় মাসের মধ্যে শরণার্থীদের অধিকাংশ নিজের নিজের ভিটেয় ফিরে যেতে পারবেন। এখন অবশ্য অতটা আশান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ-র গত-কালকার বেতার ভাষণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, পাক-প্রেসিডেনটের চিন্তাভাবনা আমাদের সংগে সামঞ্জস্য-পূর্ণ হবে—এটা নিছক দুরাশা। প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া যতদিন সম্ভব যে কোন উপায়ে ক্ষমতায় আসীন থাকতে চান।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে বললে শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বলেন, কেবলমাত্র গণকরাই এর সঠিক উত্তর দিতে পারেন।

শ্রীসুব্রহ্মণ্যম তিনদিন কাশ্মীর সফরের পর আজই নয়াদিল্লি ফিরে এসেছেন। —পি টি আই

সম্পাদক সমীপেষু

পত্রপ্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য: মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

ট্রেন কেন বন্ধ হয়

বিগত কয়েক মাস যাবৎ শিয়ালদহ বিভাগে ট্রেন চলাচলে এক বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যাত্রিগণের দুর্ভোগ চরম সীমায়। গারড, ড্রাইভার, সহকারী ড্রাইভার, স্টেশন-মাসটার প্রভৃতি রেল কর্মিগণ যাঁরা ট্রেন চলাচলের সংগে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট তাঁরা বিক্ষুব্ধ যাত্রিগণের দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছেন। এবং প্রায়ই স্টেশন ও কেবিনের মূল্যবান যন্ত্রপাতির ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। যেহেতু আমি উক্ত শ্রেণীর রেল কর্মচারীর এক জন সেই হেতু আমি কয়েকটি কারণ উল্লেখ করছি।

১। ওভারহেড তার, বগী ও ওয়াগনের এবং সিগন্যালের যন্ত্রাংশ চুরি-হওয়ার জন্য ট্রেন-চলচলে যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় তার জন্য রেল রক্ষিবাহিনী এবং রেল পুলিশই প্রধানত দায়ী। তারা যে শুধু অর্থের বিনিময়ে চোরকে রেলের সম্পত্তি ও ওয়াগনের মাল চুরি করতে সাহায্য করে তাই নয়, রেল রক্ষিবাহিনী সুযোগ পেলে নিজেরাই ওয়াগন ভেঙে মাল পাচার করে।

২। শিয়ালদহ বিভাগে ইনজিন ও মোটর কোচগুলির উপযুক্ত মেরামত হয় না। মেরামতের সংগে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা বেশীর ভাগই অনভিজ্ঞ ও ফাঁকিবাজ। সেই হেতু প্রায়ই বৈদ্যুতিক ট্রেন বিকল হয়ে বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি করেও যাত্রী বিক্ষোভের কারণ ঘটিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হাওড়া বিভাগে ট্রেন বিকল হওয়ার ঘটনা খুবই কম। অপরপক্ষে শিয়ালদহ বিভাগে এটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

৩। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ দেখছি, রাত্রি ৮টার পরেই 'এমারজেন্সি পাওয়ার ব্লক' নেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ ওভারহেড তার ও এর সরঞ্জামগুলির মেরামতের জন্য কয়েক ঘণ্টার মত বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। অথবা ঐ সময়েই ওভারহেড তার চুরি যাওয়ার ফলে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অফিস ফেরৎ দৈনিক যাত্রীরা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট মেরামত কর্মীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য 'এমারজেন্সি পাওয়ার ব্লক' নিয়ে থাকেন। কারণ প্রচলিত নিয়ম অনুসারে রাত্রি ৮টার পর উক্ত কর্মচারীদের অকুস্থলে বিনা খরচায় ছুরি ভোজনের ব্যবস্থা করা হয় এবং এ ছাড়াও তাঁরা ভ্রমণ-ভাতা, নৈশ-ভাতা, ওভারটাইম প্রভৃতি পেয়ে থাকেন। অতএব যতদূর সম্ভব দিপ্রহরেই ওভারহেড তারের মেরামত করা উচিত। কারণ সেই সময় যাত্রী ও ট্রেনের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম থাকে।

৪ জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করবার জন্য কয়েকটি রেক (rake) সব সময় প্রস্তুত রাখা উচিত।

৫। টারমিন্যাল স্টেশনে ট্রেন পৌঁছান এবং ছাড়বার সময়ের ব্যবধান বর্তমান সময়ের তুলনায় কিছু বেশী করা উচিত। যেমন যে রেকটি এস ১১৬নং ডাউন শান্তিপুর লোক্যাল হয়ে রাত্রি ৭টা ৭ মিঃ শিয়ালদহ পৌঁছে সেই রেকটিই আবার তৎক্ষণাৎ এস কে ১৩৫নং আপ কৃষ্ণনগর লোক্যাল হয়ে রাত্রি ৭টা ১৭ মিঃ ছাড়ে। অতএব পৌঁছান ও ছাড়ার ব্যবধান মাত্র ১০ মিনিট। অন্তত ২০/২৫ মিঃ করা উচিত। কারণ কোনও কারণে পৌঁছতে দেরি হলে ছাড়তেও দেরি হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, উপযুক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করলে ট্রেন চলাচলের উন্নতি হবে। —জনৈক সহকারী ড্রাইভার।

বিদেশে দৌত্য

লোকসভার শাসক দলের আসামের সদস্য শ্রীমহীতোষ পুরকায়স্থ গত সপ্তাহে সংসদে সত্যই সাহসের সংগে বলেছেন যে, যে-ক্ষেত্রে সংসদের কোন দলের সদস্যই বাংলাদেশ সম্পর্কে সর-কারের নীতি কি তা জানেন না এমন অবস্থায় বাইরে যাঁদের পাঠানো হচ্ছে তাঁরা বিদেশী সরকারের কাছে কি ব্যাখ্যা করবেন তা তিনি বুঝতে অক্ষম।

অন্যদের দিয়ে বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায় করার আগে ভারতকে নিজে আগে পথ দেখাতে হবে। বাংলাদেশে পৃথিবীর বৃহত্তম নরহত্যা ও নারী নির্যাতন লীলার অসহায় দর্শক হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভ্যাবাচ্যাকা ভারত আজ এক বিষম জটিলতায় নিজেকে জড়িয়ে ডুবছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের বৃহন্নলানীতি ভারতকে ভবিষ্যতে রক্তের মহাসাগরে ডোবাবে। মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর লোকে যেখানে 'গরিবী হটাও' নীতির বলিষ্ঠ রূপায়ণে অধীর আগ্রহে দিন গুনছে তখনই এলো করভার সম্মুখ কেন্দ্রীয় বাজেট। এখন তো গরিবী হটাও-এর রূপকার ভারত সরকার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, পাকিস্তান ও শরণার্থী সমস্যায় হাবু-ডুবু খাচ্ছেন। আমাদের আশংকা এই মাসের ভেতরই ভারতের ঘাড়ে অন্যূন ১ কোটি শরণার্থীর চাপ পড়বে। ইয়াহিয়ার এই চাপ ভারতের ছুঁচো গেলার মত অসহনীয় অবস্থায় ফেলেছে। ভারত শুধু লম্ফ-ঝম্প আর যাত্রার আসরের মত হাস্যকর ও অকেজো আস্ফালনই করছে। কঠোর হস্তে বাস্তব ও সুরাসরি পথ নিতে ভয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে—অবার শরণার্থীর ভীষণ চাপেও ক্যাঁ ক্যাঁ করছে। প্রতি-রক্ষামন্ত্রী সমর-বিশেষজ্ঞ জীবনরামজী থেকে প্রধানমন্ত্রী সকলেই ভারত সহ্য করবে না, সহ্য করবে না বলে কাজের বেলা শশকের ভীরুতায় ভুগছেন।

আন্তর্জাতিক মতলবি বাহবা ও ক্লৈব্যনীতির 'সুনাম' রাখতে ভারতকে এখন অন্তত ১ কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসনের অনির্দিষ্ট ব্যবস্থায় সমস্ত উদ্যম, অর্থ ও কর্মকে নিয়োজিত করতে হবে। ভারতের উন্নয়ন, শিল্প, বেকারী হটাও, গরিবী হটাও আদি বহু বিঘোষিত নীতি এখন 'ঠাণ্ডাঘরে' তালাবন্ধ থাকুক! নয়া-দিল্লির ৩৫০ তো পকেটে আছেন—সুতরাং সেই ফ্রন্ট তো 'ওল্ কোয়ায়েট'!...... —বিনয়েন্দ্রকুমার চৌধুরী, শিলচর।

মিশর ও বাংলাদেশ

সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র (মিশর) বাংলাদেশের মুক্ত সংগ্রাম সমর্থন করেনি বলে এদেশের অনেকে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রকে নিন্দা করেছেন। ভারতের কোন ব্যাপারে মিশর ভারতের শত্রুপক্ষকে সমর্থন করলে আমরা নিশ্চয়ই সেটি অবন্ধুজনোচিত কাজ বলে মনে করতাম। কিন্তু পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ব্যাপারে মিশরের বর্তমান ভূমিকা ভিন্ন কারণেও হতে পারে। ১৯৫৬ সনে ইজরাইল, ইংরেজ ও ফরাসী সরকার মিশর আক্রমণ করে, আলেকজান্দ্রিয়া ও অন্যান্য শহরে বোমা ফেলে বিধ্বস্ত করে। কিন্তু সেই সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জনাব সুরাবর্দী। তিনি মিশরের দুর্গত অধিবাসীদের প্রতি সমর্থন জানানোর বদলে ইংরেজ ও ফরাসী আক্রমণ-কারীদের মদত দিয়েছিলেন। বিপ্লবী মওলানা ভাসানী কিন্তু পাকি-স্তান সরকারের নীতির প্রতিবাদ করে সেদিন ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের নিন্দা করেননি, বর্তমান বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ জনাব সুরা-বর্দীকে এখনও তাঁদের গুরু বলেন এবং ১৯৫৬ সালে বাঙ্গালী প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দির মিশরের উপর ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের সমর্থন করা বিবৃতির জন্য এখনও ভুল স্বীকার করেননি।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও মওলানা ভাসানী যতক্ষণ না ১৯৫৬ সালের ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছেন, ততদিন ভারতীয়দের পক্ষে বাংলাদেশের প্রশ্নে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রকে নিন্দা করা ঠিক নয়। —অধ্যাপক কার্তিকচন্দ্র শাসমল, কলকাতা।

সৎ ও অসৎ ছাত্র

পরীক্ষার হলে গণ টোকাটুকির অভিযোগে এ বছর কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি কেন্দ্র ও বি-কম পারট ওয়ানের তিনটি কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল করে দিয়েছেন। ১৮ জুন এই পত্রিকায় 'পরীক্ষা নিহত' প্রবন্ধটি থেকে এই প্রমাণ হয় যে, কলকাতা ও শহরতলির পরীক্ষা কেন্দ্র-গুলিতে অবাধ গণ-টোকাটুকি হয়েছে। ঐ পরীক্ষার কেন্দ্রগুলির কর্তৃপক্ষ কোন অভিযোগ করতে সাহস পান নি। ফলে পরীক্ষাগুলি নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। কর্তৃপক্ষ এ বছর এম-এ, এম-কম পরীক্ষার গণটোকাটুকির ফলে এক সপ্তাহের জন্য ঐ পরীক্ষা স্থগিত রেখে ২৮ জুন থেকে পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এম-এ, এম-কম পরীক্ষার্থীরা যদি গণ-টোকাটুকির জন্য পুনরায় পরীক্ষা দেবার সুযোগ পায়, তাহলে যে সব কেন্দ্রগুলির পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে সেগুলির পুনরায় বিচার করা কি বাঞ্ছনীয় নয়?

এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট একান্ত অনুরোধ তিনি যেন বাতিল কেন্দ্রগুলির পরীক্ষার্থীদের পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেন। কারণ সেই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একজনও সৎ পরীক্ষার্থী থাকলে অপরের দোষে তাকে শাস্তি দেওয়া সবচেয়ে বড় অপরাধ। —বগলাপ্রসন্ন চৌধুরী, নবদ্বীপ।

নকল ও ছাত্র

আজকের দিনে পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে যে কোন প্রকার অসৎ উপায় অবলম্বন একটি স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ব্যাপারে কেবল-মাত্র ছাত্র সম্প্রদয়ই নয় কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কিছু অংশ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

ইতিমধ্যেই এর বিষময় ফল ফলতে শুরু করেছে। দলে দলে ছাত্র ও ছাত্রীরা ডিগ্রীর পাচ্ছেন। কেউ বা হতাশায় নাটকীয়ভাবে ডিগ্রীর ছিঁড়ে ফেলছেন। ছাত্র পরিষদ যদি ছাত্রদের যথার্থ মঙ্গল চান তবে দয়া করে ছাত্র-সমাজের এই গভীর অন্ধকারময় দিকটির প্রতি আলোক সম্পাতের চেষ্টা করুন। দ্রুত নিমজ্জমান শিক্ষা জগতকে দুর্নীতির গভীর পাঁক থেকে শুদ্ধ করুন। —শ্রীমতী শান্তি কয়াল, কলকাতা—১৬।

এ ছাড়া......

আমরা তারকেশ্বর আরামবাগ থেকে জয়রামবাটী হয়ে বাসে বিষ্ণুপুরের দর্শনীয় স্থানগুলি ভ্রমণে গিয়ে-ছিলাম। জয়রামবাটী থেকে বাঁশদহ পর্যন্ত রাস্তাটি যথাযোগ্য সংস্কারের অভাবে খানা ও গর্তগুলি চরম গাফিলতির সাক্ষ্য দেয়। সংশ্লিষ্ট রাস্তার খাল ও কালভারটগুলির উপর স্থায়ী সেতু না থাকায় সামান্য বৃষ্টি হলেই বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

গত দশ বছর থেকে উক্ত রাস্তা নিয়মিত বাস চলাচলের পক্ষে অব-হেলিত এবং উপেক্ষিত হয়েছে। কলকাতায় কর্মরত চাকুরিয়া, ব্যবসায়ী, ছাত্র, ভ্রমণপিপাসু এবং সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসিগণের কৃষি পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত। রাস্তাটি এমনভাবে অকেজো করে রাখা হয়েছে যে আসন্নপ্রসবা প্রসূতি এবং দুরারোগ্যগ্রস্ত রোগীর উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু অনিবার্য।

আমরা সংশ্লিষ্ট রাস্তার বিষয়ে, সরেজমিনে তদন্তপূর্বক আশু প্রয়ো-জনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য মাননীয় সড়ক ও যোগাযোগমন্ত্রী, মহকুমা শাসক এবং জেলা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। —শশাঙ্কশেখর বিশ্বাস, উত্তরপাড়া।

সবচেয়ে আগে দরকার খুনোখুনি বন্ধ, তারপর আন্দোলন

সি পি এম-এর প্রতি সি পি আই ও ফরওয়ার্ড ব্লক

রাজনৈতিক সাংবাদিক

সি পি আই এবং ফরওয়ারড ব্লকের বক্তব্য: পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে আগে দরকার খুনোখুনি, মারামারি এবং হাঙ্গামার অবসান। এবং সেই উদ্দেশ্যে নব কংগ্রেস ও সি পি এম সহ সব দলের মিলিত প্রচেষ্টা। তাঁদের মত, তার আগে এখানে কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করা সম্ভব নয়।

সেইজন্যই সি পি এম এখনই পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-বিরোধী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের যে আহ্বান জানিয়েছেন সি পি আই ও ফরওয়ারড ব্লক তাতে সম্মতি জানাতে পারেননি। তাঁরা বরং সি পি এম-কে বলেছেন: তার আগে সবাই মিলে খুনোখুনি, মারামারি ও হাঙ্গামা দমনের চেষ্টা করা উচিত। কারণ, এই জিনিস পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও রাজনীতিকে প্রায় অচল করে তুলেছে।

সি পি আই অবশ্য একথা চিঠি দিয়ে সি পি এম-কে জানাননি। তবে, তাঁদের পারটির কর্মসমিতি যে প্রস্তাব নিয়েছেন তাতেই এই বক্তব্য পরিষ্কার। ফরওয়ারড ব্লক তাঁদের বক্তব্য চিঠি দিয়েই সি পি এম-কে জানিয়ে দিয়েছেন। যদিও চিঠিটা তাঁরা লিখেছেন ইউ এল এফের আহবায়কের প্রতি, কিন্তু বক্তব্যটা আসলে সি এমকেই লক্ষ্য করে।

ফরওয়ারড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅশোক ঘোষ চিঠিতে লিখেছেন: আমরা মনে করি আজকে পশ্চিমবঙ্গের সব বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক পারটির সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ব্যক্তিগত খুনোখুনি, হিংসা এবং ব্যাপক ভীতিপ্রদর্শন। এই বিপদটা এখন এত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে যে, আমরা যদি সব রাজনৈতিক দলের যৌথ প্রচেষ্টায় এর অবসান ঘটাতে না পারি তাহলে কোনও দলই কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করতে পারবেন না এবং তা নিয়ে বেশিদূর এগোনোও যাবে না। আমরা তাই মনে করি অবিলম্বে এই উদ্দেশ্যে সব দলের যৌথ বৈঠক ডাকা উচিত। এবং সেখানে মারামারি, খুনোখুনি ও হাঙ্গামা দমনের উপায় বের করা দরকার।

সি পি আইর মূল বক্তব্যও তাই। তবে, সি পি আইর কর্মসমিতি এই সঙ্গে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তুলেছেন। তা হল যে, তাঁরা এখনও "গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের" ঐক্য অটুট রাখার জন্য চেষ্টা করে যেতে আগ্রহী। ফরওয়ারড ব্লক অবশ্য এই প্রশ্নে এখনই পরিষ্কার কোনও সিদ্ধান্ত নেননি।

সি পি আইর কর্মসমিতি আরও দাবি করেছেন যে, অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা হোক।

গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন যেমন আছে, থাকবে

—অজয়বাবু

স্টাফ রিপোরটার জানাচ্ছেন: বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মুখারজি মনে করেন, সরকারের পতন ঘটলেও গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন যেমন আছে তেমনই থাকবে। নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর দল আলাদা করে কোন দাবি করবেন না, কোয়ালিশনেই সকলে বসে সিদ্ধান্ত নেবেন।

রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ হওয়ার পর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলীর এক বৈঠকে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ এবং বিধানসভা ভেঙ্গে তাড়াতাড়ি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কোয়ালিশনের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়। বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, বাংলা কংগ্রেস আশা করেন, 'রাজনৈতিক ঘোড়দৌড়ের খেলার ওস্তাদরা ভবিষ্যতে একটা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন। শ্রীসুশীল ধাড়ার নেতৃত্বে দলত্যাগের ফলে যে সংকট দেখা দিয়েছিল তার থেকে বেরিয়ে আসার আর উপায় ছিল না।'

আর একটি প্রস্তাবে বলা হয়, তাঁরা আশা করেন কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যে শরণার্থী সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে অগ্রণী হবেন। কোন রাজ্য সরকারের পক্ষে এত বড় সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

অজয়বাবু সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, তাঁরা তাড়াতাড়ি নির্বাচন চেয়েছেন। তবে তিনি মনে করেন, নির্বাচনের আগে আইন করে দলত্যাগ বন্ধ হওয়া উচিত। বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীরা ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত নির্বাচন হওয়ার অসুবিধা। তবে নির্বাচন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অজয়বাবু বলেন, খুনোখুনির ব্যাপারে সর্বদলীয় বৈঠকের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, এখন আর তা সম্ভব নয়। তবে এই ব্যাপারে তাঁরা কোয়ালিশনের শরিকদের সঙ্গে মিলেমিশে ঠিক করবেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অজয়বাবু বলেন, তিনি আশা করছেন মুসলিম লীগও কোয়ালিশনের মধ্যে থেকে যাবে। শ্রীসুশীল ধাড়াকে নেওয়া হবে কিনা তা সবাই মিলে ঠিক করা হবে।

তির্যক

বাংলাদেশকে স্বীকৃতির দাবি ব্রিটিশ পারলামেনটে অগ্রাহ্য

লনডন, ২৯ জুন—রাষ্ট্র হিসাবে বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য শ্রমিক দলের একজন সদস্য গত রাত্রে পারলামেনটে যে দাবি তোলেন, ব্রিটিশ সরকার তা খারিজ করে দিয়েছেন।

বৈদেশিক ও কমনওয়েলথ দফতরের সহকারী সচিব শ্রীঅ্যানটনি রয়াল হাউস অব কমনস-এ বলেন: বাংলা দেশ রাষ্ট্র বলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। তাই স্বীকৃতির ব্যাপারে আমরা যে সংজ্ঞা স্বীকার করে নিয়েছি, বাংলা দেশের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। —রয়টার

পশ্চিমবঙ্গে আবার রাষ্ট্রপতির শাসন

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর পদচ্যুত করেন এবং ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করান। বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় এই রুলিং দেন যে, ঘোষ-মন্ত্রিসভা অবৈধ। ফলে সাংবিধানিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পর পঃ বঙ্গে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দ্বিতীয় যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হল।

যুক্ত ফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক দলের মধ্যে মতভেদ গুরুতর আকার ধারণ করলে অজয়বাবু ১৯৭০ সালের ১৬ মারচ রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ানের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। ১৯ মারচ পঃ বঙ্গে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ হল।

সংসদে রাজ্যপালের রিপোরট পেশ

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন—পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল শ্রী এস এস ধাওয়ান রাষ্ট্রপতিকে জানিয়েছেন— মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখারজির পরামর্শ অনুযায়ী গত ২৫ জুন তিনি রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি গতকাল রাতে রাজ্যপালের রিপোরট পেয়েছেন।

রাজ্যপাল তাঁর রিপোরটে বলেছেন —শ্রীমুখারজি মনে করেন, কেবলমাত্র একটি শক্তিশালী নতুন সরকারই ভালভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। বিদায়ী সরকারের বিধানসভায় যে গরিষ্ঠতা ছিল, রাজ্যের সব প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে তা যথেষ্ট নয়।

স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কে সি পন্থ রাজ্যপালের রিপোরট এবং পশ্চিম বাংলায় রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা সংক্রান্ত ঘোষণার একটি কপি আজ লোকসভায় পেশ করেন।

রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান তাঁর রিপোরটে জানান—শ্রীমুখারজি বাংলা দেশের ঘটনাবলীর উল্লেখ করে বলেছেন, এর ফলে পঃ বাংলার পরিস্থিতির উপর বিরাট প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আগমনজনিত সমস্যার কথাও তিনি বলেছেন। এই সব কিছুর ফলে রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার এবং রাজনৈতিক ও অসামাজিক স্থায়িত্ব বজায় রাখার এক বিরাট সমস্যা দেখা দেয়।

বিধানসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সময় থেকে বিভিন্ন ঘটনাবলীর কথা রাজ্যপাল তাঁর রিপোরটে উল্লেখ করেছেন। —ইউ এন আই

রাজনৈতিক মীমাংসার নামে ধোঁকাবাজি বাংলাদেশ মানবে না

—মৌলানা ভাসানী

স্টাফ রিপোরটার

জাতীয় আওয়ামী দলের নেতা মৌলানা আবদুল হামিদ খাঁ ভাসানী বলেছেন,—"জীবনের সব সম্পদ হারিয়ে, নারীর ইজ্জত বিকিয়ে, ঘরবাড়ি হারিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এবং দশলক্ষ অমূল্য প্রাণ প্রদান করে স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণ রাজনৈতিক মীমাংসার নামে ধোঁকাবাজি কিছুতেই গ্রহণ করবে না। তাঁদের একমাত্র পণ: হয় পূর্ণ স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু। এর মাঝে গোঁজামিলের কোন স্থান নেই।"

মৌলানা ভাসানী বাংলাদেশের কোন এক স্থান থেকে চব্বিশ জুন এই বিবৃতি দেন। মঙ্গলবার কলকাতায় তা পাওয়া যায়। ইয়াহিয়াশাহীকে আমেরিকায় অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে তিনি বলেন,—"মানবতার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা, চীন ও ব্রিটেনসমেত যে কোন দেশের সরকার ইয়াহিয়ার জঘন্যতম জালেম সরকার স্বাধীন বাংলায় টিঁকিয়ে রাখার জন্য অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য দেবে, ইতিহাসের কাঠগড়ায় তাদের একদিন আসামী হয়ে দাঁড়াতে হবে। তাই আমি দুনিয়ার সব দেশের শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ ও সরকারের কাছে আবেদন করি ইয়াহিয়া সরকারকে এই ধরনের মানবতাবিরোধী অস্ত্র ও অর্থসাহায্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন ও প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।"

এই সঙ্গে মৌলানা ভাসানী এই মন্তব্যও করেছেন, "ভিয়েতনামের জনসংখ্যা বাংলাদেশের তুলনায় অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং নিকসন সরকার দৈনিক পাঁচকোটি টাকা খরচ করেও হালে পানি পাচ্ছে না। স্বাধীন বাংলায় পাইকারী গণহত্যা ও অভিনব অমানবিক অত্যাচারের ঘৃণ্যতম লীলা ও ফন্দিফিকির চালিয়েও তারা শাসন ও শোষণ কায়েম রাখতে তো পারবেই না, উপরন্তু ইতিহাসের কাঠগড়ায় মানবতার চরম দুশমন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।"

পূর্ববাংলায় গণহত্যা চলছে

ফরাসী লেখকের অভিমত

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন—প্রখ্যাত ফরাসী লেখক শ্রীজরজেস বুদিন ফ্রানসের বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের মুখপাত্র 'লা পলিটিক সে মতিন'-এ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, পূর্ববঙ্গে ব্যাপক গণহত্যা চলছে। প্রথমে শুরু হয়েছিল ৭০ লক্ষ অ-মুসলমানকে হত্যা করে। পরে তা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে।

শ্রী বুদিন বলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জ অথবা বৃহৎ শক্তিগুলি যদি গণহত্যা বন্ধে পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করতে না পারে, তাহলে বাংলাদেশে গণহত্যাকে কেন্দ্র করে ভারত-পাক যুদ্ধ ঠেকানো মুশকিল হবে।

তিনি আরও বলেন, পূর্ববাংলায় যা ঘটছে, তাতে ধর্মীয় ও জাতীয় স্বার্থেই ভারত উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। বরং এটাই আশ্চর্য যে, ভারত এখনও কোন সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। —ইউ এন আই

ভারতকেই শরণার্থী সমস্যার সমাধান বের করতে হবে

—জয়প্রকাশ নারায়ণ

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন—সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ কাল এখানে বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর নির্ভর না করে ভারতকেই ভারতে আপাত বাংলা দেশের শরণার্থীদের সমস্যার সমাধান বের করতে হবে।

সর্বোদয় নেতা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বাধীন বাংলা দেশের বক্তব্য তুলে ধরে এখানে ফিরে এসেছেন। আজ এখানে টেলিভিসনে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

তিনি বলেন, বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে কোন হদিসের অপেক্ষা না করে ভারতকে নিজেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বাংলা দেশের জনগণের স্বাধীনতা আদায় করার জন্য ভারত শুধু বাংলা দেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকার করে নিতে পারে মাত্র। —ইউ এন আই

দুর্গাপুর-আসানসোল বন্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমের পর

সন্ধ্যা ৬টা থেকে বুধবার ৫টা পর্যন্ত কারফু জারি করা হয়। পুলিশ জানায়, এদিন রূপনারায়ণপুরের হিন্দুস্থান কেবল কারখানায় অনেক কর্মী কাজে যোগ দেন। কাজ শেষে ফেরার পথে তাঁদের ওপর হামলা হয়। সংঘর্ষ, মারপিট চলে।

পুলিশ জানায়, মারামারি হয় সি পি এম সমর্থক ও কাজে যোগদানকারীদের মধ্যে ফলে উভয় পক্ষের বহুলোক আহত হন। আহতদের মধ্যে দুতিন জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। খবর পেয়ে আসানসোল মহকুমা শাসক ও ডি এস-পি ঘটনাস্থলে যান সালামপুর থানা ও রূপনারায়ণপুর কারখানা অঞ্চলে কারফু জারী করেন।

বন্ধ কারখানা ও কয়লাখনি খোলা, লেঅফ রদ, সি-আর-পি, কেন্দ্রীয় শিল্পনিরাপত্তা বাহিনী ও ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ইত্যাদির দাবিতে এই বন্ধ।

ফলে শিল্পাঞ্চলে যান-বাহন চলেনি। দোকানপাট-হাট-বাজার একরূপ বন্ধ ছিল। অফিস-আদালত-ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য কর্মস্থলে কর্মচারীদের হাজিরা ছিলনা বললেই চলে।

সরকারীসূত্রে বলা হয় যে, দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানায় শতকরা ৩০, মাইনিং এণ্ড এলাইড মেশিনারি করপোরেশন (এম-এ-এম-সি) শতকরা ৫৬, দুর্গাপুরে সার কারখানায় শতকরা ৩১ ও মিশ্র ইস্পাত কারখানায় শতকরা ৪ ভাগ কর্মী হাজিরা দেন।

বর্ধমান থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান ওই অঞ্চলে স্বাভাবিক কাজকর্ম চলে। তবে বাস চলেনি। চিত্তরঞ্জনে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা হয়েছে। তবে পূর্ব ঘোষণানুযায়ী অন্যত্র পরীক্ষা হয়নি।

আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলে রেল চলা বিঘ্নিত হয়।

সিটুর বিবৃতি

সিটু সম্পাদক শ্রীনীরেন ঘোষ এম পি ও পঃ বঃ কমিটির পক্ষে শ্রীকমল সরকার আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলের শ্রমিক শ্রেণী ১৬জন শ্রমিক নেতা গ্রেফতার ও দুর্গাপুরে ব্যাপক পুলিশ সমাবেশ সত্ত্বেও মঙ্গলবার সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালন করায় শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণকে অভিনন্দন জানান।

জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি থেকে ইউ এন আইয়ের খবর, আজ জলপাইগুড়ি শহরেও সি পি আই এম-এর ডাকে ১২ ঘণ্টার বনধ পালিত হয়। গত রবিবার ওই শহরেই সি পি আই এম সমর্থক শ্রীননীগোপাল সাহা খুন হন বলে অভিযোগ। তারই প্রতিবাদে এই হরতাল।

এর আগে গত শুক্রবার যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের ডাকে কলকাতার শ্রীনারায়ণ করের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আর একটি বনধ পালিত হয়েছিল।

ইয়াহিয়ার প্রস্তাব শুনে পাক নাবিকরা জাহাজ ছেড়ে গেলেন

লনডন অফিস

২৯ জুন—গতকাল রাত্রে পাকিস্তান শিপিং করপোরেশনের কয়েকজন নাবিক ইয়াহিয়া খাঁর নতুন প্রস্তাবের প্রতিবাদে কারডিফে জাহাজ ছেড়ে চলে যান। ব্রিটেনের সব বাংলা দেশ সংগ্রাম কমিটিগুলিই ঘৃণার সঙ্গে এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। নিউ ইয়রকেও বহু পাক নাবিক পাকিস্তানী জাহাজ ছেড়ে চলে গেছেন।

বাংলা দেশ সংগ্রাম কমিটিগুলির স্টিয়ারিং কমিটি এক বিবৃতিতে বলেছেন, বাংলা দেশের লোক স্বাধীনতা ছাড়া কিছুই মেনে নেবে না। বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানকে এখনই ছেড়ে দিতে হবে। গত ডিসেম্বরে পূর্ববঙ্গে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই স্বাধীন বাংলা দেশের সংবিধান রচনা করবেন।

যে সমস্ত নাবিক জাহাজ ছেড়ে চলে গেছেন তাঁরা বাংলা দেশ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা জানান, আরও অনেক নাবিকই পাক জাহাজের কাজ ছেড়ে দেবেন।

ব্রিটেনে ইয়াহিয়া খাঁর প্রস্তাব সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। তবে এটা মনে হয় যে, তাঁর প্রস্তাবে ও কাজে ব্রিটেন খুব আশ্বস্ত হয়নি।

এদিকে শ্রীস্বর্ণ সিং-এর সফরের পালটা ব্যবস্থা হিসাবে ইয়াহিয়ার প্রতিনিধি দলও এখানে এসেছেন। বাংলা দেশ আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভের আশংকায় এই দলের সদস্যরা গোপন আস্তানায় রয়েছেন।

পাকিস্তানী সৈন্যের গোলায় পাঁচজন ভারতীয় নিহত

শিলং, ২৯ জুন—আজ সন্ধ্যায় এখানে সরকারীভাবে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, গতকাল মেঘালয়ের গারো পাহাড় এলাকার বাঘমারায় পাক গোলাবর্ষণের ফলে পচজন ভারতীয় গ্রামবাসী নিহত এবং নজন আহত হয়েছেন।

পাকিস্তানী সন্যের গোলাবর্ষণের উত্তরে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীও গোলা চালায়। —পি টি আই

কোচবিহার সীমান্তে পাক গুলি

কোচবিহার, ২৯ জুন—গতকাল বাংলাদেশের রংপুর সেকটর থেকে পাকিস্তানী সৈন্যরা বিনা প্ররোচনায় ভারতীয় সীমান্ত গ্রাম কাজীদীঘির হাট ও গাছতলায় গোলাবর্ষণ করে। সরকারীভাবে এ খবর জানা গিয়েছে।

ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী পাক গুলিবর্ষণের জবাবে পালটা গুলি চালায়, ফলে পাকিতানী গুলি বন্ধ হয়ে যায়।

জানা গেল—ঐদুটি ভারতীয় গ্রামে অন্ততঃ ১৬টি গোলা পড়েছে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়েছে কিনা, জানা যায়নি। —পি টি আই

ইয়াহিয়ার প্রস্তাব নিতান্তই এক ধাপ্পা

—গার্ডিয়ান

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন—গতকাল জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া যে সব প্রস্তাব করেছেন, প্রধান প্রধান ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলি আজ তাতে নৈরাশ্য প্রকাশ করেন। লনডনের 'গারডিয়ান-এর সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি (ইয়াহিয়া) সত্যকার কোন পরিকল্পনা ও প্রস্তাব দেননি। তাঁর প্রস্তাব নিতান্তই এক ধাপ্পা। এটা লজ্জার কথা। শেখ মুজিবর ও তাঁর দলের লোকেদের কার্যকলাপের জন্যই বাংলা দেশে সামরিক ব্যবস্থা নিতে হয় বলে পাক জঙ্গীশাহী যে যুক্তি দিয়েছেন, তার উল্লেখ করে ওই সংবাদপত্রে মন্তব্য করা হয়েছে: তিনি (মুজিবর) কখনও প্রকাশ্যে বলেননি যে তিনি অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করবেন।

'টাইমস' বলেছে: জেনারেল ইয়াহিয়ার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রস্তাবগুলিতে পূর্ববঙ্গের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না। গতকাল এমন কিছু বলা হয়নি যাতে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্কের অবসান ঘটবে।

নতুন সংবিধানে জেনারেল ইয়াহিয়া যে প্রাদেশিক স্বাধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ডেলি টেলিগ্রাফ সে সম্পর্কে মন্তব্য করেন। বলা হয়েছে, এই সংবিধানে পূর্ববঙ্গকে কলোনি হিসাবেই গণ্য করা হবে।

আমেরিকা অসন্তুষ্ট

নিউইয়রক: প্রেসিডেনট ইয়াহিয়ার ঘোষণায় ও পূর্ববঙ্গের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান সম্পর্কে তাঁর প্রতিশ্রুতিতে আমেরিকা খুবই অখুশী বলে মনে হয়। সরকারীভাবে কোন মন্তব্য করা হয়নি। তবে এটা পরিষ্কার যে, মারকিন কর্তাব্যক্তিরা ইয়াহিয়ার ঘোষণায় খুব খুশী নন। তাঁরা মনে করেন, এতে তেমন কাজের কাজ হবে না।

হোসেন আলি: ইয়াহিয়ার ঘোষণা সম্পর্কে মন্তব্য করে শ্রীহোসেন আলি বলেছেন: বাংলাদেশ থেকে আমরা পাকিস্তানের দখলদার বাহিনীকে হটিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর।

ভুট্টো মন্তব্য করতে নারাজ

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন— পিপলস পারটির চেয়ারম্যান শ্রী জেড এ ভুট্টো ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাই ইয়াহিয়ার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন। ভুট্টো কিন্তু কোন মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। দলের সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ না করে তিনি মন্তব্য করতে রাজি নন।

—ইউ এন আই, পি টি আই

রাউরকেল্লা, ২৯ জুন—সি পি আই ও এ আই টি ইউ সি-র নেতা শ্রীনিত্যানন্দ পানডা আজ দল ও এ আই টি ইউ সি উভয় থেকে পদত্যাগ করে নব কংগ্রেসের সদস্য পদের জন্য আবেদন করেছেন।

—পি টি আই

ত্রাসের রাজত্বে শরণার্থীদের ফিরে যেতে বলা বৃথা

পাক টেলিভিসনে বৃটিশ এম পি-দের অভিজ্ঞতা

ঢাকা, ২৯ জুন—বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যগণ বলেছেন, তাঁরা সারা পূর্বপাকিস্তান জুড়ে একটা ত্রাসের ভাব লক্ষ করেছেন এবং শরণার্থীরা যাতে দেশে ফিরে যেতে পারেন সেজন্য তাঁদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। এই আস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কিছু একটা করতেই হবে।

বৃটিশ প্রতিনিধিদল চারদিন ধরে পূর্বপাকিস্তান সফর করে বেড়ান। পাক টেলিভিশনে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে কমনওয়েলথ-এর প্রাক্তন শ্রমসচিব শ্রীআরথার বটমলি বলেন, পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে বহু "ভয়াবহ জিনিস" তাঁদের চোখে পড়েছে। গ্রামের পর গ্রাম তাঁরা শূন্য দেখেছেন, সড়ক ও রেল সেতুগুলিও বিধ্বস্ত দেখেছেন। সেইগুলি পুনর্নির্মিত হলে কে জানে আবার বিধ্বস্ত হবে না!

প্রতিনিধিদলের আর একজন সদস্য রক্ষণশীল দলের এম পি সাংবাদিকদের জানান পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক হিন্দু নিধনের বহু জলন্ত স্বাক্ষর রয়েছে। তিনি আরও বলেন, একদিকে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলবে আর একদিকে দেশ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করবে এটা আশা করা বৃথা। শরণার্থীরা এই অবস্থায় দেশে ফিরুক—একথা আমি আমার বুকে হাত দিয়ে বলতে পারিনা।

—রয়টার

বৃটিশ এম পি দল ঘেরাও

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

করেন: তোমরা কেন আসছ? কী দুর্গতি হচ্ছে তোমাদের? কারা অত্যাচার চালাচ্ছে? সকলেই প্রায় একবাক্যে জবাব দেন: পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনী নির্বিচারে গোলাগুলি চালিয়ে গণহত্যা করছে, লুঠতরাজ চালাচ্ছে, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে এবং নারী হরণ ও ধর্ষণ করছে।

এদিন বয়ড়া সীমান্ত দিয়ে প্রায় চল্লিশ হাজার শরণার্থী ভারতে প্রবেশ করেন। সারা বনগাঁ এলাকায় রাস্তাঘাট, মাঠ-ময়দান, গাছতলা, পুকুর পাড়, নদীর ধার, স্টেশন প্লাটফরম ও ঘরবাড়ির বারান্দা কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। সমস্ত গ্রাম-শহর লোকে লোকারণ্য। ট্রেনে-বাসে, লরি-টেমপোতে উঠবার জায়গা মেলা ভার। এই এলাকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। বনগাঁ মহকুমায় ৩২০ বর্গমাইলে আগে লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে চার লাখ। শরণার্থীরা আসায় এখন দাঁড়িয়েছে দশ লাখের উপর। সংক্রামক ব্যাধিও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা অস্বাভাবিক। এদিন হাসপাতালে ও বাইরে নানা জায়গায় প্রায় একশ মানুষের মৃত্যু হয়।

'বসুমতী' খুলছে

স্টাফ রিপোরটার

আগামী ১৫ আগসটের মধ্যে বসুমতী এবং তৎসংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির প্রকাশনা ও কাজ শুরু হবে। এর আগে পয়লা আগস্ট বা তার আগে ওই পত্রিকার অফিস খুলবে। গত ১৬ নবেমবর ওই পত্রিকা এবং তৎসংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি ক্লোজার ঘোষণা করা হয়েছিল।

ভুরুভুত্ত করংা থধ

মঙ্গলবার মহাকরণে মালিক, কর্মী ও শ্রমিক ইউনিয়নসমূহ এবং রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শ্রমমন্ত্রী ডঃ গোপালদাস নাগ বিদায়ের প্রাক্কালে সাংবাদিকদের কাছে চুক্তির শর্তাদি জানান।

কোন কর্মী ছাটাই হবেন না এবং ক্লোজারের সময়ের বেতন বা অন্য কোন আর্থিক দাবি-দাওয়া তোলা হবে না। একজন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ওই সংস্থার আর্থিক অবস্থা খতিয়ে দেখবেন এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সুপারিশ করবেন। ক্লোজার হওয়ার ফলে ১৫ তারিখে ওই সংস্থার ৫০০ কর্মীর যিনি যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি সেই সেই পদে ফিরে যাবেন। কর্মীরা প্রথম তিন মাস ২৫ হাজার টাকা কম নেবেন। সংস্থার আর্থিক অবস্থার জন্যই এই ব্যবস্থা। আর্থিক হস্তান্তরিত হওয়ার পর ওই টাকা ফেরত দেওয়া হবে।

মালিকদের পক্ষে ডাঃ ভূপাল বসু, সাংবাদিকদের পক্ষে শ্রীললিত ব্যানার্জি এবং অসাংবাদিক কর্মীদের পক্ষে শ্রীযতীন চক্রবর্তী ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

শেষ সংবাদ

ওয়াশিংটন, ২৯ জুন—নতুন পাকিস্তানী মালবাহী জাহাজ কাপতাইয়ে নিউইয়রক বন্দরে যে মাল বোঝাই হচ্ছে তাতে সামরিক অস্ত্রও রয়েছে। মারকিন রাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র যে হারুনস রে আজ একথা স্বীকার করেন।

তিনি একথাও বলেন যে, "দু এক মাসের মধ্যে ৪।৫টি পাকিস্তানী জাহাজে সামরিক মাল বোঝাই করা হবে এ রকম অনুমান করা ভুল নয়।" —এ এফ পি

ইউ বি আই সম্প্রসারিত হচ্ছে

আমাদের নিম্নলিখিত শাখাগুলির উদ্বোধন সানন্দে ঘোষণা করছি—

নিম্নোক্ত শাখাগুলি হালে খোলা হয়েছে:

১। গঙ্গারামপুর
পোঃ অঃ গঙ্গারামপুর
পশ্চিম দিনাজপুর

২। কামপুর
পোঃ অঃ কামপুর
নওগাঁ

৩। নর্থ গৌহাটি
পোঃ অঃ নর্থ গৌহাটি
কামরূপ, গৌহাটি-৩০

৪। উখরুল
পোঃ অঃ উখরুল
মণিপুর

৫। শিলদা
পোঃ অঃ শিলদা
মেদিনীপুর

৬। কাঁকে
রাঁচি এগ্রিকালচারাল কলেজ
ক্যাম্পাস, কাঁকে, রাঁচি-৬

নিম্নোক্ত শাখাগুলি শীঘ্রই খোলা হবে:

১। কালিয়াচক
পোঃ অঃ কালিয়াচক
মালদা

২। মথুরাপুর
পোঃ অঃ মথুরাপুর
২৪ পরগণা

৩। বারুইপুর চৌধুরীবাজার
পোঃ অঃ বারুইপুর
২৪ পরগণা

৪। কাশীপুর
পোঃ অঃ কাশীপুর
পুরুলিয়া

৫। রামনগর
পোঃ অঃ রামনগর
মেদিনীপুর

৬। কামারপুকুর
পোঃ অঃ কামারপুকুর
হুগলি

৭। দোবাকা
পোঃ অঃ দোবাকা
নওগাঁ

৮। মরিগাঁও
মরিগাঁও
নওগাঁ

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
হেড অফিস:
৪, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি
(পূর্বতন: ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট),
কলিকাতা-১

অন্যান্য চিত্রগৃহে

যোগমায়া হাওড়া ৬৭-২১২৭ ১॥, ৪। ও ৬৮
যাত্রা হ'ল শুরু

জয়া ৫৭-৩১০৬ বাতানুকূল ১, ৪, ৭
ম্যায় সুন্দর হুঁ

জেম প্রত্যহ বেলা ১১-৩০ মিঃ রাজেশ খান্না ও নন্দার
ইত্তেফাক (রঙীন)

রূপম ফোন—৩৪-৪৩১৭ ১, ৪, ৭টা
দেয়া-নেয়া

বিনোদিনী বাগবাজার ১, ৪ ও ৭টা
দো দিল

পূর্বাশা ৪৬-২০০২ ১, ৪-১৫, ৭-৩০
প্যার কা কাহানী

নবীনা তাপানুকূল ৪৬-৮০১১ প্রত্যহ ১২, ৩ ৬
হাতী মেরে সাথী (২য় সপ্তাহ)

অতীন্দ্র বারাকপুর—৩৪০ প্রত্যহ ১, ৪।, ৭।
হাতী মেরে সাথী

অশোকা বেহালা ৪৫-৪০১২ ১২॥, ৩॥, ৬॥
ধন্যি মেয়ে

অলকা ফোন—৬৭-২০২৫ শিবপুর ১॥, ৪॥, ৭॥
শাওন ভাদোঁ (রঙীন)

নারায়ণী তাপানুকূল ৫৬-৩০০৪ ১॥, ৪॥, ৭॥
ম্যায় সুন্দর হুঁ

পার্বতী হাওড়া ৬৭-২৮১১ ১২, ৩, ৬টায়
BATTLE OF EL ALAMEIN

সুরশ্রী ৪৩৩ ১২, ৩।, ৬॥
রাজকুমার (রঙীন)

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫০ ১২, ৩, ৬
ধন্যি মেয়ে (২য় সপ্তাহ)

রূপায়ন শিবপুর ৪৫-২৭০৩ ১॥, ৪॥ ৭॥
কোহিনূর

শ্যামলী ৬৭-২০৫৮ ১, ৪, ৭টায়
কোহিনূর

তরুণ মজুমদারের
নিমন্ত্রণ
প্রত্যহ : ৩, ৫৮ ও ৮॥টায়
মিনার ● বিজলী ● ছবিঘর
জ্যোতি সিনেমা (২য়) - রূপমহল (২য়)
শৈলশ্রী - ছায়াগীতি - অমর
(মেটিয়াবুরুজ) (উলুবেড়িয়া) (আলিপুরদুয়ার)
বিচিত্রা - জ্যোৎস্না - রূপশ্রী
(মালদা) (আরামবাগ) (২য়)

৪র্থ সপ্তাহ!
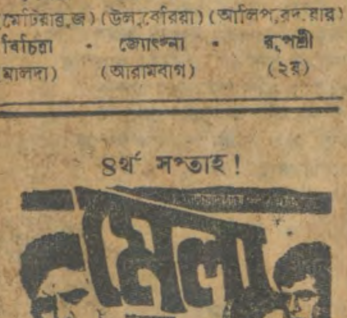
মেলা
অপেরা : পার্ক শো : কালিকা
৩, ৬, ৯ ৩, ৬, ৯ ২॥, ৫॥, ৮॥
দেশবন্ধু (ঝরিয়া) : নিউ সিনেমা (আসানসোল-২য় সপ্তাহ) : ফাল্গুনী (বসিরহাট)
উত্তরা (কাটোয়া)

৭ম সপ্তাহ!
মাল্যদান
অজয় করের শ্রেষ্ঠ ছবি
শ্রী ● প্রাচী ● ইন্দিরা
(১২, ৩, ৬) (২, ৫, ৮) (৩, ৬, ৮॥)
প্রাচীতে শেষ ২ দিন

বিশ্বরূপা ফোন-৫৫-৩২৬২
আজ ২॥ ও ৬টা, কাল ৬টা
শনিবার ও রবিবার ২॥ ও ৬টায়
ভালবাসার মাধুর্য সুধা ভরা
কোথায় পাবো তারে
নাটক ও নির্দেশনা / রাসবিহারী সরকার
শ্রেষ্ঠাংশে : জয়শ্রী সেন, সবিতাব্রত দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ, নির্মল, মনু, সুধাংশু, প্রহ্লাদ, সঙ্গীতা, গীতা, উমা, ব্রতী, পতুল এবং কণিকা মজুমদার ও দিলীপ রায়

রঙমহল ফোন : ৫৫-১৬১৯
আজ ও রবি : ২॥ ও ৬টায়
বৃহ ও শনি : ৬টায়
উত্তরণ
শ্রেষ্ঠাংশে—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ॥ সর্বেন্দু হরিধন, অজিত, মৃণাল, অমরনাথ, কৃষ্ণ, সন্তোষ, রত্না, আরতি, ইন্দিরা, জহর রায় ও সরযূ দেবী

স্টার থিয়েটার
দেবনারায়ণ গুপ্তর
সীমা
আজ ২॥ ও ৬টায়
বৃহস্পতি ও শনি সন্ধ্যা ৬টায়
রবিবার : ২॥ ও ৬টায়

মুক্ত অঙ্গন শৌভনিক
৪৬-৫২৭৭
আজ সন্ধ্যা ৬-৩০টায়
পাতা ঝরে যায়
এরা কারা
সুন্দর একাঙ্ক সুন্দর অভিনয় —দেশ
৩রা ও ৪ঠা—নতুন নাটক—উটপাখি

রবিবার ৬টায়

এ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে বহুরূপীর অভিনয়
পাগলা ঘোড়া
নির্দেশনা : শম্ভু মিত্র ॥ হলে টিকিট ২—৭টা

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তার সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
কাল ৬টায়
মঞ্জরী আমের মঞ্জরী
শনি ৬ রবি ২॥ ও ৬টায় তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ সন্ধ্যা ৬॥টায় রবীন্দ্র সদনে
সংগীতচক্রের **শ্যামা**
শ্রেঃ—হেমন্ত, সুচিত্রা, ধীরেন, সাগর, জয়শ্রী, নরেশ, শক্তি
॥ সদনে টিকিট ॥

বিড়লা প্ল্যানেটারিয়াম তাপানুকূল
আজ : নূতন প্রদর্শনী
হিন্দিতে : বেলা ১০টা, বিকাল ৪টা এবং সন্ধ্যা ৬-৩০টা
ইংরেজিতে : বেলা ১১টা, ১-৩০টা, বিকাল ৫-১৫টা এবং রাত্রি ৮টা
বাংলাতে : বেলা ১২-৩০টা এবং ২-৪৫টা

প্রাচীতে আজ অগ্রিম টিকিট!
প্রতিভা বসুর
প্রথম বসন্ত
রাধা : পূর্ণ : শ্রীমা
(২॥, ৫॥, ৮) (২॥, ৫॥, ৮॥) (খড়দহ)
আমতলা টকীজ ॥ রূপকথা (হাবড়া)
চিত্রবাণী (ভাণ্ডারহাটি) শ্রীকৃষ্ণ (আড়ংঘাটা)
সূর্য (বহরমপুর) নদীয়া টকীজ (নবদ্বীপ)
পরশু থেকে—প্রাচীতে।

আপনাদের জন্য শেষ সুযোগ!
একটি অনবদ্য সৃষ্টি যা পূর্বে কখনও দেখেননি—
রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া নিবেদিত
উদয়শঙ্করের
বিস্ময়কর সৃষ্টি
শঙ্কর স্কোপ
মহাজাতি সদন-এ ফোন ৩৪-৬৬৬৫
প্রত্যহ : দু'বার : ৩টা ও ৬টায়
— অগ্রিম আসন সংগ্রহ করুন —

মেমসাহেব খনি মেয়ে (?)
পরিচালনা-অরবিন্দ মুখার্জি - সঙ্গীত-নচিকেতা ঘোষ
উত্তরা - পূরবী - উজ্জলা
১২, ৩, ৬ ২॥, ৫॥, ৮॥ ২৮, ৫৮, ৮॥
শ্যামাশ্রী - নেত্র - জয়শ্রী - মায়া - মায়াপুরী
পদ্মশ্রী - অশোকা - গৌরী - কল্যাণী
মানসী - রূপালী - জ্যোতি - বীণা

এখানেই
রজত জয়ন্তী সপ্তাহ
রূপবাণী-ভারতী-অরুণা
(১২-১৫, ৩-১৫, ৬-১৫)
উদয়ন (কণ্টাই-২) রূপবাণী (ধনিয়াখালি-২)
শ্রীগুরু (নবদ্বীপ-২) লক্ষ্মী (দিনহাটা-২)

শিক্ষাপ্রদ ও উপভোগ্য ৩য় সপ্তাহ!

ঘর ঘর কী কাহানী
জ্যোতি (২॥, ৫॥, ৮॥) - প্রভাত (৩, ৬, ৯)
খান্না (১॥, ৪॥, ৭॥) - রূপালী (২॥, ৫॥, ৮॥)
পরী (মেটিয়াবুরুজ) - চম্পা (ব্যারাকপুর)
শ্রীমা (বনগাঁ) - মুক্তি (কামারহাটি)
রবীন্দ্র (তারকেশ্বর) - বিচিত্রা (বর্ধমান)
করোনেশন (রাণীগঞ্জ) - রূপকথা (আসানসোল) - পরমানিক (রাণাঘাট) - অরোরা (খড়্গপুর) - বিহার (ঝরিয়া) - ওয়েলফেয়ার (রাঁচি) - রুস্তাক (রাউরকেলা) - হিন্দ (কটক)

১২শ সপ্তাহের জয়যাত্রায়
চিরন্তন রেকর্ড সৃষ্টি করে চলেছে
সোসাইটিতে
প্রত্যহ ৪টি প্রদর্শনী
১, ৩-৩০, ৬ ও ৮-৩০টায়
চেতনা
(প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)
শ্রেঃ রেহানা সুলতান ও অনিল ধাওয়ান

তাদের প্রেমের পরিণতির জন্যে সমাজ অপরাধী
তনুজা-অমিতাভ বচ্চন-অনিল ধাওয়ান

প্যার কী কাহানী
পরিচালনা রবি নাগাইচ - সঙ্গীত আর. ডি. বর্মণ
হিন্দ : দর্পণা : মেনকা
(২॥, ৫॥, ৮॥) (২, ৫, ৮) (২, ৫, ৮)
ছায়া : গ্রেস : গণেশ
(২, ৫, ৮) (২॥, ৫॥, ৮॥) (১১৮, ২॥, ৫॥, ৮॥)
ইণ্টালী : তসবীরমহল
(২, ৫, ৮) (২॥, ৫॥, ৮॥)
ন্যাশনাল : কমল : পিয়াসী : পূর্বাশা
কল্পনা : নিশাত : নবরূপম : শ্রীকৃষ্ণ (বালী)
চলচ্চিত্রম : বিভা : লীলা : রমা : নিউ তরুণ
সন্ধ্যা : রূপশ্রী : রাজকৃষ্ণ : শ্রীলক্ষ্মী
ইন্দ্রধনু : শ্রীদুর্গা : আরতি (বর্ধমান)
অশোক (সম্বলপুর)

৭ম জনপ্রিয় সপ্তাহ!
প্রমোদ চক্রবর্তীর
নয়া জমানা
লোটাস : অশোক
(২॥, ৫॥, ৮॥) (পাটনা, ৩য়)
শ্রীদুর্গা (কাঁচরাপাড়া, ২য়) বনফুল (কৃষ্ণনগর, ২য়) কমলেশ (বালটিকুরী, ২য়) মেঘদূত (বেরমো, ২য়) শুভ্রছায়া (চিরকুণ্ডা, ২য়) এলিয়া (জোড়হাট, ২য়) ভবানী (কোচবিহার) ছায়াবাণী (বারাসাত) ভারতী (চাকদহ) গণেশ (জঙ্গীপুর) চিত্রা (বোলপুর) পুষ্প (দ্বারভাঙ্গা) আনন্দ (তেজপুর)

গ্লোব (২৩-১৭৬১)
শেষ ৩টি শো,
৩, ৬ ও ৮-৪৫টায়
ক্লিফ রবার্টসনের অস্কার বিজয়ী অভিনয় সমৃদ্ধ "চার্লি" (ইউ)
আগামীকাল থেকে : সুন্দরী, স্নেহশীলা, অবিবাহিতা মাতার সুন্দর, অপরূপ, কৌতুককর চিত্র। জিনা লোলোব্রিজিডা, শেলী উইণ্টার্স, পিটার লফোর্ড অভিনীত :
"বুওনা সেরা, মিসেস ক্যাম্পবেল" (এ)
সমস্ত তারকাসমৃদ্ধ কমেডি ● টেকনিকলার
টিকিট বিক্রি চলছে

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ ৩৫-৫৫৯৮
আজ ও রবি, ২॥টা ও ৬টা, বৃহ ও শনি ৬টা
সমরেশ বসুর
সওদাগর
শ্রেঃ তৃপ্তি মিত্র, জ্ঞানেশ মুখার্জি রবীন মজুমদার, অপর্ণা দেবী, শ্যামল ঘোষাল অজয় গাঙ্গুলী, অলকা, সর্বাণী, আরতি ও তরুণকুমার, সুলতা চৌধুরী এবং রবি ঘোষ
● কণ্ঠসঙ্গীতে মঞ্চে প্রথম ●
হেমন্ত, সতীনাথ, শ্যামল ও আরতি

দি সাউণ্ড অফ মিউজিক নিবেদিত
রবীন্দ্র সদনে ৭ই জুলাই সন্ধ্যা ৬॥টা
"মায়ার খেলা"
সুচিত্রা, কণিকা, দ্বিজেন, অশোকতরু, ধীরেন, গোরা, সুমিত্রা, নরেশকুমার, ভানু, অলকানন্দা, ও অনাদিপ্রসাদ।
তৎসহ
বরদাশঙ্করের "সোনার বাংলা" (গীতি-আলেখ্য)
টিকিট—৩, ৫, ৭, ১০, ● প্রাপ্তিস্থান স্টাইলো, বসুশ্রী, রবীন্দ্র সদন (১০—৭টা)
(সি ৭২০২)

বিরাট ২য় সপ্তাহ
রাজেশ খান্না-তনুজা-সুজিৎ-নাজ-কুমার রিজভী
হাতী মেরে সাথী
প্যারাডাইস — রিগ্যাল
২॥, ৫৮, ৯ ১১, ২॥, ৫৮, ৯
জেম — কৃষ্ণা — প্রিয়া
২।, ৫॥, ৮৮ ২, ৫।, ৮॥ ১॥, ৪৮, ৮
নবীনা — মিত্রা — লিবার্টি
১২, ৩, ৬ ২, ৫।, ৮॥ ১২, ৩।, ৬॥
বঙ্গবাসী (২, ৫, ৮) - পারিজাত (১২, ৩, ৬)
মৃণালিনী (১, ৪।, ৭॥) - চিত্রপুরী (১১॥ ২॥, ৫৮, ৯) এবং অন্যত্র।

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলিতেছে
নাচ গানে ভরপুর এক চমকপ্রদ পারিবারিক কাহিনী

সম্পূর্ণ সুন্দর
রাক্সি — বসুশ্রী — বীণা
(৩, ৬, ৯) (২, ৫॥, ৮৮) (১২॥, ৩॥, ৬॥)
নাজ — পূর্ণশ্রী — ভবানী
(১১॥, ২॥, ৫৮, ৯) (২, ৫, ৮) (২, ৫, ৮)
প্যারামাউন্ট (২॥, ৫॥, ৮॥) - নবভারত - শান্তি
পিকাডিলী (১২, ৩, ৬) - পুষ্পশ্রী
(১২, ৩।, ৬॥) - নারায়ণী (১॥, ৪॥, ৭॥)
জয়া (১, ৪, ৭) - লক্ষ্মী - শ্রীকৃষ্ণ
লিলুয়া সিনেমা - শ্রীরামপুর টকীজ - স্বপ্না
অন্নপূর্ণা - রে টকীজ (ধানবাদ)
গোধূলি (আসানসোল) - প্রভাত (কটক)
কল্পনা (ভুবনেশ্বর) - ঝঙ্কার (শিলিগুড়ি)
আগামী শুক্রবার বীণা (পাটনা) - বিভা (বেলঘরিয়া) - রূপমহল (বর্ধমান) ও পার্কশো (কলিকাতা)

মিনার্ভা থিয়েটারে
প্রবাহ
আজ ও রবি ৩ ও ৬॥
বৃহস্পতি ও শনি ৬॥

৫ম গৌরবোজ্জ্বল সপ্তাহ
নিউ সিনেমা
প্রত্যহ ২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০
সঞ্জয়-মুমতাজ-ফিরোজ খান
উপাসনা
সঙ্গীত : কল্যাণজী - আনন্দজী
এবং
স্বপনো-কা সৌদাগর
জওহরে

শেয়ার বাজারে কম লেনদেন

২৯ জুন—আজ কলকাতায় লেনদেন কম হয়েছে। প্রায় সব বিভাগেই দরেরও কিছু সামান্য হেরফের দেখা যায়।

বাজার খোলার ও বন্ধের দর নিচে দেওয়া গেল :—

ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত

হাতে ডেলিভারি : বিড়লা জুট ২২।১৫ ২২।১০; ডানলপ ইনডিয়া ৩৭।৭৫; ইনডিয়ান আয়রন ১০।১০ ১০।১৫; গেসটকিন উইলিয়ম ৩১।১৫; ৩১।৭৫; হিন্দ মোটর ১০।৪০ ১০।৭০; ইনড কেবল্‌স ১৭।২০ ১৭।২৫; ইনড অ্যালু: ৩৭।২৫ ৩৭।২০; ন্যাশনাল রবার ৮।১১; কেশোরাম ইনড ১৫, ১৫।০৫; ওরিয়েন্ট পেপার ৩৫।১৫ ৩৫।১০; রোটাস ইনড ৫।৪৫ ৫।৪০; ওড়িশা সিমেন্ট ১৬।৬০ ১৬।৫০।

চট ও থলের বাজার তেজী

২৯ জুন—আজ কলকাতায় চট ও থলের বাজার বেশ তেজী ছিল। তবে উল্লেখযোগ্য লেনদেন হয়নি। নিচে দর দেওয়া গেল :—

	জুন	জুলাই	জুঃ-সেঃ
৪০-৭½	৭৮,	৭৯,	৭৯,
৪০-১০	১০৪,	১০৬,	১০৪,
বি-টুইল	২৭৩,	২৭৬,	২৭৯,

সোনা ও রূপা

২৯ জুন—আজ কলকাতার বাজার বন্ধের সময় দর নিম্নরূপ ছিল :—

খাঁটি সোনা (স্ট্যান, ১০ গ্রাম)	... ২০২,
সোনার গহনা (২২ ক্যাঃ, ১০ গ্রাম)	... ১৯১,
রূপার বাট (১ কেজি)	... ৫৭৪,
ঐ—খুচরা (,,)	... ৫৭৮,

আজ বৃষ্টি হতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার

আজ বুধবার আবহাওয়ার পূর্বাভাস : বজ্রবিদ্যুৎ সহ কয়েক পশলা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।

মঙ্গলবার সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৯২.১ ডিগ্রি ফারেনহাইট (স্বাভাবিক) ও ৭৮.২ ডিগ্রি ফারেনহাইট (স্বাভাবিক অপেক্ষা ১ সেঃ কম)।

বিদ্যাসাগর সার্ধশতবার্ষিকী উৎসব

গত ২৭ জুন এলগিন রোডস্থ টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের হলে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌরোহিত্যে কিশোর কল্যাণ পরিষদ আয়োজিত বিদ্যাসাগর সার্ধশতবার্ষিকী সমাপ্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে শ্রীঠাকুর এই উপলক্ষে পরিষদ প্রকাশিত বিদ্যাসাগর পরিচয় গ্রন্থের উদ্বোধন ও বিদ্যাসাগর সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন : রামমোহন ও বিদ্যাসাগর একই জাতের দুই মানুষ, তাঁরা আমাদের দেশের যুক্তিবাদী স্বাধীন মতবাদ প্রচারে অগ্রণী ছিলেন এবং মানব কল্যাণের জন্যে সারা জীবনব্যাপী সংগ্রাম ও কাজ করে গেছেন। বৈতানিক শিল্পিগোষ্ঠী অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন।

বিস্ফোরণের ফলে একজন নিহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮ জুন—ফুলতলার এক মেসবাড়িতে গভীর রাত্রিতে এক বিস্ফোরণের ফলে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়েছে। নিহত ব্যক্তি একজন চিকিৎসক এবং জঙ্গীপুর নির্বাচন কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বিধানসভা সদস্যদের আত্মীয়। তিনি ঐ মেসের স্থায়ী আবাসিক নন—সাময়িক আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এই বিস্ফোরণ সম্বন্ধে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। ঘটনাস্থলে পুলিশ প্রহরা বসেছে।

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড)—৬টায় পরিষদ ভবনে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণ সভা। বক্তা—শ্রীভবতোষ দত্ত। রাজা রামমোহন রায় স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি—সকাল ১০টায় ৪ এলগিন রোডে বাৎসরিক সভা। বিদ্যুৎ ও শিল্প প্রদর্শনী—৬টায় যন্ত্রমানবের কথা বলা। সাড়ে ৬টায় মুক্তাঙ্গন মঞ্চে শ্রীচন্দন ধর ও তাঁর সম্প্রদায়ের বিচিত্রানুষ্ঠান। প্রদর্শনী সাড়ে ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। আনন্দধারা—সাড়ে ৬টায় ২২৬এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে মাসিক অধিবেশন। সঙ্গীতচক্র—সাড়ে ৬টায় রবীন্দ্র সদনে শ্যামা নৃত্যনাট্য, অংশগ্রহণে হেমন্ত মুখার্জি, সুচিত্রা মিত্র প্রভৃতি। বিবেকানন্দ সোসাইটি—২১ বৃন্দাবন বসু লেনে শ্রীচণ্ডল ভট্টাচার্যের পখোয়াজ ও শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দত্তের ধ্রুপদ। শিশু রংমহল—৭টায় অবন মহলে সাধারণ বার্ষিক সভা। আলাউদ্দিন সংগীত সমাজ মিউজিক ইনস্টিটিউট — (১০৩বি সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট) ৪টায় ওস্তাদ আলী আহম্মদ খাঁর ৬৭তম জন্মজয়ন্তী পালন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—সাড়ে ৬টায়। রামকৃষ্ণ মিশনে (গোল পার্ক)—নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যায়ের তৃতীয় বক্তৃতা। বক্তা ডঃ এস সি সেনগুপ্ত।

উদয়শঙ্কর সম্বর্ধনা—বেলা ২-৩০টায় মহাজাতি সদনে উদয়শঙ্কর সম্বর্ধনা। উদ্যোক্তা—গণেশচন্দ্র ইনস্টিটিউট অব কালচার।

যেকোন পরিবেশে
Bapi REGD
ইন্টারলক জাঙ্গিয়া
বাপী গেঞ্জি
স্বাচ্ছন্দ্য তৃপ্তি দেবে
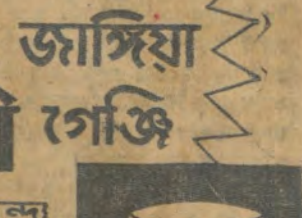
হিন্দুস্থান টেক্সটাইল
কলিকাতা-৫

eXcel RADIO DECORATIONS
আপনার ট্রানজিস্টর—টি ভি—গ্রাম—অ্যাম্প্লিফায়ার—রেকর্ডার ইত্যাদি
অ্যানোডাইজড ডেকরেশন দিয়ে সাজিয়ে তুলুন।
তৈরি করেন
এক্সেল প্রসেস প্রাইভেট লিমিটেড
২২ডি, এস এ ব্রেলভি রোড, বম্বে-১
ফোন : ২৫১১৮১ — ৫৭৩৩২৭
শাখা : ১০বি, ইডেন হসপিট্যাল রোড কলিকাতা-১২, ফোন ৩৪৬৫৯৩

EARN 12% PER ANNUM
ON YOUR DEPOSITS
WITH 40 PUBLIC/PRIVATE LTD. COMPANIES.
DETAILS AS PER RESERVE BANK DIRECTIVE OR BALANCE SHEETS SUPPLIED FREE
Please contact:
BAJAJ
CAPITAL INVESTMENT CENTRE (P) LTD.
18-B, SUKEAS LANE, (BEHIND NARAYANI BLDG. BRABOURNE RD.) CALCUTTA-1 PHONE : 22-8471
Branches: BOMBAY ● NEW DELHI ● MADRAS ● BANGALORE

জম্মু ও কাশ্মীর সরকার

J & K STATE LOTTERIES

নং জে কে এস এল/প্রাইজ/২২ — তারিখ ২৮-৬-১৯৭১

গত ২৮-৬-৭১ তারিখে শ্রীনগরের স্পোর্টস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জম্মু ও কাশ্মীর স্টেট লটারীজের ২২তম খেলার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল :

একটি প্রথম পুরস্কার — ১,০০,০০০, টাকা	K—213884
একটি দ্বিতীয় পুরস্কার — ১০,০০০, টাকা	J—157766
একটি তৃতীয় পুরস্কার — ৫,০০০, টাকা	J—034655

প্রত্যেকটি ১০০, টাকার ১৫০টি সান্ত্বনা পুরস্কার

J সিরিজ

170157	066817	096389	111777	070219	246181	027784	085879	061853	119806
167631	068584	097609	197091	121886	063658	173823	158556	074443	078242
150478	023082	046690	040946	146659	070571	012954	240976	160697	192136
175233	080976	085017	001451	205024	043036	064196	172241	105417	144445
141169	034202	297113	099759	007857	050961	077507	140902	149575	056781
172135	089632	283980	129271	013270	283489	151799	032703	066233	071462
085752	205786	086096	073322	177829	113173	148160	197658	206897	078182
175920	054877	051306	031878	113675					

K সিরিজ

178845	176888	221093	131751	139377	023179	074517	168970	010964	[illegible]
162435	146148	264195	169045	147675	172520	139240	078039	088487	080677
261775	087208	023925	110243	144549	133300	148459	010035	263994	131103
117673	035060	094768	040331	080753	038804	155307	012545	032416	027984
064237	216311	040474	162779	256007	005329	162560	186021	[illegible]	084611
175385	194180	078011	256015	038299	175012	035648	190678	232647	088625
088611	120831	068302	153568	069924	232736	054417	030459	044431	[illegible]
083242	257291	164600	088276	199493					

অর্ধ-সাপ্তাহিক খেলার ফলাফল

চারটি বিশেষ প্রথম পুরস্কার—প্রত্যেকটি ১০,০০০, টাকা
J-251540 J-121871 K-257475 K-181627

চারটি দ্বিতীয় পুরস্কার—প্রত্যেকটি ২,০০০, টাকা
J-237896 J-276061 J-083548 J-273132

প্রত্যেকটি ১০০, টাকার ৪০টি সান্ত্বনা পুরস্কার

J সিরিজ

155970	223986	226936	129289	197442	013190	020237	100177	[illegible]	[illegible]
210443	189178	024852	244448	103306	218684	242080	057214	180205	[illegible]
181666	157081	120651	294622	244963					

K সিরিজ

280953	183333	244366	223989	199350	013407	072562	219667	002187	[illegible]
300175	200822	102379	257479	118304					

এই খেলায় যে সকল এজেন্ট ৫০০০টির অধিক টিকিট ক্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইস্যু করা সাকী ড্রীপ কুপনের বিজয়ী নম্বরগুলি নিম্নরূপ :

৭৫০, টাকার একটি প্রথম পুরস্কার — 135
২৫০, টাকার একটি দ্বিতীয় পুরস্কার — 104

প্রত্যেকটি ১০০, টাকার পনেরটি সান্ত্বনা পুরস্কার
163 129 148 126 169 116 141 147 164 164 168 116 161 106 135

এ খেলায় যে সকল এজেন্ট ৫০০০টি বা তাহার কম টিকিট ক্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইস্যু করা সাকী ড্রীপ কুপনের বিজয়ী নম্বরগুলি নিম্নরূপ :

২০০, টাকার একটি প্রথম পুরস্কার — 121
১০০, টাকার একটি দ্বিতীয় পুরস্কার — 131

প্রত্যেকটি ৫০, টাকার সাতটি সান্ত্বনা পুরস্কার
179 144 154 167 164 157 122

দ্রষ্টব্য : সংবাদপত্রসমূহকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন মুদ্রণের পূর্বে নম্বরগুলি সতর্কতার সহিত মিলাইয়া লন। যে কোন কারণে হউক কোন ভুল নম্বর মুদ্রিত হইলে তজ্জন্য জে অ্যাণ্ড কে স্টেট লটারিজের ডিরেক্টরেটকে দায়ী করা চলিবে না।

জম্মু ও কাশ্মীর স্টেট লটারিজের নিম্নলিখিত এজেণ্টগণ তাঁহাদের বিক্রয়ের জন্য প্রত্যেকের পার্শ্বে উল্লেখিত ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার লাভ করিয়াছেন—

ক্রঃ নং	এজেণ্টের নাম	পুরস্কারের পরিমাণ
১।	মেসার্স নূতন বুক ডিপো, খেতোয়াড়ি ব্যাক রোড, বোম্বাই—৪ বিক্রয় কেন্দ্র : জৈন গেস্ট হাউস, ভগত সিং মার্কেট, নয়াদিল্লি	১০০০, টাকা
২।	মেসার্স প্রাইজ করপোরেশন, ২০১০ গিলি বিল্ডিং, আর্য সমাজ রোড, নয়াদিল্লি বিক্রয় কেন্দ্র : ২৬, মোহন সিং প্যালেস, দিল্লি	৫০০, টাকা
৩।	মিসেস এস পাল, ১৩/১, এম জি রোড, কলিকাতা	২৫০, টাকা

নিম্নোক্ত স্থানীয় এজেণ্টগণ সর্বোচ্চ সংখ্যক টিকিট বিক্রয়ের জন্য প্রত্যেকের পার্শ্বে উল্লেখিত পুরস্কার লাভ করিয়াছেন :

১।	মেসার্স এলজেকো : হীট অ্যাণ্ড লাইট সার্ভিস সেণ্টার	৫০০, টাকা
২।	মেসার্স নিউ লক্ষ্মী লটারী সেণ্টার, গুমত বাজার, জম্মু	২৫০, টাকা

নিম্নোক্ত এজেণ্টগণ আমাদের বিক্রয় সম্প্রসারণে ভাল কাজ করিয়াছেন :

(১) মেসার্স ভি কুমার, ১২, মুলামল অমরনাথ এস্টেট, মেরিনা হোটেলের পিছনে, কনট সার্কাস, নয়াদিল্লি
(২) ইকবালচাঁদ খুরানা, খুরশীদ মার্কেট সদর বাজার, নয়াদিল্লি
(৩) মিলখি রাম কেঃ/অঃ কারুন প্রাঃ লিঃ, রঘুনাথ বাজার, জম্মু

১ম এবং ২য় পুরস্কার বিজয়ী টিকিটের হোল্ডারগণকে স্বয়ং আসিয়া এবং অন্যান্য পুরস্কারবিজয়ী টিকিটের হোল্ডারগণকে ৩০ দিনের মধ্যে পুরস্কারবিজয়ীর নাম ও পুরা ঠিকানা, পিতার নাম, সিরিজের নম্বরসহ পুরস্কারবিজয়ী টিকিটের নম্বর এবং পুরস্কারের পরিমাণ উল্লেখে ফুলস্ক্যাপ কাগজে প্রোফর্মার (জে-কে-এস-এল-৫) দুই প্রস্থ আবেদনপত্র এবং পুরস্কারের টাকার জন্য স্ট্যাম্পযুক্ত অগ্রিম রসিদ সহ টিকিটের উল্টাপিঠে পুরা ঠিকানা সহ নিজেদের নাম স্বাক্ষর করিয়া ডিরেক্টর, জম্মু অ্যাণ্ড কাশ্মীর স্টেট লটারিজ (নিউ সেক্রে টারিয়েটের পিছনে) শ্রীনগর সমীপে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পেশ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে :—

দাবী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

জরুরী ঘোষণা

এই প্রথম জে অ্যাণ্ড কে স্টেট লটারীজ প্রবর্তন করিতেছেন : দৈনিক দুইটি খেলা (সকাল এবং সন্ধ্যায়) ১০-৭-১৯৭১ হইতে ৩০-৭-১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত।

সর্বোচ্চ পুরস্কার ২ লক্ষ টাকা ২য় পুরস্কার ৫০,০০০, টাকা এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় পুরস্কার।

ডিরেক্টর
জে অ্যাণ্ড কে স্টেট লটারীজ শ্রীনগর।

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে
তিমিরবরণের "বৃন্দবাদন"
বিষয় : বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম
কলা মন্দির : ৩০ জুন '৭১ : সন্ধ্যা ৬টা
উদ্যোক্তা
সুরেশ সংগীত সংসদ
কেবলমাত্র ২, ও ১০০ টাকার টিকিট আছে
॥ প্রাপ্তিস্থান ॥ কলামন্দির ॥
সদস্যগণ হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড আফিসে শ্রীকানাই বসুর নিকট থেকে বেলা ৩—৬টার মধ্যে নিজের নিমন্ত্রণপত্র সংগ্রহ করে নেবেন। (১৪২৮)

বাঙলাদেশ-সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতির নিবেদন :
রবীন্দ্র সদনে
৩রা জুলাই, শনিবার, সন্ধ্যা ৬টায়
বাঙলাদেশের স্বনামধন্য প্রায় তিরিশজন শিল্পীর কণ্ঠে
রূপান্তরের গান
যে-গানগুলির প্রেরণায় 'পূর্ব-পাকিস্তান' 'বাঙলাদেশ' হল
পরিচালনা—সনজিদা খাতুন। সূত্রধার—হাসান ইমাম
এবং লোকসংগীত, স্কেচ ও দেবব্রত বিশ্বাসের গান।
৪ঠা জুলাই, রবিবার, সকাল ৯টায়
রবীন্দ্র সঙ্গীত
অংশগ্রহণে : শান্তিদেব ঘোষ। সুচিত্রা মিত্র। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। নীলিমা সেন। সাগর সেন।
আবৃত্তি
অংশগ্রহণে : শান্তিদেব ঘোষ। শম্ভু মিত্র। তৃপ্তি মিত্র। অপর্ণা সেন। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাঙলাদেশের শিল্পীদের বিশেষ অনুষ্ঠান
দৈনিক টিকিটের হার : ২৫, ১০, ৫, ৩,
প্রাপ্তিস্থান :
রবীন্দ্র সদন। স্টাইলো (গড়িয়াহাটা), মেলডি (রাসবিহারী), ১৪৪ লেনিন সরণি, মনীষা (কলেজ স্ট্রিট)॥
(৩১৭৬)

হাসপাতালে কর্মীদের আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গ হাসপাতাল সমিতি ও যুক্ত সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে সোমবার জানানো হয় যে, বিধানসভা বাতিল এবং পশ্চিম বাংলার অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য হাসপাতাল কর্মীদের প্রস্তাবিত রাজ্যব্যাপী আন্দোলন ২৯ জুনের পরিবর্তে ৪ জুলাই থেকে আরম্ভ করা হবে।

যে কোনও রকমেরই ছাদ হোক না কেন CICO ROOF-LIQ লাগালে ছাদের জল পড়া বন্ধ হবেই; লাগানোও খুব সোজা। আগে তারের বুরুশ দিয়ে ছাদ ভালভাবে পরিষ্কার করে, পরে ৪/৫ ইঞ্চি রংএর বুরুশ দিয়ে দু'কোট CICO ROOF-LIQ লাগান

CICO

দি স্ট্রাকচারাল ওয়াটার প্রুফিং কোং প্রাইভেট লিঃ

১/১, ডোভার রোড, কলিকাতা-১৯

APS/SWC6/71B (৩৩৯৭এ)

রাজ্যপালের পদত্যাগ দাবিতে যুব কংগ্রেস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজ্যপাল দেখা করতে রাজি হননি। বিকালের দিকে রাজ্যপাল শ্রীদাসমুন্সিকে আলোচনার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তখন প্রতিবাদস্বরূপে শ্রীদাসমুন্সি রাজভবনে যাননি।

মঙ্গলবার বিকালে শ্রীদাসমুন্সি সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান নিজে থেকে পদত্যাগ করতে না চাইলে তাঁরা কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন।

শ্রীদাসমুন্সি রাজ্যপালের উদ্দেশে লেখা এক চিঠিতে বলেছেন, আপনি যদি গণতন্ত্রের প্রবক্তা হন তবে জনগণের সোচ্চার দাবি মেনে নিয়ে পদত্যাগ করুন। এর আগের রাষ্ট্রপতির শাসনে আপনি যে ভূমিকা দেখিয়েছেন তাতে জনগণ ক্ষুব্ধ। আপনার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ। যুব কংগ্রেস কর্মীরা খুব শীঘ্র আপনার আচরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করবেন।"

শ্রীদাসমুন্সি অভিযোগ করেন, রাজ্যপাল হিসাবে শ্রীধাওয়ান এর আগে পুরোপুরি পক্ষপাতিত্ব করেছেন। জনগণের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে: এই ধাওয়ান কি সেই ধাওয়ানই থাকবে!"

মুখ্যসচিবের কাছে দাবি

শ্রীদাসমুন্সি মুখ্যসচিবকে এক চিঠিতে চাকরি প্রার্থীদের ফর্ম বাবদ যে কোন ফি রদ করা, যেসব কলকারখানায় লাভ হয় সেখানে শতকরা পাঁচ ভাগ কর্মী নিয়োগ এবং সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় শূন্য পদ পূরণের দাবি জানিয়েছেন।

খুনোখুনি বন্ধের ব্যাপারে উদ্যোগ

শ্রীদাসমুন্সি জানান, খুনোখুনি বন্ধের ব্যাপারে তারা সি পি এম সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং যুব ও ছাত্র সংস্থার কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

জওহরলাল ইন্সটিট্যুট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ পণ্ডিচেরী-৬

১৯৭১-৭২ সেসনে এম এস-সি কোর্সসমূহে ভর্তির জন্য মার্কস লিস্ট দাখিলের শেষ তারিখ পিছাইয়া দেওয়া সম্পর্কে

যে সকল প্রার্থী এই ইন্সটিট্যুটের মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টীতে এম এস্‌সি কোর্সসমূহে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন (নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ ৩০শে জুন, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে), তাঁহাদের বি এস সি ফাইন্যাল পরীক্ষার মার্কস/গ্রেড লিস্ট, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বি এস্‌সি পরীক্ষার ফল প্রকাশের তারিখ হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

পণ্ডিচেরী-৬

তাং ২৫শে জুন ১৯৭১ —প্রিন্সিপাল

(৩৪৯৬)

HARYANA STATE LOTTERIES

২৮তম প্রাক্-বর্ষা বিরাট খেলা

MAIN DRAW ON 7-7-71

1st. PRIZE OF Rs. 17 Lacs

২৯-৬-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল:

একটি প্রথম পুরস্কার ৫,০০০ টাকা, টিকিট নং H-665238

প্রত্যেকটি ৫০০ টাকার নয়টি পুরস্কার, টিকিট নং

A-665238	B-665238	C-665238	D-665238	E-665238	F-665238
G-665238	J-665238	K-665238			

প্রত্যেকটি ৫০ টাকার ৪০টি সান্ত্বনা পুরস্কার, টিকিট নং

A-242235	A-954865	A-873751	A-402952	B-358276	B-849050
B-713200	B-273545	C-734907	C-812909	C-809780	C-716012
D-747.50	D-718972	D-684905	D-674979	E-325569	E-982913
E-944300	E-884996	F-499855	F-423479	F-922096	F-591270
G-218445	G-825007	G-335971	G-390728	H-425241	H-868246
H-414526	H-853469	J-693217	J-625451	J-399818	J-700231
K-542706	K-592195	K-639990	K-644095		

ডিরেক্টর অব লটারীজ-কাম-ডেপুটি সেক্রেটারী, গভঃ হরিয়ানা ফিনান্স (লটারীজ) ডিপার্টমেণ্ট।

সাধারণ বা মামুলী তেলের কথা ভুলে যান। সর্বদা মনে রাখুন থ্রী-ইন-ওয়ান একমাত্র মেশিনের তেল যাতে অ্যান্টী-রাস্ট অ্যাডেসিভ (জং নিরোধক পদার্থ) ট্রাইলিউব মিশ্রিত আছে।

® আমেরিকান হোম প্রডাক্টস্ কর্পোরেশন, নিউ ইয়র্ক, ইউ.এস.এ-র রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক ভারতে প্রস্তুতকারক: জেফ্রি ম্যানার্স অ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, বোম্বাই।

Wk&-gm 3/4 BEN

অসম্পূর্ণ-অসমাপ্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আই পি লিফট দিয়ে নীচে নেমে যান। পাইলট সহ তাঁর গাড়ি রাজভবনের দিকে এগিয়ে যায়। বিকাল সাড়ে তিনটায় রাজ্যপাল রাজভবনে মন্ত্রিসভার সদস্যদের চা পানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। দু-একজন বাদে মন্ত্রীরা প্রায় সকলেই বিকালের মধ্যে মহাকরণ ত্যাগ করেন।

এদিনও মহাকরণে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। গেটে, বারান্দায়, বিদায়ী মন্ত্রীদের ঘরের সামনে ও ভিতরে। প্রায় সকলেই যুবক, অধিকাংশই বোধ হয় মন্ত্রীদের সুপারিশ-প্রার্থী। তিনতলায় উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীআনন্দমোহন বিশ্বাসের ঘরের সামনে থেকে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্তের ঘর পর্যন্ত থৈ-থৈ ভিড়। বাংলাদেশের শরণার্থীদের শিবিরগুলির জন্য নানা স্তরের কর্মীর জন্য চাকুরিপ্রার্থীর দল—'বেকার' এই যুবকরা ছুটে এসেছিলেন 'নিয়োগপত্র' নিতে। ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার যুবককে নাকি এজন্য বাছাই করা হয়েছে।

ভিড় সরাতে পুলিশ

মন্ত্রিসভার চলে যাওয়ার খবরে উদ্বিগ্ন ওই যুবকদের অনেকের মধ্যেই একটা অস্থিরতা দেখা যায়। রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী বিশ্বাসের ঘরে অনেকে জোর করে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেন, দরজায় ধাক্কা দেন এবং 'সিকিউরিটি স্টাফ'-এর সঙ্গে তাঁদের কয়েকজনের ধস্তাধস্তিও হয়। শেষ পর্যন্ত ও সি সহ মহাকরণের সিকিউরিটি পুলিশ ওপরে ছুটে আসেন। তিনতলা ও দোতলার বারান্দা থেকে ভিড় সরিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন ব্লকে যাওয়ার পথে কোলাপসিবল গেটগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন বিকাল প্রায় পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা—মুখ্যসচিব ভিড় সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন বলে জানা যায়।

জানা যায়, আজ বুধবার থেকেই মহাকরণে প্রবেশে আবার কড়াকড়ি হবে।

'এনগেজ্‌ড'

মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী বিদায় নিয়ে যাওয়ার পর বেলা ৪টা নাগাদও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র, শিক্ষামন্ত্রী শ্রী দাশগুপ্তের ঘরের সামনে জ্বলজ্বলে লাল আলোয় 'এনগেজ্‌ড' নোটিশ দেখা যায়। দেখা গেল, তখনও কোন কোন মন্ত্রী ফাইল ক্লিয়ার করছেন। অফিসারদের সঙ্গে 'শেষ কথা' বলে যাচ্ছেন।

তবে, চাকুরির সুপারিশ বা ওই ধরনের আরজি নিয়ে যাঁরা দেখা করতে ঢোকেন তাঁদের কাছে হাতজোড় করে তাঁরা বলেছেন, আর কিছু অনুরোধ জানাবেন না। আমি আর 'মিনিসটার' নেই। কোথাও বা সি এ-দেরও বলতে শোনা গেছে—আর কেন বিরক্ত করছেন। উনি আর কী করবেন। একথা সবাইকে নিরস্ত করতে পারে না। বোধ হয়, চাকুরির উমেদার জনৈক ভদ্রলোক 'সব ব্লাফ, সব ব্লাফ' বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন। শুনে মন্ত্রীর মুখে হাসি: কিন্তু তা বোধ হয় কান্নার চেয়েও করুণ।

অসমাপ্ত কাজ

কোন কোন মন্ত্রী এদিন প্রেস কর্নারে এসে ঢোকেন এবং সাংবাদিকদের জানান—কী কী কাজ তাঁরা করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সময়াভাবে পারলেন না। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র তাঁর কক্ষে বসেই বললেন, খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহের ব্যাপারে ভেজাল ও দুর্নীতি অনুসন্ধানের জন্য তিনি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা এখনও শেষ হয়নি। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী বিশ্বাস বললেন, জবরদখল কলোনির বাসিন্দাদের "অগস্ত্যযাত্রা" আইনসিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে একটা আইনের খসড়া তৈরী করছিলেন। কিন্তু তা আর শেষ করা গেল না।

ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীআব্দুর সাত্তার বলেন, আর্থিক কারণে যাঁরা জমি বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁদের তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য 'আইন প্রস্তুত করে রেখেছিলাম বিধানসভার জন্যে।' তা আর হল না। এই বলে তিনি উঠলেন। তখন ৬টা বেজে গিয়েছে। অন্ধকার নেমে আসছে।

বাংলাদেশ সম্পর্কে অতি সাহসী নীতি নেওয়া হবে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

'জনমত সৃষ্টি করুন, নির্বাচনী কেন্দ্রে যান।' ইন্দিরাজী বলেন যে, সদস্যদের নিজ নিজ নির্বাচনী কেন্দ্রে গিয়ে বাংলা দেশের অনুকূলে জনমত সৃষ্টি করতে হবে। ত্রাণকার্যের ব্যাপারে জনগণের সহযোগিতা সংগ্রহ করতে হবে। এটা খুব বড় এবং দরকারী কাজ।

ভারতের কথাই সত্য প্রমাণিত। ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন যে, ভারতের কথা সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। পাক জঙ্গীশাসকরা ক্ষমতা ছাড়তে চায় না এবং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চায় না।

তিনি বলেন: বাংলাদেশে পাক বাহিনী যে গণহত্যা চালিয়েছে, তার কথা ভারত পৃথিবীর বিভিন্ন রাজধানীর গোচরে এনেছে এবং ভারতের নিরাপত্তা ও অর্থনীতির উপর বাংলাদেশের ঘটনা যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে, সেকথাও বলা হয়েছে। ভারতের বক্তব্য যে কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি—এটা মনে করা ভুল।

'পাক ফৌজকে বাংলাদেশ থেকে সামরিক ব্যবস্থা নিয়ে তাড়ান।' এর আগে অন্যান্যদের মধ্যে শ্রী ওয়াই এস মহাজন বলেন যে, বাংলাদেশ গণতন্ত্রকে বাঁচানোর একটিমাত্র পথই খোলা আছে। আর তা হল, সামরিক ব্যবস্থা নিয়ে সেখান থেকে পাক ফৌজকে তাড়িয়ে দেওয়া।

শ্রী গঙ্গা রেড্ডি বলেন: ভারতের বিরুদ্ধে বৃহৎ শক্তিদের ষড়যন্ত্র চলছে। শরণার্থী সংখ্যা এক কোটিতে পৌঁছবে। ভারতকে কড়া কিছু করতে হবে।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বলেন: মনে হচ্ছে সরকার চীন-ভীতিতে ভুগছেন, তাই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। দেশের স্বার্থেই দেশের নীতি নির্ধারণ করতে হবে। যুদ্ধ কেউ চায় না, কিন্তু যুদ্ধকে ভয় পেলেও চলবে না।

ম্যাজিস্ট্রেটের আচরণে ভর্ৎসনা, রুল খারিজ

আলিপুরদুয়ারের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী ডি এন দলপতির অনুকূলে কলকাতা হাইকোর্ট ইতিপূর্বে যে রুল জারি করেছিলেন বিচারপতি শ্রী এন কে সেন মঙ্গলবার তা খারিজ করে দিয়েছেন। বিচারপতি শ্রীসেন শ্রীদলপতির আচরণে তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রকাশ, শ্রীদলপতি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আলিপুরদুয়ারে নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁর আদালতে কয়েকটি ঘটনার পর জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনার তাঁকে আলিপুরদুয়ার ২নং ব্লকে ব্লক-উন্নয়ন অফিসার হিসাবে বদলি করেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্টে আবেদন করে রুল প্রাপ্ত হন।

বিচারপতি শ্রীসেন রুল খারিজ করে দিয়ে বলেন, আবেদনকারী ব্লক উন্নয়ন অফিসার হিসাবেই নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং ব্লক উন্নয়ন অফিসার হিসাবে তাঁকে বদলি করে তাঁর পদাবনতি ঘটানো হয়নি। শ্রীদলপতির আচরণে তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করে বিচারপতি বলেন, তাঁর আচরণ বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারসুলভ নয়।

পৌর-কর বৃদ্ধি সংক্রান্ত রুল বহাল

ক্যানিং স্ট্রীটের একটি বাড়ির পৌর-কর বৃদ্ধি সংক্রান্ত ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্ট ইতিপূর্বে ওই বাড়ির মালিক শ্রীমতী আঙ্গুরবালা মল্লিকের অনুকূলে যে রুল জারি করেছিলেন বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখারজি তা পাকাপাকিভাবে বহাল করেছেন।

শ্রীমতী মল্লিকের বক্তব্য, তাঁকে কোন নোটিশ না দিয়ে পৌর-কর বৃদ্ধি করা হয় এবং ৬,০০০ টাকারও বেশি আদায় করা হয়। অথচ করপোরেশনের তরফ থেকে বলা হয় যে, পৌর-কর সংক্রান্ত রেজিস্টারে তাঁর নাম নেই। বিচারপতি শ্রীমুখারজি করপোরেশনের যুক্তি অগ্রাহ্য করেছেন।

এম এ, এম কম পরীক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থাগুলি সিন্ডিকেটে অনুমোদিত

স্টাফ রিপোর্টার

চলতি এম এ, এম-কম পরীক্ষার ব্যাপারে এ পর্যন্ত যে-সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন মঙ্গলবার সিন্ডিকেটের এক বিশেষ বৈঠকে তার বিবরণ দেন। সিন্ডিকেট ওই ব্যবস্থাগুলি অনুমোদন করেন। আগামী বৃহস্পতিবার বিকালে সিন্ডিকেটের বৈঠক আবার বসবে। ওই দিনই বিনা পুলিশে পরীক্ষা নেওয়ার ছাত্রদের দাবিটি নিয়ে আলোচনার জন্য ডঃ সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের অধ্যাপকদের সঙ্গে বিজ্ঞান কলেজে এক বৈঠকে মিলিত হবেন। তারপর করবেন ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কনট্রোলার শ্রী ডি পি ব্যানারজি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে, 'এডুকেশন'-এর পঞ্চম পত্রের স্থগিত পরীক্ষা ৩ জুলাই বেলা ১২টায় হবে।

ছাত্র ফেডারেশন (ডান ও বাম), ছাত্র পরিষদ (উভয় গোষ্ঠী), পি এস ইউ, ডি এস ও, এফ আর এস, ছাত্র ব্লকের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার এক যৌথ বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয় যে, অনির্দিষ্টকালের জন্য এম এ, এম-কম পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়ার কোন পরামর্শ উপাচার্য ডঃ সেনকে তাঁরা দেননি, এমন কি তাঁদের ৭ দফা দাবির মধ্যেও ওই ধরনের কোন প্রস্তাব নেই। বিবৃতিতে অবিলম্বে পরীক্ষা শুরুর দাবি জানানো হয়েছে।

পি জি এস এফ-এর পক্ষে শ্রীদিলীপ চৌধুরী এক বিবৃতিতে জানান যে, কয়েকটি ছাত্র সংগঠন যে 'জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি' গঠন করেছেন, সে সম্পর্কে তাঁরা অবহিত নন। তাঁরা মনে করেন, 'পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব পুরোপুরি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের, এতে ছাত্র সংগঠনের কোন দায়িত্ব নেই।' অথচ সোমবার ছাত্র ফেডারেশনের (বাম) প্যাডে 'জয়েন্ট কাউন্সিল' গঠনের সংবাদ দিয়ে যে-সব ছাত্র সংগঠন এর অংশীদার বলে জানানো হয়েছিল, তার মধ্যে 'পি জি এস এফ'-এরও নাম ছিল।

পাকিস্তানের গোঁসার আশঙ্কা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পাকিস্তানে অস্ত্র চালান বন্ধ করা যায়।

প্রেস অফিসার চারলস ব্রে বলেন যে, বাংলাদেশের হাঙ্গামা সম্পর্কে সরেজমিনে খবর নেবার জন্য মারকিন রাষ্ট্রসচিব রজারস ভারত পাকিস্তান সফরে যাচ্ছেন বলে কোন খবর তাঁর জানা নেই।

সেনেটর এডওয়ারড কেনেডি পাকিস্তানকে এভাবে সামরিক অস্ত্র বিক্রয় করে যাওয়ার বিরুদ্ধে গতকাল রাষ্ট্র দফতরের কাছে অভিযোগ পেশ করেছেন।

শ্রীব্রে সাংবাদিকদের বলেন, ২৫ মারচের আগে যে সব সামরিক অস্ত্র বিক্রয়ের জন্য লাইসেনস দেওয়া হয়েছে, মারকিন সরকার তা জাহাজে পাঠাবার করার অনুমতি দেবেন।

—এ পি

ধাওয়ান দিল্লি গেলেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বরাষ্ট্র দফতরের বিশেষ সচিব শ্রী কে জি বসু ও যুগ্মসচিব শ্রী বি সি মুখারজির সঙ্গে আলোচনায় বসেন। রাজ্যপালের কোন উপদেষ্টা যদি নিযুক্ত না হন তাহলে এই অফিসারদেরই ঠিক করতে হবে কীভাবে তাঁরা রাজ্যের প্রশাসনের দৈনন্দিন কাজকর্ম চালাবেন।

প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রী বি আর গুপ্ত এদিন মুখ্যসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

রাজ্যপাল কি এবার থেকে রোজ মহাকরণে আসবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যসচিব শ্রীসেনগুপ্ত বলেন—এখনও তাঁরা তা জানতে পারেননি।

সচিবদের সব ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির ঘোষণাটি হাতে পাওয়ার পর মুখ্যসচিব শ্রীসেনগুপ্ত রুলস অব বিজনেসের সংশ্লিষ্ট ধারাটি উল্লেখ করে এক সারকুলার দেন। এই সারকুলারে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির শাসন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীদের সমস্ত ক্ষমতা বিভাগীয় কমিশনার ও সচিবদের উপরই ন্যস্ত হল।

অতিরিক্ত মুখ্যসচিব হতে পারে

রাষ্ট্রপতির শাসনকালে প্রশাসনিক কাঠামো কী হবে তা এখনও কেন্দ্রের আলোচনার পর্যায়ে। কলকাতায় আভাস পাওয়া যায়, কঠোরভাবে এবার প্রশাসনিক কাজকর্ম চালাতে হবে। তাই একা মুখ্যসচিবের উপর কাজের চাপ বেশি পড়বে। সেক্ষেত্রে একজনকে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব করা হতে পারে। কাকে এই পদে নিয়োগ করা হবে তা অবশ্য মুখ্যসচিব রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করবেন। এদিকে মঙ্গলবার কোয়ালিশন সরকার মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলা শাসক বদলি করা ছাড়াও পঞ্চায়েৎ বিভাগের ডিরেকটর শ্রীঅসিতরঞ্জন সাহাকে বদলি করে দিয়েছেন। শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারি শ্রীচিত্ত গুহ মজুমদারকে হাওড়ার জেলা শাসক এবং হাওড়ার জেলা শাসক শ্রীদীপক রুদ্রকে মেদিনীপুরের জেলা শাসক পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

পাবলিক সারভিস কমিশন

আর একটি খবর: অর্থ বিভাগের কমিশনার শ্রী জে এল কুণ্ডুকে রাজ্য পাবলিক সারভিস কমিশনের চেয়ারম্যান করার একটি প্রস্তাব প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী করে গিয়েছেন। শ্রীকুণ্ডুর অবসর গ্রহণ করতে এখনও পাঁচ মাস বাকি। আগামী নবেম্বর মাসে ওই কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রী এস এম ভট্টাচার্যের অবসর গ্রহণ করার কথা।

এখনও চিত্র পরিষ্কার হয়নি

মুখ্যসচিব শ্রীসেনগুপ্ত এদিন সাংবাদিকদের জানান, রাষ্ট্রপতির শাসনে এখানে কী 'সেট আপ' হবে সে সম্পর্কে এখনও তাঁর কোন ধারণা নেই। তাঁর মনে হয়, ৭-৮ দিনের আগে পরিষ্কার কোন চিত্র পাওয়া যাবে না।

উপদেষ্টা কমিটি নিয়োগ এবং তাতে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের অবস্থিতি সম্পর্কেও সঠিকভাবে কিছুই জানা যায়নি। মুখ্যসচিবের ধারণা, পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে সংসদীয় কমিটি গঠিত হবে তাতেই রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিত্ব থাকবে। সেক্ষেত্রে উপদেষ্টা কমিটিতে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নেওয়ার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে তিনি মনে করেন না।

শ্রীসেনগুপ্ত বিকাল ৪টার পর যখন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের সরকারী বার্তা তাঁর হাতে পৌঁছয়।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে ক্লোজার মিটল

স্টাফ রিপোর্টার

বিদায়ী শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপালদাস নাগ মঙ্গলবার জানান: শ্রীরামপুরের বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল ২ জুলাই খুলছে। এটি ২ বছর ক্লোজার হয়েছিল। শ্রমিক সংখ্যা ২২০০।

তিনি বলেন, সরকার গ্যারানটার হয়ে ওই সংস্থার নতুন পরিচালন কমিটি যে স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ওই কমিটিতে ট্রেড ইউনিয়ন থেকেও ২ জন প্রতিনিধি থাকবেন। ক্লোজারের সময়ের জন্য শ্রমিকরা টাকা পাবেন না। বকেয়া পাওনা কর্মসূচী অনুসারে দেওয়া হবে। কোন ছাটাই হবে না।

বোনাসের পরিমাণ বাড়ানোর সুপারিশ

তিনি জানান, পূজার সময় বোনাস সংক্রান্ত বিক্ষোভ ইত্যাদি দূর করে শিল্পে শান্তি বজায় রাখার জন্য তিনি বোনাসের পরিমাণ ন্যূনতম শতকরা ৮ ভাগ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছেন। এজন্য বোনাস আইন সংশোধনের প্রয়োজন হবে।

মানহানির দায়ে হাকিম

নিজস্ব সংবাদদাতা

মালদহ, ২৯ জুন—স্থানীয় আদালতের দ্বিতীয় মুনসেফের বিরুদ্ধে গত ২৫ জুন একটি মানহানির মামলা দায়ের করা হয়েছে।

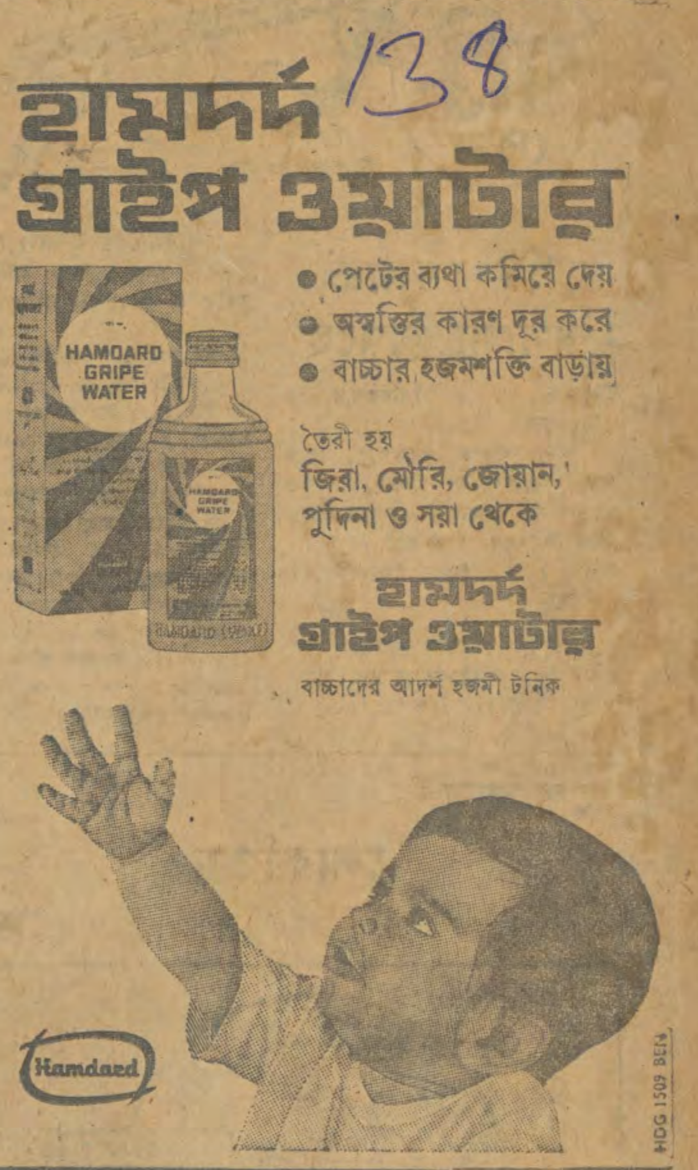

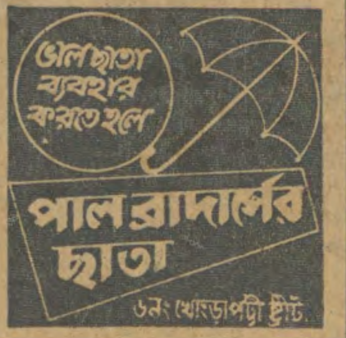

আপনার মনের মত ফ্যান, পছন্দমত দাম
উষা টেবিল ফ্যান রকমারিত্বে অদ্বিতীয়

উষা খরচ বাঁচায়—ইলেক্‌ট্রিক বিল কম ওঠে। উষা সুবহ—হালকা ব'লে যত্রতত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।
উষা নিরাপদ—বিশেষ ধরণের ঘন গার্ড থাকায় ছেলেপুলের বাড়িতে বিপদের ভয় থাকে না।
উষা একবার কিনলে আজীবন চলে—
এর নির্ভরযোগ্য গুণমানের জন্যে ভারতে এবং বিদেশে এর সর্বাধিক কাটতি।

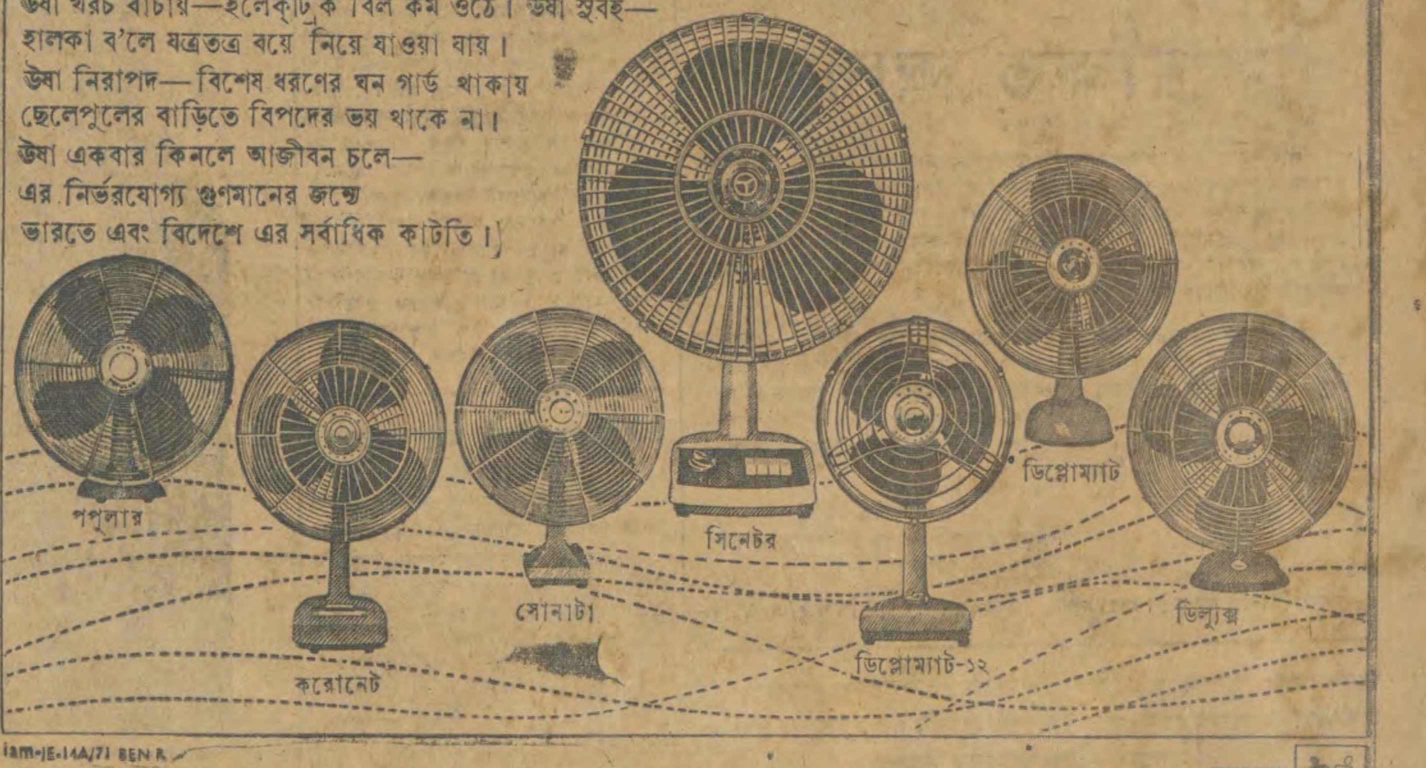

দু'টি খেলারই ফয়সালা হয়েছে

রাজস্থান ১ খিদিরপুর ০
(বিজয়)

ভাল খেলেও খিদিরপুর হেরে গেল। রাজস্থানের বিজয় দিকপতি ১৬ মিনিটে পেনালটি এরিয়ার বাইরে থেকে ফ্রীকিকে গোল করে।

বাটা ২ হাওড়া ইউনিয়ন ০
(দেবু—২)

বাটা কিছুটা ভাল খেলেছে। দেবু মুখার্জির হ্যাটট্রিকের সুযোগ এসেছিল। নিজেই নষ্ট করেছে।

বুধবারের ফুটবল খেলা

প্রথম ডিভিসন লীগ

মহমেডান : পোরট কমিশনারস (মহমেডান)
বি এন আর : কুমারটুলি (ইসটবেংগল)

দ্বিতীয় ডিভিসন—বহুবাজার ওয়াই এম ইউনিয়ন : ইয়ং বেংগল (রেনজারস); অরোরা : ভবানীপুর (ওয়াই এম সি এ); আর এইচ এ সি : সুবারবন (ভবানীপুর)। তৃতীয় ডিভিসন—তালতলা : চন্দ্র মেমোরিয়াল (গ্রীয়ার)। চতুর্থ ডিভিসন—কাশীপুর সরস্বতী : ক্যালঃ পুলিশ (ক্যালঃ পুলিশ)। বেংগল সকার লীগ—পারশী : ক্যালঃ ইউনাইটেড (টাউন); সি এফ সি : রাখী সংঘ (তালতলা)। অ্যালেন লীগ—পানজাব : মিলন চক্র পুলিশ); যুগশান্তি : মিত্র সম্মিলনী (কাসটমস)।

'আমি মানসিক যন্ত্রণা থেকেও মুক্ত'

সুপ্রিম কোরট মহম্মদ আলিকে মুক্তি দিয়েছে

শিকাগো, ২৯ জুন—প্রাক্তন বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়ন মহম্মদ আলিকে (ক্যাসিয়াস ক্লে) আমেরিকার সুপ্রিম কোরট মুক্তি দিয়েছে।

সেনা বিভাগে যোগ দিতে অস্বীকার করায় তাঁর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোরটে বিচার হচ্ছিল। এবং এই বিচারের ওপরই তাঁর জেলে যাওয়া না যাওয়া নির্ভর করছিল। তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এই সংবাদ শুনেই তিনি আল্লার কাছে প্রার্থনা জানান।

তাঁকে জেলে পাঠাবার ব্যাপারে সরকারের এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সাংবাদিকরা মহম্মদ আলিকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন—'সরকার যা ভাল বুঝেছে করেছে আর আমি যা ভাল বুঝেছি আমি করেছি।' আগামী ২৬ জুলাই হিউসটনে মহম্মদ আলি লড়বেন জিমি এলিসের সঙ্গে।

—এ পি

ক্রিকেট খেলোয়াড় খুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেখান থেকে আর জি কর হাসপাতালে। অপারেশন থিয়েটারে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ওই সূত্রে আরও জানা যায়, ঘটনাটি ঘটে পৌনে দশটা নাগাদ। তাঁর জিপের ড্রাইভার ঘটনার সময় একটি চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলেন। শ্রীমিত্র গাড়িতে একা বসেছিলেন, তখন এই শোচনীয় ঘটনাটি ঘটে যায়।

গুলির শব্দে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে। কিন্তু আততায়ীরা সকলে উধাও হয়ে যায়।

খবর পেয়ে পুলিশের পদস্থ অফিসাররা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। চারদিকে তল্লাসি চালিয়ে ২২ জনকে জিজ্ঞাসা বাদের জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। রাত্রির দিকের খবর এ নিয়ে আরও তদন্ত চলছে।

আরও একজন খেলোয়াড় আক্রান্ত

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য গত বৃহস্পতিবারও হাওড়া ইউনিয়নের বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় পি শেঠ বালিতে কয়েকজন আততায়ীর গুলিতে আহত হন। তাঁকে ছুরিকাঘাতও করা হয়। আশংকাজনক অবস্থায় শুকলাল কারনানী হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে।

কাশীপুরে পুলিশের গুলিতে ৩ জন নিহত

মঙ্গলবার সকালে উত্তর কলকাতার কাশীপুর এলাকায় পুলিশ ও নকশাপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের সময় পুলিশের গুলিতে তিনজন যুবক নিহত হন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তাজা বোমা, বোমার মশলা উদ্ধার করে। এ সম্পর্কে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বাটিরায় যুবক নিহত

সোমবার রাত্রে বাটিরা থানার নরসিংহ দত্ত রোডের বিষ্টু কুন্ডুর বাগানে এক যুবক ছুরিকাঘাতে নিহত হন। তিনি সি পি এম সমর্থক বলে পুলিশসূত্রে জানা যায়।

জলপাইগুড়িতে প্রহারে একজনের মৃত্যু

জলপাইগুড়ি থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, রবিবার প্রচণ্ড প্রহারে শ্রীননীগোপাল শাহা কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির প্রহারে নিহত হন বলে জানা যায়। তিনি সি পি এম দলের সমর্থক ছিলেন।

বড়তলা নকশাল-সি পি এম সংঘর্ষ

বড়তলা থানা এলাকার দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট ও নিমু গোস্বামী লেনের সংযোগস্থলে মঙ্গলবার সকাল আন্দাজ ৯টার সময় সি পি এম ও নকশালপন্থীদের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে তাঁরাও আক্রান্ত হন। এতে একজন পুলিশ কনসটেবল আহত হন। তাঁকে পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ব্যাপারে পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

যাদবপুরে ২০ জন গ্রেফতার

মঙ্গলবার ভোরের দিকে যাদবপুর থানা এলাকায় শান্তিনগরে তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ ২০ জনকে গ্রেফতার করেছে।

নারকেলডাঙ্গা থানা ঘেরাও

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফরোয়ারড ব্লকের নেতৃত্বে যুব, ছাত্র ও শ্রমিকদের এক মিছিল নারকেলডাঙ্গা থানা ঘেরাও করে। মিছিলকারীরা দলের নেতা শ্রীহরিদাস ব্যানার্জিকে ছুরিকাঘাতে আহত করার সঙ্গে জড়িত অপরাধীকে গ্রেফতারের দাবি জানান। এ ছাড়া বেলেঘাটা অঞ্চলে দলের যেসব কর্মীকে গ্রেফতার করে রাখা হয়েছে, তাদের মুক্তি দাবি ও হকারদের ওপর পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদ জানান হয়। ডাঃ সুবোধ দে-র নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবিপত্র পেশ করেন।

ছয় উইকেটে ভারতের হার

লনডন, ২৯ জুন—এসেকস দ্রুত রান তুলে আজ তৃতীয় ও শেষ দিনে ভারতকে ৬ উইকেটে পরাস্ত করেছে।

আজ ভারত ৯ উইকেট হাতে নিয়ে খেলা শুরু করে। গাভাসকর ৫৫ রান করে হবসের বলে টেলরের হাতে স্টাম্প হয়। ওয়াড়েকর ৫১ করে।

প্রথম ইনিংসের খেলায় ১৬৪ রানের ঘাটতি নিয়ে ভারত সোমবার শেষ বেলায় দ্বিতীয় ইনিংসের শুরু করে। এবং তৃতীয় দিন চা বিরতির পর ২০১ রানে সকলে অাউট হয়ে যায়। এর অর্থ ভারত ৬৭ রানে এগিয়ে যায়।

স্কোর

ভারত—১ম ইনিংস ১৬৪

এসেকস—১ম ইনিংস ৩২৮ (৮ উইঃ ডিঃ)

ভারত—২য় ইনিংস ২০১

জয়ন্তীলাল ক অ্যাকফিল্ড ব বয়েস	৯
গাভাসকর স্টা টেলর ব হবস	৫৫
কিরমানি হিট উইঃ ব হবস	১৩
ওয়াড়েকর স্টাঃ টেলর ব অ্যাকফিল্ড	৫১
মানকড় ক স্যাভিল ব ইস্ট	৩১
বিশ্বনাথ ক ফ্রেচার ব অ্যাকফিল্ড	৯
সারদেশাই ক ফ্রেচার ব অ্যাকফিল্ড	৩
সোলকার নট আউট	২০
বেংকটরাঘবন ক হবস ব ইস্ট	১৩
প্রসন্ন ক ওয়ারড ব বয়েস	৪
চন্দ্রশেখর ব লেভার	১
অতিরিক্ত	২২
মোট	২০১

বোলিং—বয়েস ১৩—৬—৩৩—২; লেভার ১১·২—৩—২৪—১; হবস ৩৮—১২—৭০—২; ইস্ট ২৮—৮—৪৯—২; অ্যাকফিল্ড ১৬—৮—৩০—৩০।

এসেকস—২য় ইনিংস

ফ্রানসিস রান অাউট	৩
টেলর ব বেংকটরাঘবন	০
ফ্রেচার নট আউট	৩৮
বয়েস এল বি ডব্লিউ বেংকটরাঘবন	১৫
স্যাভিল ক ওয়াড়েকর ব বেংকটরাঘবন	৩
ওয়ারড নট আউট	৫
অতিরিক্ত	৪
মোট (৪ উইকেট)	৬৮

—এ পি

আজ থেকে ভারতের খেলা রবিনস একাদশের বিরুদ্ধে

ইসট বেঙ্গল মাঠের খেলাটি হয়নি

স্টাফ রিপোরটার

মঙ্গলবার ইসটবেংগল মাঠে টালিগঞ্জ অগ্রগামী ও ইসটবেংগলের প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়নি। এরিয়ান ক্লাব আগেই আই এফ এ-কে জানিয়ে দিয়েছিল যে, তাদের সদস্য আসন থেকে বাহিরাগত কোন দলকে আসন দিতে পারবে না। এই দিন এরিয়ান ক্লাব ভিজিটিং ক্লাবের সদস্যদের জন্য দরজাটিও খোলেনি। অগ্রগামীর খেলোয়াড়রা যথাসময়ে হাজির হয়। কিন্তু দলের সভ্য ও সমর্থকেরা মাঠে ঢুকতে না পারায় তারা খেলোয়াড়দের মাঠে প্রবেশ না করার জন্য অনুরোধ করে। টালিগঞ্জ অগ্রগামীর খেলোয়াড়রা সদস্য ও সমর্থকদের অনুরোধ মেনে নিয়ে মাঠে প্রবেশ না করেই চলে যায়।

আই এফ এ যতদিন এই আসন বণ্টন ব্যবস্থার ফয়সালা না করছেন, ততদিন এরিয়ান নিজেদের দাবিতে অবিচল থাকবে।

এরিয়ান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে এ ব্যাপারে যে চিঠি দিয়েছিলেন, তার উত্তরে সরকার আই এফ এ-কে জানিয়ে দেন যে, সদস্যদের আসন বিলি ব্যবস্থার দায়িত্ব আই এফ এ ও যোগদানকারী ক্লাবের ঘরোয়া ব্যাপার।

মোহনবাগান ও কালীঘাটের খেলা হচ্ছে না

স্টাফ রিপোরটার

আই এফ এ-র সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত জানিয়েছেন, মোহনবাগান ও কালীঘাট ক্লাবের প্রাক্তন ক্রিকেট ও ফুটবল খেলোয়াড় জ্যোতিষ মিত্র আততায়ীর গুলিতে মঙ্গলবার নিহত হওয়ায় দুই ক্লাবের আবেদনে বুধবার মোহনবাগান ও কালীঘাটের প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ খেলা স্থগিত রাখা হয়েছে।

জান, বিকেলে, জ্যোতিষ মিত্রের মরদেহ বুধবার বেলা সাড়ে তিনটায় মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে আনা হবে।

জগন্নাথ আজ খেলবে

জাতীয় টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ন জি জগন্নাথ আজ বুধবার স্টুডেনটস হেলথ হোম প্রতিযোগিতার প্রি-কোয়ারটার ফাইনালে বাংলার জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে খেলবে। বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে ওয়াই এম সি-এর চৌরঙ্গী শাখায় খেলা শুরু হবে।

মঙ্গলবারের অন্যান্য ফুটবল খেলার ফলাফল

দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ—ডব্লিউ বি পুলিশ (২) ঐক্য সম্মিলনী (২); পুলিশ (১) সালকিয়া ফ্রেনডস (০); বেহালা ইয়ুথ (৪) গৌরী (২)।

বড় খেলা নিয়ে আরও আলোচনা

স্টাফ রিপোরটার

মোহনবাগান ও ইসটবেংগলের বড় খেলা সম্পর্কে যদিও আই এফ এ-র সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত কিছু বলতে অস্বীকার করেছেন তবু আমাদের খবর, মঙ্গলবারও তিনি রাইটারসে গিয়ে শিক্ষা সচিব শ্রী জে সি সেনগুপ্তের সঙ্গে ওই খেলা যাতে ৪ জুলাই হয় তার চেষ্টা করেছেন।

জানা গিয়েছে, শিক্ষা সচিব শ্রী সেনগুপ্ত ২৬ হাজারের বদলে ২৭ হাজার টিকিট আই এফ একে দিতে রাজি হয়েছেন, আর গেট মানির শতকরা কুড়ি ভাগ দাবি নাকচ সম্পর্কে ভেবে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

নিউকমব সেমিফাইনালে উঠেছে

উইম্বলডন, ২৯ জুন—জন নিউকমব আজ তার স্বদেশীয় কলিন ডিবলিকে (অসট্রেলিয়া) খুব সহজেই ৬—১, ৬—২ ৬—৩ গেমে হারিয়েছে কোয়ারটার ফাইনালে।

নাসতাসে ও টিরিয়াক জুটি পরাজিত

কোয়ারটার ফাইনালে পুরুষদের ডাবলসে অসট্রেলিয়ার উদীয়মান জন আলেকজান্ডার ও ফিল ডেনট হারায় রুমানিয়ার নাসতাসে ও টিরিয়াককে। (৪—৬, ৬—৩, ৩—৬, ৫—৭ ও ৬—৩)।

ক্লারক গ্রেবনার (যুক্তরাষ্ট্র) ও কক (ব্রাজিল) পরাস্ত করে জ্যানুলভিক (যুগোশ্লাভিয়া) ও বব মাউডকে (দঃ আফরিকা)। (৯—৮, ৪—৬, ৬—৪, ৬—১)।

মহিলাদের ডাবলসে রোসমেরি কাসালস (যুক্তরাষ্ট্র) ও বিলি জিন কিং (যুক্তরাষ্ট্র) জিতেছে।

—এ পি

ভারতীয় হকি দল সিঙ্গাপুরে খেলবে

সিংগাপুর, ২৯ জুন—আগামী ৪ আগসট থেকে ১৫ আগসট সিংগাপুরে দ্বিতীয় এশিয়ান আঞ্চলিক হকি প্রতিযোগিতার খেলা হবে। ঐ খেলায় ভারতীয় হকি দল যোগ দেবে। ভারত-যোগদান করায় যোগদানকারী দলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছয়। জাপান, হংকং ও দক্ষিণ কোরিয়া এখনও কিছু জানায়নি। সিংগাপুরের প্রতিযোগিতায় ভারত বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতায় দল পাঠাবে বলে জানিয়েছে। আগামী সেপটেমবর মাসে বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতা স্পেনের বারসিলোনা শহরে হবে। —এ এফ পি

হাওড়ার প্রসিদ্ধ বিভাগীয় বস্ত্র বিপণি
গয়াপ্রসাদ সীতারাম
৪৮, জি·টী·রোড (সাউথ) হাওড়া (ফোন-৬৭-৪০০৯)

অ্যামেচার অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের নতুন সভাপতি

স্টাফ রিপোরটার

শ্রী কে সি গুহ অ্যামেচার অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীপঙ্কজ গুপ্তের মৃত্যুতে পদটি শূন্য হয়েছিল।

পাকিস্তান-ল্যাংকাশায়ারের খেলা অমীমাংসিত

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন—ম্যানচেস্টারে পাকিস্তান ও ল্যাংকাশায়ারের খেলা বৃষ্টির জন্য অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে বলে বি-বি-সি খবর দিয়েছে।

—ইউ এন আই

চাই
ডিস্ট্রিবিউটর / স্টকিস্ট
বিক্রি করতে

ওমর
খৈয়ম
ওয়াইন, হুইস্কি,
জিন, রম, ব্র্যান্ডি

বৈধ আবগারি লাইসেন্স আছে এবং অনুরূপ লাইনে ব্যবসা করেন এইরকম প্রতিষ্ঠান তাঁদের সম্পূর্ণ বিবরণী, ব্যাঙ্ক রেফারেন্স এবং ব্যবসায়ের বার্ষিক পরিমাণ উল্লেখে অবিলম্বে লিখুন :

দি মার্কেটিং ডিরেক্টর
ওমর খৈয়ম ওয়াইনারিজ প্রাঃ লিঃ
৬০, গলফ লিংকস, নয়াদিল্লি-৩

৩২৪২-এ

পোলার
লোকপ্রিয়
হচ্ছে

সেরা কোটেড অ্যাব্রেসিভ

স্যান্ড পেপার
পালিস বা পেন্ট লাগাবার আগে কাঠকে প্রস্তুত করার জন্য।

এমেরি পেপার ও ক্লথ
যে কোনো ধাতু মসৃণ ও উজ্জ্বল করতে মেটাল পালিস শিল্পে এইগুলি অপরিহার্য।

ক্রেসেণ্ট পেপার ওয়াক্সারস্
কেন্ট হাউস, ১৪, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ কলকাতা—১৩
ফোন : ২৩-১৬৪২ এবং ২৩-৭৪৩০

ক্যালকাটা টায়ার ডীলার্স অ্যান্ড রিট্রিডার্স অ্যাসোসিয়েশন

৩, গোখেল রোড, কলিকাতা-২০

বরাদ্দের নোটিশ : ২৯শে জুন '৭১ তারিখে বরাদ্দীকৃত টায়ার

সাইজ	ক্রমিক সংখ্যা থেকে		ক্রমিক সংখ্যা পর্যন্ত	বিবরণ
৭৫০×২০	০/১০/৮	থেকে	০/১০/৯	ডানলপ ট্র্যাক মাস্টার
ঐ	০/১০/১০	থেকে	০/১০/২৩	ইণ্ডিয়া এ. পি.
৮২৫×২০	০/৮/২১৬	থেকে	০/৮/২৪২	ডানলপ ট্রাক গ্রীপ
	০/৮/২৪৩	—	—	ডানলপ আর. কে. জি.
	০/৮/২৪৪	থেকে	০/৮/২৬১	ইণ্ডিয়া এ. পি.
	০/৮/২৬২	থেকে	০/৮/২৮৯	ডানলপ হাইওয়ে আর. কে. ডব্লু.
৯০০×২০	০/৯/১৫১	থেকে	০/৯/১৯৮	ডানলপ হাইওয়ে ১০৫
	০/৯/১৯৯	থেকে	০/৯/২২১	ইণ্ডিয়া জি—১৭

মোহন সিং সাভারওয়াল
জেনারেল সেক্রেটারি

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

মিহিজাম হোমিওপ্যাথীর পীঠস্থান

বর্তমানে হোমিওপ্যাথী একটি বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্র। আমরা চাই হোমিওপ্যাথদের গৌরবময় ভবিষ্যত এবং হোমিওপ্যাথীর অতুলনীয় সাফল্য। বিগত ১৯১৮ সাল থেকে আমাদের চলে আসছে হোমিওপ্যাথীর সাধনা।

- আসন সংখ্যা সীমিত। ছাত্রছাত্রীগণ সময়মতো আবেদন করুন।
- কোর্স : ডি. এইচ. এম. এস চার বৎসরের শিক্ষাক্রম। (ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত)
- ১লা জুলাই, ১৯৭১ সাল হইতে সেশন শুরু হবে। ভর্তি চলছে।
- সর্বনিম্নমান : ম্যাট্রিকুলেশন, স্কুল-ফাইনাল, উচ্চ মাধ্যমিক অথবা সমপর্যায়ভুক্ত।
- প্রসপেকটাস : মূল্য দুই টাকা। রেজিস্টার্ড ডাকে তিন টাকা। (ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডারে দেয়)

অধ্যক্ষকে লিখুন :—

কলেজ এ্যান্ড হসপিটাল অফ মিহিজাম
ইনসটিটিউট অফ হোমিওপ্যাথী
(বিহার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত)
পোঃ মিহিজাম, বিহার, ভারত

সরকারি কলেজ / স্কুল / হস্টেলে

তফসিলভুক্ত জাতি/উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য

সংরক্ষিত আসন

কলিকাতায় এবং জেলাসমূহে সকল সরকারি এবং গভঃ স্পনসর্ড কলেজ ও সংলগ্ন হস্টেলসমূহে তফসিলভুক্ত জাতি এবং উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথাক্রমে ১৫ শতাংশ এবং ৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখিয়াছেন। সেই মতো সকল সরকারি স্কুলে এবং এই সকল স্কুল সংলগ্ন হস্টেলেও অনুরূপ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিদ্যায়তনসমূহের প্রধানগণকে ইহা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

তফসিলভুক্ত জাতি বা উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীগণ এইসকল বিদ্যায়তনে বা হস্টেলে ভর্তি হইতে অসুবিধা বোধ করিলে স্পেশ্যাল অফিসার, শিডিউল্ড কাস্টস অ্যান্ড ট্রাইবস ওয়েলফেয়ার/জেলাসমূহে শিডিউল্ড কাস্টস অ্যান্ড ট্রাইবস-ওয়েলফেয়ার অফিসারস বা ডিরেক্টর, শিডিউল্ড কাস্টস অ্যান্ড ট্রাইবস-ওয়েলফেয়ার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ৮ লায়নস রেঞ্জ, কলিকাতা-১-এর নিকট লিখিবেন।

ডিরেক্টর,
শিডিউল্ড কাস্টস অ্যান্ড ট্রাইবস ওয়েলফেয়ার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

—ডব্লু বি (আই অ্যান্ড পি আর) অ্যাডঃ নং ২৬৯৪(৭) আই পি আর/এ/৭১—

ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন

নোটিস

এগজিবিশন ফুটবল ম্যাচের টিকিট বণ্টন সম্পর্কে আলোচনার জন্য ৩০ জুন ১৯৭১ তারিখ, বুধবার সন্ধ্যা ৬-৩০টায় ইডেন গার্ডেনস্থিত এম সি সি প্যাভিলিয়নে গভর্নিং বডির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

বি এন দত্ত
অনাঃ সেক্রেটারী

৩০-৬-৭১

(৩৪৮৫এ)

Bangla Desh–Donate Generously

Photograph: Shambhu Mukerji

Sponsored by Gabriel India Ltd., Bombay

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা—১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার